# বড়দিদি

## প্রথম দৃশ্য

ব্রজরাজ বাবুর বাড়ী

নহবতের সুর ভেসে আসছে

**বংশীর প্রবেশ।**

বংশী। ওরে মদনা—এই মানকে, কোচোয়ানকে গাড়ী বার করতি বল। ফুল দিয়ে ভাল করি ঘোড়ার গাড়ীখানাকে সাইজে দে। বর-কনেকে ইষ্টিশনে যেতি হবে। আরে ও বিলুদি, ওখানে কি করতিছো? শিগ্‌গির যাও, কত্তামা তোমারে ডাকতিছেন।

**মানবের প্রবেশ।**

মানব। আরে বংশীবদন, তুমি যে দেখছি একাই হাঁকাহাঁকি করে বিয়ে বাড়ী মাতিয়ে তুলেছো।

বংশী। [ মানবের দিকে লক্ষ্য না করে ] মাতিয়ে তুলবোনি! বড় দিদির বিয়ে হল টোপর মাথায় দিয়ে। আজ শ্বশুর বাড়ী যাবে দিদি ঘোমটা মাথায় দিয়ে। হুররে-হুয়া, হুররে-হুয়া, হুররে হুয়া-হো, পোঁ-ওঁ ওঁ ওঁ, পোঁ-ওঁ ওঁ ওঁ, পোঁ-ওঁ ওঁ ওঁ। [ বুড়ো আঙ্গুল মুখে নিয়ে বাঁশী বাজানোর ভঙ্গিমা করে নাচতে থাকে ]

মানব। আরে-রে একি করছো? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

বংশী। [ মানবের দিকে খেয়াল না করে ] পাগল হব কেন, আনন্দে নাচতিছি। পোঁ-ওঁ ওঁ ওঁ, পোঁ-ওঁ ওঁ ওঁ, পোঁ-ওঁ ওঁ ওঁ [ পূর্ববৎ নাচিতে থাকে ]

মানব। হাঃ হাঃ হাঃ।

বংশী। কে, ও মানবদাদাবাবু? আমি মনে করেছিলাম পুঁচীর বাপ তাই—

মানব। তাই তুমি সমানেই নেচে চলেছিলে।

বংশী। তুমি তো কাল নেমন্তন্ন খেতি আসনি? আজ কখন এলে? বর কনে দেখেছো?

মানব। না এইতো সবে এলাম।

বংশী। দেখো গে যাও, দেখো গে যাও। আমাদের বড়দিদি যেমন, তেমন হইয়েছে জামাই-দাদা। দুজনকে এমন মানন মাইনেছে দেখলি তোমার চোখ থির হয়ে যাবে। আহা-হা, যেমন বর তেমনি বৌ।—ঠিক যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।

মানব। তাই নাকি?

বংশী। আচ্ছা আমি এখন ওদিকে যাই। বড়দিদি আজ শ্বশুর বাড়ি চলি যাবে, তার জিনিসপত্তর আমাকেই গুছিয়ে দিতি হাবেতো। আমিই যে এ বাড়ির-হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা।

[ প্রস্থান

মানব। বিয়ে হয়ে গেল, কাল মাধবীর বিয়ে হয়ে গেল। আজ আর কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের বিদায় পর্ব। মাধবী আজ স্বামীর হাত ধরে

চলে যাবে সুদূর পাবনা জেলার গোলাগাঁয়ে তার শ্বশুর বাড়িতে। অথচ এই মাধবীকে নিয়ে আমি কত স্বপ্ন দেখেছিলাম। তাকে পাবার আশায় আমার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার জন্য কারণে অকারণে শিবচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের অজুহাতে এই বাড়িতে উপস্থিত হতাম। কিন্তু আমাকে দেখলেই সে সরে যেতো। আমিও কোনদিন মুখ ফুটে বলতে পারিনি—মাধবী! আমি মনে মনে তোমাকে ভালবাসি। বলতে পারিনি শিবচন্দ্রকে, বলতে পারিনি তার বাবা ব্রজরাজ বাবুকে—আমি মাধবীর পাণিপ্রার্থী।

**শিবচন্দ্রের প্রবেশ।**

শিব। এই যে মানব কাল এলি না কেন? বিয়ের দিনে একটু খাটাখাটুনী করতে হবে এই ভয়ে?

মানব। আরে না—না তা নয়, খাটাখাটুনীর ভয়ে মাধবীর বিয়েতে আসবো না তাই কখন হয়?

শিব। তবে এলি না কেন?

মানব। ব্যাপারটা কি জানিস শিবচন্দ্র? আমি আসবো বলে হোটেল থেকে বের হচ্ছি, এমন সময় বাড়ির চাকরটা এসে খবর দিলো এখনি বর্ধমানে যেতে হবে, মমতার খুব অসুখ।

শিব। মমতা—

মানব। হ্যাঁ আমার ছোট বোন মমতা।

শিব। ও, তা হলে তুই চলে এলি যে?

মানব। বাড়ি গিয়ে দেখি তেমন কিছু সিরিয়াস নয়, সামান্য সর্দি জ্বর। তাই আজ সকালবেলায় গো ব্যাক। আজ মাধবী তার শ্বশুরবাড়ি চলে

যাবে, আবার কবে দেখা হবে জানিনা। তাই হোটেলে না গিয়ে সোজা চলে এলাম তোদের বাড়িতে।

শিব। খুব ভালো করেছিস। জানিস মাধবী আজ স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন আনন্দ হচ্ছে, অন্যদিকে তেমন সকলের মুখেই একটা বিষাদের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

মানব। এতো স্বাভাবিক। এ বাড়ির ঝি-চাকর থেকে শুরু করে সবাইকে মাধবী একান্ত আপন করে নিয়েছিল, সবাই যেন মাধবী ছাড়া আর কাউকে চেনেনা।

শিব। সত্যিই তাই।

মানব। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছিনা শিব, তোর বাবা এটা কি করলেন ?

শিব। তার মানে ?

মানব। মানে তোর বাবার একটু বিবেচনা করা উচিৎ ছিল। তোদের এই বিরাট জমিদারী, মাধবী এই ঐশ্বর্যের মধ্যে বড় হয়েছে। তার রূপ-গুণেরও তুলনা নেই। সে কি করে কলকাতা শহর ছেড়ে। পাবনা জেলার গোলাগাঁয়ে গিয়ে জীবন কাটাবে।

শিব। দেখ মানব, আমার মনেও এই প্রশ্নটা জেগেছিল, এবং বাবাকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন যেমন সৎপাত্র চেয়েছিলেন তেমনটিই পেয়েছেন। যোগেন্দ্র শিক্ষিত, রূপবান, সৎ ও সাধু চরিত্র। শুধু সেই কারণেই বাবা তার হাতে মাধবীকে তুলে দিয়েছে। এতে সে নিশ্চই সুখী হবে, সব পরিস্থিতিই মেনে নিয়ে চলবে।

**ব্রজরাজবাবুর প্রবেশ**

ব্রজ। শিব—শিব, এই যে শিব। আরে মানব যে, কি ব্যাপার কাল তুমি এলেনা ?

শিব। ওর কোন দোষ নেই বাবা, ওর বোনের অসুখের সংবাদ পেয়ে দেখতে গিয়েছিল বলে আসতে পারেনি।

ব্রজ। তাই নাকি! যাক, আজকে যে এসেছো এতেও আমার আনন্দ কম নয়। শিব বর-কনের যাত্রার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে তো ?

শিব। হ্যাঁ বাবা।

ব্রজ। আর শোন, তুমি নিজে ঘোড়ার গাড়ী করে ওদের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাবে, মালপত্র গাড়িতে তুলে দেবে।

মানব। শুধু শিব কেন মেসোমশাই, ওদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য আমিও শিবের সঙ্গে যাব।

ব্রজ। ভাল-ভাল, খুব ভাল। তুমি আমার শিবের বন্ধু, মাধবীও তোমার স্নেহের পাত্রী। তোমাকে তো কাজের একটা অংশ নিতেই হবে।

মানব। সেতো নিশ্চয়। শিব, আমি এখুনি আসছি, তোরা ততক্ষণ তৈরী হয়ে নে। [ প্রস্থান

ব্রজ। বংশী - বংশী—

**বংশীর প্রবেশ।**

বংশী। আমাকে ডাকতিছেন কর্তাবাবু ?

ব্রজ। হ্যাঁ, বর-কনের সমস্ত জিনিসপত্র মানে জামা কাপড়, দান সামগ্রী, পিতল কাঁসা সব গুছিয়ে দিয়েছিস তো ?

বংশী। ওকথা কি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে কর্ত্তাবাবু? আমি সব ঠিক ঠাক করে দিয়েছি।

ব্রজ। তাহলে আর দেরী নয় শিবচন্দ্র তৈরী হয়ে নাও। বংশী তোর কর্ত্তামাকে গিয়ে বল তাড়াতাড়ি যেন স্ত্রী-আচার সেরে ফেলে, ওদের এখুনি রওনা হতে হবে। 'নইলে এরপর বার-বেলা পড়ে যাবে।

বংশী। কর্ত্তাবাবু—

ব্রজ। একি রে তুই কাঁদছিস বংশী!

বংশী। কদিন ধরে খুব আনন্দ করিছি কর্ত্তাবাবু, কিন্তু এখন আর চোখের জল যে বাধা মানছেনি।

ব্রজ। দূর বোকা, আজকের দিনে কাঁদতে নেই। আজ আমার মাধুমা যে তার স্বামীর ঘরে যাচ্ছে, এসময় কি কাঁদতে আছে?

শিব। শুধু বংশী নয়, এ বাড়ির সবাই আজ কাঁদছে। মাধবীর বিদায়ে সবার চোখেই আজ শ্রাবণের ধারা বয়ে যাচ্ছে। প্রমিলা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে, আমার বুক ফেটে—

ব্রজ। শিব নিজেকে শক্ত কর। বংশী যা বল্লাম তাই করতে যা।

বংশী। যাচ্ছি কর্ত্তাবাবু যাচ্ছি। আজ বড়দিদি চলি যাবে। কাল থেকে আর তো কেউ বলবে না—এই বংশী আগে পেট ভরে খেয়েনে তারপর কাজ কর, কেউ বলবেনা বংশী একটা মজার গল্প শোনা, কেউ বলবেনা বংশী ভাই তোমার চোখ ছল ছল করছে, শরীর খারাপ করেছে নাকি? কেউ বলবেনা—কেউ বলবেনা।

[ প্রস্থান ]

ব্রজ। শিব, মাধবী বোধ হয় জাদু জানে তাই না? নইলে—

শিব। বাবা আপনিও।—

ব্রজ। না-না, আমি শক্ত আছি। মেয়ে বড় হয়েছে, তাকে তো স্বামীর ঘরে পাঠাতেই হবে। এতে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? মেয়ে সুখী হবে, শান্তিতে ঘর-সংসার করবে। এতেই বাপ মায়ের আনন্দ, মেয়ে জামাইয়ের সুখেই-তো আমাদের সুখ।

[ উলুধ্বনী দিতে দিতে এয়োতীরা যোগেন্দ্র ও মাধবীকে নিয়ে আসে। উভয়ে ব্রজরাজকে প্রণাম করে। ]

ব্রজ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও। বাবা যোগেন, মাধবীমার আমার সংসার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই, তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। যদি কখনও কোন ভুল ত্রুটি করে তুমি ওকে বুঝিও, ওর ভুল ত্রুটি মার্জনা করে সঠিক পথের সন্ধান দিও।

যোগেন্দ্র। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। যাকে অগ্নি নারায়ণ সাক্ষী রেখে গ্রহণ করেছি তাকে আমি কোনদিন অমর্যাদা বা অনাদর করবো না বাবা।

ব্রজ। মা মাধবী, মনে রেখো মেয়েদের স্বামীই সব, স্বামীই দেবতা তার সেবাই তোমার ধর্ম্ম, তার আদর্শ অনুসরণ করাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য।

মাধবী। বাবা—

ব্রজ। আরও মনে রেখো মা সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে। তুমি যেন সেই গুণের অধিকারিণী হয়ে সংসারকে শান্তির স্বর্গ করে তুলতে পার।

মাধবী। তোমার এই অমূল্য উপদেশ আমি কোনদিন ভুলবোনা বাবা, কোনদিন ভুলবো না।

[ উভয়ে শিবচন্দ্রকে প্রণাম করে ] দাদা—

শিব। আশীর্ব্বাদ করি তোরা সুখী-হ—তোরা সুখী-হ।

মাধবী। মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে যাবিতো দাদা?

শিব। যাবো বৈকি! নিশ্চয় যখন সময় পাব তখনই তোদের গিয়ে দেখে আসব।

**বংশীর প্রবেশ।**

বংশী। কর্ত্তাবাবু ঘোড়ার গাড়িতে মালপত্তর তুলি দিয়েছি, মানব-বাবু সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

ব্রজ। ওদের নিয়ে যাও শিব আর দেরী করা ঠিক নয়।

মাধবী। দাদা মায়ের শরীর খুবই খারাপ, ভাল ডাক্তার ডেকে দেখিও। বাবা আমার জন্য চিন্তা করনা। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া কর। বংশী ভাই, প্রমিলা ছেলে মানুষ, তার উপর বড়ই ছটফটে, তুমি তার দিকে নজর রেখো।

বংশী। আর কি বলবার আছে তোমার?

মাধবী। আছে। তোমার কথা কোনদিন, ভুলবো না, তুমিও যেন আমাকে ভুলে যেওনা।

বংশী। খুব হয়েছে, আর বলতি হবে না, আমার যখন মায়ের দয়া হয়েছিল তখন তুমি যে আমার সেবা যত্ন করে যমের দোর থেকে ফিরিয়ে এনেছিলে, সেকথা আমি ভুলি যাবো, না ভুলতি পারবো?

শিব। যোগেন—মাধবী—

যোগেন্দ্র। হ্যাঁ চলুন, এসো মাধবী।

মাধবী। আসি বাবা, আসি ভাই বংশী [ নারীদের প্রতি ] আসিরে,

আমি চিঠি দিলে উত্তর দিস। [ আগে শিব তার পেছনে যোগেন্দ্র, মাধবী, এয়োতীরা শঙ্খধ্বনী দিতে দিতে চলে যায় ]।

ব্রজ। দুর্গা দুর্গা, মা মঙ্গলময়ী ওদের মঙ্গল কর। বংশী—[ চোখে জল ]

বংশী। কি হল কর্ত্তাবাবু, আপনার চোখেও জল এসেছে ?

ব্রজ। পারলাম না রে বংশী, আর শক্ত থাকতে পারলাম না। আমি যে বাবা। যতই শক্ত থাকতে চেষ্টা করিনা কেন শক্ত থাকা যায়না রে। শক্ত থাকা যায় না।

[ প্রস্থান ]

বংশী। ধ্যেৎ বাড়িখানাই যেন ফাঁকা হয়ে গেল।

---

# দ্বিতীয় দৃশ্য

বীরেন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ি

**সুরেন্দ্র ও সমরের প্রবেশ।**

সুরেন্দ্র। অসহ্য অসহ্য, সত্যিই সমর আমি একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছি।

সমর। কেন রে সুরেন—হঠাৎ এত অসহ্য হয়ে উঠলি কেন?—এনি প্রোব্লেম?

সুরেন্দ্র। বীরেন আমার ছোট ভাই হয়ে আমাকে তাচ্ছিল্য করে, আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে বাঁকা বাঁকা কথা শোনায়। তার উপর মায়ের চোখে আমি যেন একটা জড় পদার্থ, আমার যেন প্রাণ নেই, নিজস্ব সত্তা নেই। তিনি আমাকে যে ভাবে চালাবেন সেই ভাবে চলতে হবে। একটু যে নিজের মতো ঘুরবো ফিরবো, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে গল্প করবো তার উপায় নেই। আমি যেন একেবারে পরাধীন।

সমর। স্যাড ভেরি স্যাড, রিয়েলী ইটস এ প্রোব্লেম—তুই একটা ইয়ং ছেলে। তোর ভালমন্দ বোঝার যথেষ্ট বুদ্ধি হয়েছে, বিশেষ করে তুই সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে এম. এ, পাস করেছিস।

সুরেন্দ্র। আমি অবশ্য জানি—মা আমাকে অতিরিক্ত ভালোবাসেন। তাইতো তিনি আমার সৎমা হলেও তাকে সৎমার মত দেখতে পারিনি। আমিও তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এত বাধ্য বাধকতার মধ্যে কি

মানুষ টিঁকতে পারে? যেমন ধর বেলা বারোটার মধ্যে খেতে হবে, রাত নটার মধ্যে শুতে হবে, একটু সর্দি লাগলেই ভাত বন্ধ হয়ে যাবে, সাবু বার্লি খেতে হবে, আরও কত কি নিয়ম।

সমর। নো প্রোব্লেম এ সবের মানে কি জানিস স্থরেন্দ্র?

স্থরেন্দ্র। কি?

সমর। তিনি তোকে জড় পদার্থের মত হাতের পুতুল করে রাখতে চান, যাতে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাস।

স্থরেন্দ্র। না—না, মা আমাকে—খুব ভালবাসেন—

সমর। ভালবাসেন—কিন্তু তুই যা বলছিস এর একটাও ভালবাসার নমুনা নয়। তার নিজের ছেলে বীরেন আছে না তার স্বার্থটাই আগে দেখছেন, এবং এইটাই নিয়ম—এইটাই স্বাভাবিক। হাজার হোক—তিনি তোর সৎমা তো—

স্থরেন্দ্র। সমর!

সমর। তোর বাবা সারাজীবন ধরে ওকালতি করে অনেক পয়সা জমিয়েছেন, এই পয়সার অংশ যাতে তুই না পাস তোর মা সেই চালই চালাচ্ছেন। আর এই জন্যেই তোর সৎ ভাই বীরেনও তোকে সহ্য করতে পারছেনা।

স্থরেন্দ্র। না-না, মায়ের ভালবাসার মধ্যে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি সত্য কিন্তু তাই বলে তাকে এত ছোট কিছুতেই মনে করতে পারি না।

সমর। নো প্রোব্লেম তাকে ছোট মনে করতে না পারিস বড়ই মনে কর। কিন্তু এইভাবে আর জড় পদার্থের মত এখানে পড়ে থাকিস না। তুই এম. এ. পাস ছেলে তোর বাপের টাকাও আছে, বিলেত চলে যা।

সুরেন্দ্র। বিলেত যাব !

সমর। হ্যাঁরে, তাতে তোর ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হবে। তারপর ফিরে এসে—

সুরেন্দ্র। সমর—

সমর। আচ্ছা আজ আমি চলি বন্ধু। হ্যাঁ দশটা টাকা যদি আমাকে ধার দিতিস তবে খুব উপকার হত।

সুরেন্দ্র। এই নে। মা যেন জানতে না পারেন।

সমর। থ্যাংক ইউ।

। প্রস্থান।

সুরেন্দ্র। সমর ঠিকই বলেছে। এই সংসারগণ্ডিতে আর কিছুদিন আবদ্ধ থাকলে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। এবার একটু মুক্তি পেতে চাই, একটু স্বাধীনভাবে চলতে চাই। কিন্তু মা যদি—

**সাধনা দেবীর প্রবেশ।**

সাধনা। সুরেন—

সুরেন্দ্র। মা—

সাধনা। সমরকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম, নিশ্চয়ই তোমার কাছে এসেছিলো ?

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ মা।

সাধনা। কি জন্যে এসেছিলো ?

সুরেন্দ্র। এমনি একটু গল্প করতে এসেছিলো আর কি।

সাধনা। ওর সঙ্গে তুই যেন বেশি মেলামেশা করিস না বাবা।

শুনেছি ছেলেটি মোটেই ভালো নয়। একে মগুপ, তার ওপর চরিত্র দোষও নাকি আছে। ওদের সঙ্গে মিশলে তুইও হয়তো—

সুরেন্দ্র। না না মা, সে ভয় তুমি কর না। তোমার স্নেহে ও শিক্ষায় আমি বড় হয়েছি। দেখো, আমি খারাপ হবো না।

সাধনা। আমার কিন্তু সেই ভয়টাই বেশি সুরেন। কারণ এ সংসারে আমি তোর সৎমা হয়ে আসিনি, মা হয়ে এসেছি। আমিই তোকে হাতে করে মানুষ করেছি, আমি জানি, তুই শিশুর মত সরল। তাইতো তোকে আমি সব সময় চোখে চোখে রাখি। যাতে এই সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ কোনদিন তোকে ভুলপথে নিয়ে যেতে না পারে।

সুরেন্দ্র। লোকে আমাকে ভুলপথে নিয়ে যাবে, আর আমি অন্ধের মত সেই পথে চলবো? আমি কি এতই ছেলে মানুষ মা?

সাধনা। হ্যাঁ আমার কাছে তুই এতই ছেলেমানুষ। সেইজন্যেই তো তোকে নিয়ে সব সময় চিন্তা হয়। এখন যা বললাম মনে থাকে যেন।

সুরেন্দ্র। থাকবে।—মা তোমার সব কথাই মনে থাকবে।

সাধনা। বীরেনকে বাড়িতে দেখছি না কেন? কোথায় গেছে জানো?

সুরেন্দ্র। কি করে জানবো মা? সে তো আজকাল আমাকে এড়িয়ে চলে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে ঠিকমত উত্তর দেয়না। আমাকে দাদা বলে গ্রাহ্যই করে না।

সাধনা। সে কি?

**বীরেন্দ্রের প্রবেশ।**

বীরেন্দ্র। লাগাও-লাগাও দাদা, আমার নামে মায়ের কাছে যত পার লাগাও। ওতে আমার কিছু যায় আসেনা।

সুরেন্দ্র। শুনছো মা শুনছো, বীরেনের কথা।

বীরেন্দ্র। মা তো শুনছে, তুমিও শোন। আমি তোমাকে ভয়ও করিনা, ভালওবাসিনা। যেহেতু তুমি আমার সৎ ভাই। আমার শত্রু—

সাধনা। কি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এত বড় কথা বলতে তোর সাহস হল? সুরেনকে তুই—

বীরেন্দ্র। সহ্য করতে পারিনা। ওকে দেখে আমার হিংসা হয়, রাগ হয়।

সাধনা। বীরেন!

বীরেন্দ্র। আর তার চেয়ে বেশী রাগ হয় তোমার উপর।

সাধনা। বীরেন!

বীরেন্দ্র। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখে আসছি আমার চেয়ে তুমি দাদাকেই বেশী ভালোবাসো, বেশী আদর যত্ন করো, দাদাই যেন সব। আর আমি যেন তোমার কেউ নই তাই—

সাধনা। ও এই জন্যেই তুই মনের মধ্যে রাগ হিংসে পুষে রেখেছিস? পাগল ছেলে, কে বলেছে একথা? আমি তোকে ভালবাসিনা? আমার কাছে তুইও যা সুরেনও তাই। তোরা দুজনেই আমার বুকের পাঁজর।

বীরেন্দ্র। আমি কচি খোকা নই মা, যে তুমি আমাকে যা বোঝাবে আমি তাই বুঝবো।

সাধনা। বীরেন—

সুরেন্দ্র। মা তুমি চুপ কর, এসব কথা নিয়ে আর বচসা করনা। লোকে শুনলে হাসবে। বীরেন তুইও চুপকর ভাই। মা আমি একটু ফুটবল খেলা দেখতে যাচ্ছি।

সাধনা। সন্ধ্যের আগেই ফিরবি কিন্তু, মনে থাকে যেন বাড়িতে আজ সত্যনারায়ণ পূজো আছে। খেলা দেখে সোজা বাড়িতে চলে আসবি। একদম দেরী করবিনা।

সুরেন্দ্র। আচ্ছা।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

সাধনা। আর শোন তুই যেন ওর কথায় রাগ করিসনে বাবা। ও ছেলেমানুষ তাই—

সুরেন্দ্র। বলতে হবেনা মা বলতে হবেনা। ও আমাকে সৎ ভাই বলে মনে করলেও আমি তো তা মনে করিনা। আমি শুধু জানি বীরেন আমার ছোট ভাই, আর আমি তার দাদা।

বীরেন্দ্র। হুঁঃ।

সুরেন্দ্র। বীরেন, মনের ময়লা ঝেড়ে ফেলে দে। আর হিংসে পুষে রাখিস না। মনে রাখিস ভাই হিংসেয় হিংসে বাড়ে, হিংসেয় মানুষের মন-প্রাণ জালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। কিন্তু শান্তি দিতে পারেনা রে, শান্তি দিতে পারেনা।

[ প্রস্থান ]

বীরেন্দ্র। ফুঃ! জ্ঞানদাতা জ্ঞান দিয়ে গেল।

সাধনা। হ্যাঁ সত্যিই ও তোকে খাঁটি জ্ঞান দিয়ে গেল বীরেন।

বীরেন্দ্র। থাক মা, ওর জ্ঞান ওর মধ্যেই থাক। ওতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

সাধনা। আমি আশ্চর্য হচ্ছি বীরেন, কি করে তুই এইভাবে কথা বলতে পারছিস! কে তোকে কানে বিষ-মন্ত্র দিয়ে এই ভাবে কু-বুদ্ধি দিচ্ছে।

বীরেন্দ্র। কেউ আমাকে কু-বুদ্ধি দেয়নি মা, চিরদিন দেখছি দাদা না চাইতেই তোমার কাছে সব কিছু পায় আর আমাকে চেয়ে নিতে হয়। দাদার খাওয়া, পরা শোয়া, বসা সবদিকেই তোমার লক্ষ্য আছে, কিন্তু আমার দিকে তোমার লক্ষ্য নেই।

সাধনা। বীরেন—

বীরেন্দ্র। এই তো আজ দাদার জন্যে নূতন একখানা কাশ্মিরী শাল কিনে আনলে, কই আমার জন্যে কি আনিয়েছো?

এরপরও কি তুমি বলতে চাও আমাদের দুজনকে তুমি সমান ভালো-বাসো?

সাধনা। হ্যাঁ সমান ভালোবাসি। সুরেন চিরদিনই আত্মভোলা ছেলে। তার ক্ষিধে তৃষ্ণা জ্ঞান নেই, চেয়ে খেতে জানেনা, কোন কিছুর প্রতি তার লোভ নেই। আকাঙ্খা নেই, কখন কি প্রয়োজন না প্রয়োজন বোঝেনা—চাইতেও পারে না। কিন্তু তুই তো তা নোস। ক্ষিধে লাগলে বলতে পারিস, চাইতে পারিস, কখন কি প্রয়োজন দাবি করে আদায় করতে পারিস।

বীরেন্দ্র। বাঃ, চমৎকার ভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিলে, আমিও বুঝে গেলাম। এরপর হয়তো কোনদিন বলবে বীরেন, সুরেন আমার আত্ম-

ভোলা ছেলে, চাকরী-বাকরী করতে পারবে না। তোর বাবার বিষয় সম্পত্তি সেই ভোগ করুক। তুই বরং কোথাও গিয়ে খেটে-খুটে খা।

সাধনা। বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা অসভ্য ইতর, আমার সামনে থেকে এখুনি চলে যা। নইলে আমি তোকে

**দেবেন্দ্র রায়ের প্রবেশ।**

দেবেন্দ্র। কি হল-কি হল ছোট বৌ, এই পূজোআচ্চার দিনে কাকে বেরিয়ে যেতে বলছো?

বীরেন্দ্র। আমাকে বাবা।

দেবেন্দ্র। তোমাকে? কেন? নিশ্চয়ই তুমি তোমার মায়ের কোন আদেশ অবহেলা করেছো।

বীরেন্দ্র। না না বাবা তা নয়। একটা ব্যাপার নিয়ে মায়ের সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তাই—

দেবেন্দ্র। কথা কাটাকাটি হচ্ছিল? মানে তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছো— তাহলে তো গুরুতর অপরাধ করেছো।

বীরেন্দ্র। বাবা—

দেবেন্দ্র। তবুও তোমার শাস্তিটা যাতে মুকুব হয় তার জন্যে আমি "ওয়ানস আপন এ টাইম আই ওয়াজ এ গ্রেট লইয়ার দেবেন্দ্র রায়" তোমার হয়ে তোমার মায়ের কাছে আপীল করছি। ইয়োর অনার—

সাধনা। ওকে আমার সামনে থেকে যেতে বল।

দেবেন্দ্র। বুঝেছি কেসটা অত্যন্ত জটিল। বীরেন কেসটা আপাতত পেণ্ডিং থাক। আমার ওকালতি এখন টিঁকবে না। (আস্তে বীরেনকে বলে) পরে তুমি তোমার মায়ের কাছে ছোট্ট একটা ক্ষমা চেয়ে নিও তাহলেই

কেস ডিসমিস হয়ে যাবে। (হাসি) এখন যাও মিষ্টার মুখার্জীকে বাড়িতে গিয়ে বলে এসো আজ আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজো হবে, তাঁরা যেন প্রসাদ নিতে আসেন।

বীরেন্দ্র। যাচ্ছি। (মায়ের কাছে গিয়া) হুঁ: কাজের বেলায় বীরেন আর আদর পাবে স্বরেন।

[ প্রস্থান

সাধনা। শত্তুর-শত্তুর, আমার সাত জন্মের শত্তুর।

দেবেন্দ্র। কি ব্যাপার ছোট বৌ? কি বলেছে বীরেন যার জন্য ওর উপর হঠাৎ এত রেগে গেলে?—

সাধনা। ও বলে আমি নাকি শুধু স্বরেণকেই ভালবাসি, তাকে ভালবাসি না—তাকে দেখতে পারি না। তাই তার মনে হিংসে জন্মেছে, স্বরেনকে সে হিংসে করে। আর স্বরেনকে ভালবাসি বলে আমার উপরেও তার—

দেবেন্দ্র। এই কথা, হাঃ হাঃ হাঃ।

সাধনা। তুমি হাসছো?

দেবেন্দ্র। হাসবো না, অনেকদিন হল ওকালতিতে ইস্তফা দিয়ে ঘর সংসার ধর্ম্ম নিয়ে মেতে আছি। ভাবলাম এবার একটা ভালো কেস হাতে পেলাম, পুরনো পেশাটা একটু ঝালিয়ে নেব। কিন্তু এখন দেখছি এটা কোন কেসই নয়।

সাধনা। তার মানে?

দেবেন্দ্র। মানে, যে সংসারে দু-চারটে ছেলেমেয়ে থাকে তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই মনে মনে চায় অন্যান্য ভাই-বোনের চেয়ে মা বাবা যেন আমাকেই বেশি ভালবাসে। কিন্তু মা বাবা তো তা পারে না, তাই সবাইকে

সমান চোখে দেখে। কাজে কাজেই যে বেশি ভালবাসা চায় তার হিংসে হয়, রাগ হয়। বীরেনের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

সাধনা। না না, তুমি বুঝতে পারছো না। বীরেনের কথাবার্তা যদি শুনতে—

দেবেন্দ্র। কিছু শুনতে হবে না ছোটবৌ। আমি উকিল, আসামীর মুখ দেখেই বলতে পারি সত্যিই সে অপরাধী কি না। • আর আমার স্ত্রী হয়ে তুমি যদি এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে না পারো তাহলে বড় লজ্জার কথা।

সাধনা। ব্যাপারটা তুমি সহজ ভাবে উড়িয়ে নিলেও আমি কিন্তু—

দেবেন্দ্র। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সময় সুযোগ বুঝে আমি বাড়িতে একদিন কোর্ট বসিয়ে দেব। সেখানে তোমাকে আর বীরেনকে সামনা-সামনি দাঁড় করিয়ে জবাব সওয়ালের ফলে প্রমাণ করে দেব আমার কথা সত্যি কি না। নাউ কাম উইথ মি ফর দা পূজা আয়োজন।

[ হাত ধরে প্রস্থান।

# তৃতীয় দৃশ্য

ব্রজরাজ বাবুর বৈঠকখানা

**মানব ও বংশীর প্রবেশ।**

বংশী। চিন্তা বলি চিন্তা। কর্তাবাবুতো এই খবর পাওয়ার পর থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়িছে, বলতি গেলি নাওয়া খাওয়াও একরকম বন্ধ করি দিইছে।

মানব। এতো স্বাভাবিক বংশী।

বংশী। আমি অনেক বোঝাচ্ছি কিন্তু কর্তাবাবু কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতি পারছেন না। তাছাড়া কত্তামা সগ্‌গে যাওয়ার পর থেকি তার শরীরটাও ভেঙ্গে পড়তিছে।

**ব্রজরাজবাবুর প্রবেশ।**

ব্রজ। বংশী-বংশী, যা কোচয়ানকে গাড়ি বার করতে বল। আমি নিজে মাধবীর বাড়ি যাবো।

মানব। মেশোমশাই—

ব্রজ। একি মানব শুনেছো যোগেনের খুব অসুখ।

মানব। হ্যাঁ বংশীর মুখে সব কথা শুনলাম।

ব্রজ। শিবুকে সেখানে পাঠালাম, বার বার করে বলে দিলাম গিয়েই চিঠি দিয়ে জানাবি যোগেন কেমন আছে না আছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কোন চিঠিই এলো না। তাই ভাবছি আমি নিজেই—

মানব। মেসোমশাই; এমনও তো হতে পারে যে হয়তো চিঠি পাঠিয়েছে, এখানে পৌঁছতে দেরী হচ্ছে। পোষ্ট অফিসের ব্যাপার—

ব্রজ। কিন্তু দেরী হবে কেন? পনেরো দিন হয়ে গেলো শিবচন্দ্র গেছে।

মানব। দূরত্ব তো আর কম নয়। কোথায় কলকাতা আর কোথায় পাবনা জেলার গোলা গাঁ।

বংশী। তাছাড়া অসুখ বিসুখ মানুষেরই হতেই পারে, আবার সেরিও যায়। তার জন্যি এত চিন্তার কি আছে, কি বলতো মানব দাদাবাবু।

মানব। ঠিক বলেছো মেসোমশাই, শুনলাম আপনি আজকাল ঠিক মত নাওয়া খাওয়া করেন না। এটা কিন্তু ভাল নয়। আপনি বুঝতে পারছেন না এতে আপনার শরীর কতখানি ভেঙ্গে পড়েছে।

ব্রজ। শরীর ভেঙ্গে গেছে! শরীরের আর দোষ কি বল। একে কাজের চাপ, তার উপর তোমার মাসীমা হঠাৎ মারা গেলেন, প্রমিলাটা মা হারা হয়ে দিনরাত কান্নাকাটি করে। এরপর আবার মাধবীর চিন্তায়--

মানব। সত্যি মাসীমা যে হঠাৎ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যাবেন একথা আমরা ভাবতেই পারিনি।

উদাস। নেপথ্যে গীত )

## গীত

পারের যাত্রী পারের খেয়ায় গেছে পরপারে
সাঙ্গ হলে ভবের খেলা সবাই যাবে আগে পরে।

ব্রজ। সাঙ্গ হলে ভবের খেলা সবাই যাবে আগে পরে। বাঃ বাঃ বেশ বলেছে তো,

উদাস বাবাজীর প্রবেশ।

উদাস। পেন্নাম হই কত্তাবাবু।

ব্রজ। তুমি, তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

উদাস। দেখেছেন বৈকি। আমি তো আপনারই পেরজা। বসিরহাটে বাড়ি।

ব্রজ। ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তোমার নাম তো উদাস বাবাজী। তা তোমাদের গাঁয়ের সবাই কেমন আছে·

উদাস। আজ্ঞে আপনার ছিচরণের আশীর্বাদে সবাই ভালো আছে।

ব্রজ। শুনে সুখী হলাম। তুমি বুঝি কলকাতায় বেড়াতে এসেছো?

উদাস। বেড়াতি ঠিক নয়, গঙ্গায় সিনান করি কালীঘাটে মা কালিরি একটু পূজো দিতে এয়েলাম। ফেরার পথে ভাবলাম আপনার একটা পেন্নাম করি একখানা গান শুইনে যাই।

ব্রজ। আচ্ছা যে গানখানা গাইছিলে তার পুরোটা আমাকে শোনাও দেখি।

উদাস। জি আজ্ঞে।

গীত

পারের যাত্রী পারের খেয়ায় গেছে পরপারে
সঙ্গে হলে ভবের খেলা সবাই যাবে আগে পরে।

তবু মানুষ মায়ায় ভুলে
কত খেলে ভূ-মণ্ডলে,
সবাই ভাবে আমার আমার যা আছে এই সংসারে।
দারা পুত্রি পরিজন
কেউ কারও নয় আপন
মায়ার বাঁধন কাটবে যখন সবাই যাবে ভবপারে।

ব্রজ। বাঃ! বাঃ! যেমন গলা, তেমনি গান।

উদাস। কত্তাবাবু আমি এখন আসি।

ব্রজ। দাঁড়াও—দাঁড়াও, এখুনি যাবে কি? বংশী ওকে ভিতরে নিয়ে যা। বিন্দুকে বলবি যেন ওকে যত্ন করে খাইয়ে দেয়।

[ যাইতেছিলো ]

হাঃ শোন উদাস, এরপর আবার যখনই কলকাতায় আসবে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ না করে সোজা বাড়ির মধ্যে এসে আমাকে গান শুনিয়ে যাবে কেমন?

উদাস। আচ্ছা, পেন্নাম হই কত্তাবাবু।

বংশী। এসো গো বাবাজী, কত্তাবাবু যখন বলিছেন তখন এ বাড়ির দরজা তোমার জন্যি চেরদিনই খোলা থাকবে।

[ উদাস সহ প্রস্থানোদ্যত ]

**শিবচন্দ্রের প্রবেশ।**

শিব। বাবা—

ব্রজ। এই যে শিবচন্দ্র তোমার কি কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই? আমি

না তোমাকে বলে দিয়েছিলাম গিয়েই চিঠি দিয়ে ওখানকার সব খবরাখবর জানাবে।

শিব। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু—

ব্রজ। কিন্তু আবার কি? ভুলে গিয়েছিলে কেমন? ইডিয়েট, এখন বল যোগেন কেমন আছে, তার অসুখ সেরে গেছে তো? আমার মাধু মায়ের দুশ্চিন্তা কেটে গিয়ে মুখে হাসি ফুটে উঠেছে তো?

শিব। বাবা, আমি-আমি কিছু বলতে পারবো না, কিছু বলতে পারবো না— [ দ্রুত প্রস্থান

ব্রজ, মানব ও বংশী } শিব—শিব— দাদাবাবু—

**বিধবা বেশে মাধবী প্রবেশ করে দাঁড়ায়।**

মাধবী। বা—বা

ব্রজ। একি-একি! এ আমি কাকে দেখছি!

মানব। মাধবী বিধবা—

বংশী। বড়দিদি! বিধবা—

মাধবী। বাবা—[ ব্রজরাজের বুকে আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ]

ব্রজ। ওরে এ তুই কি বেশে এলি—কি বেশে এলি? তোর এই বেশ দেখবার জন্যেই কি বড় সাধ করে বিয়ে দিলাম—

উদাস।

**গীত**

পারের যাত্রী পারের খেয়ায়
গেছে পরপারে,

সাঙ্গ হলে ভবের খেলা
সবাই যাবে আগে পরে।

[ প্রস্থান

ব্রজ। শেষ হয়ে গেল, সব শেষ হয়ে গেল।

মাধবী। পারলাম না বাবা কিছুতেই তাকে ধরে রাখতে পারলাম না। কত ডাক্তার কবিরাজ দেখালাম, কত ঠাকুর দেবতার দোরে ধন্না দিলাম, বুকের রক্ত দিয়ে পূজো দিলাম; তবু তাকে ধরে রাখতে পারলাম না। আমার সব চেষ্টা নিস্ফল করে দিয়ে সে আমাকে চিরদিনের মত ফাঁকি দিয়ে চলে গেলো।

ব্রজ। ভগবান এ দৃশ্য দেখার আগে আমার মৃত্যু দিলেনা কেন ? যে মেয়েটা তোমাকে ফুল জল না দিয়ে নিজে কোনদিন জলগ্রহণ করে না তুমি তার বুকে এই ভাবে আঘাত দিলে, এইভাবে সর্বহারা বিধবার বেশে সাজা এলে ? এ তোমার কেমন বিচার ঠাকুর কেমন বিচার ?

বংশী। ভগবান বেইমান হই গেছে কত্তাবাবু-ভগবান বেইমান হই গেছে। তার চক্ষু লজ্জা বলি কিছু নাই। তা যদি থাকতো তা হলি এইভাবে সে আমার বডদিদির কপাল ভাঙতি পারে ? তাকে বিধবা সাজাতে পারে ? বেইমান—বেইমান, ভগবান ব্যাটা পয়লা নম্বরের বেইমান।

মাধবী। না-না বংশী ভাই, আমি অলক্ষ্মী, আমি সর্ব্বনাশী। আমার কপাল দোষেই আমি বিধবা হয়েছি। তারজন্য ঠাকুর দেবতার উপর রাগ দেখিয়ে কোন লাভ নেই।

মানব। মাধবী তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। তবু বলছি

যা ঘটে গেছে—ঘটে গেছে। তা নিয়ে ভেঙ্গে পড়লে চলবেনা। তোমাকে শক্ত হতে হবে বাঁচতে হবে।

মাধবী। সান্ত্বনা দিতে হবেনা মানবদা। বিধবা যে বিধাতার অভিশাপ।

ব্রজ। ওরে চুপ কর—চুপ কর, আমি আর শুনতে পারছিনা।

মানব। বংশী মাধবীকে ভেতরে নিয়ে যাও; এই সবে এলো, আগে ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।

বংশী। এসো বড়দিদি, ভেতরে এসো।

( মাধবীকে ধরে নিয়ে বংশীর প্রস্থান

ব্রজ। মানব এ আমার কি হল, এ আমার কি হল? এতবড় আঘাত বুকে নিয়ে মাধবী আমার কেমন করে বেঁচে থাকবে?

মানব। আপনি স্থির হোন মেসোমশাই, স্থির হোন।

ব্রজ। কি বলছো তুমি, আমি স্থির হব? আমার মাধু-মায়ের এতবড় সর্বনাশের পরেও কি আমি স্থির থাকতে পারি?

মানব। ভেবে দেখুন, আপনারা সবাই যদি এইভাবে ভেঙ্গে পড়েন তাহলে মাধবীকে কে সান্ত্বনা দেবে? কেমন করে সে বেঁচে থাকবে?

ব্রজ। মানব।

মানব। তাই বলছি এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। মাধবীর মুখ চেয়েই শক্ত হতে হবে।

ব্রজ। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো মানব। এসময়ে তো আমাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবেনা। আমাকে ধৈর্য ধরতে হবে, আমাকে শক্ত হতে

হবে। আমার চোখের জল, বুকের ব্যথা গোপন রেখে মাধবীর ব্যথার ভাগীদার হতে হবে। নইলে যে হতভাগিনী মা আমার—ওঃ এ তুমি কি করলে ঠাকুর এ তুমি কি করলে!

[ কপালে করাঘাত করিতে করিতে প্রস্থান

মানব। মাধবী আজ বিধবা হয়ে ফিরে এলো। বুকে তার শোকের আগুন জ্বলছে। আর আমার বুকে ঘুমিয়ে থাকা লালসা কামনার দানবটা আবার জেগে উঠেছে। এখন শুধু আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে। সুযোগ খুঁজতে হবে। তারপর—নাঃ, মনের কথা মনেই থাক, প্রকাশ করে লাভ নেই।

[ প্রস্থান

---

# চতুর্থ দৃশ্য

বই হাতে কপালে চশমা

**সুরেনের প্রবেশ ।**

সুরেন । মা-মা । ওমা—তাইতো বইটা যে কোথায় রাখলাম । কাজের সময় একটা জিনিষ যদি হাতের কাছে পাই ।—ও মা আমার চেম্বার্স—ডিক্‌সেনারিটা কোথায় রেখেছো বলতে পার—? . আর চশমাটাই বা খুঁজে পাচ্ছিনা কেন ?

**বীরেনের প্রবেশ ।**

বীরেন । চশমা তোমার কপালে—আর ডিক্‌সেনারিটা তোমার হাতে ।

সুরেন । এ্যাঁ—হাঃ হাঃ হাঃ—দেখ দেখি কি ভুল—এতক্ষণ মিছি মিছি—ই—আমি—

বীরেন্দ্র । দাদা, তুমি কি আমাকে বাড়িতে টিকতে দেবেনা বলে ঠিক করেছো ।

সুরেন্দ্র । এ কথার মানে ?

বীরেন্দ্র । আমার ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেছে বলে সারাতে দিয়েছি । তাই তোমার ঘড়িটা হাতে দিয়ে দুদিন কলেজে গেছি, এরজন্য কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে যে মায়ের কাছে নালিশ করেছো ?

সুরেন্দ্র। তুই মিছি মিছি রাগ করছিস বীরেন। দুদিন ধরে ঘড়িটা পাচ্ছিনা তাই মাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি কি আমার ঘড়িটা তুলে রেখেছো? একে কি নালিশ করা বলে ভাই?

বীরেন্দ্র। হ্যাঁ নালিশ করাই বলে। নইলে মা আমাকে কেন বলবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার ঘড়িটা নেওয়া উচিত ছিল? নেহাত আমার ঘড়িটা সারাতে দিয়েছি তাই?

সুরেন্দ্র। তুই যদি আমাকে বলে নিতিস তা হলে তো অত খুঁজতে হতনা, তাই মা ওকথা বলেছেন।

বীরেন্দ্র। তুমি কেন মাকে জিজ্ঞাসা করতে গেলে? আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারলেনা? মা কি ঘড়ি হাতে দেয়?

সুরেন্দ্র। না তা দেয়না। তবে অনেক সময় আমি আমার নিজের ব্যবহারের জিনিষ কোথায় রাখি নিজেই ভুলে যাই। মা আমার ঘড়ি, পেন, চশমা তুলে রাখেন, তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি।

বীরেন্দ্র। থাক আর আমাকে বোঝাতে হবেনা। আমাকে বকুনি খাওয়ানোর জন্যেই তুমি—

সুরেন্দ্র। তুই কিন্তু পায়ে পা-দিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিস বীরেন।

বীরেন্দ্র। পায়ে পা-দিয়ে ঝগড়া করছি!

সুরেন্দ্র। ঠিক তাই। আমি অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে অযথা আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাস, আমাকে অপমান করতে চেষ্টা করিস। আমাকে কেন্দ্র করে মায়ের সঙ্গে অযথা কথা কাটাকাটি করিস। কিন্তু কেন, এর কারণ কি? মা আমাকে ভালোবাসেন সেটা কি আমার অপরাধ? আমি কি মাকে শিখিয়ে দিয়েছি তোর চেয়ে আমাকে বেশী ভালোবাসতে?

বীরেন্দ্র। দাদা—

সুরেন্দ্র। তা ছাড়া মায়ের কাছে তোর নামে নালিশ করে, তোকে বকুনি খাইয়ে আমার কি লাভ বলতে পারিস?

বীরেন্দ্র। কি লাভ সেটা তুমিও ভালভাবে জানো, আমিও ভালভাবে বুঝি।

সুরেন্দ্র। কি বুঝিস—কি বুঝিস বল?

বীরেন্দ্র। তুমি মায়ের আদুরে ছেলে। ছেলেবেলায় মা-হারা হয়েছো বলে বাবাও তোমাকে বেশী স্নেহ করেন। তুমিও এই সুযোগটা নিয়ে আমার নামে যখন তখন মায়ের কাছে নালিশ করছো। আর তোমার কথায় বিশ্বাস করে মাও আমাকে বকাবকি শুরু করেছে।

সুরেন্দ্র। বীরেন!

বীরেন্দ্র। এরপর আস্তে আস্তে বাবার কাছেও নালিশ করবে, বাবাও আমাকে বকাবকি শুরু করবেন। এইভাবে বকাবকি শুনতে শুনতে আমিও একদিন অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো। তখন মহানন্দে তুমি একাই বাবার সম্পত্তি ভোগ করবে। এটাই তো তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সুরেন্দ্র। বীরেন এত ছোট তুই আমাকে ভাবতে পারলি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি বলবো, তুই আমার ছোট ভাই নইলে, -

বীরেন্দ্র। নইলে আমাকে মারতে এইতো?

**দেবেন্দ্রবাবুর প্রবেশ**

দেবেন্দ্র। তোমার মতো ইতরকে তো মারাই উচিৎ।

উভয়ে। বাবা—

দেবেন্দ্র। ওর দুই গালে ঠাস ঠাস করে চড় মেরে বুঝিয়ে দাও তোমার সম্বন্ধে এতবড় হীন ধারণা করা ওর গুরুতর অপরাধ হয়েছে।

সুরেন্দ্র। বাবা আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে সামান্য কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, এর মধ্যে আপনি—

দেবেন্দ্র। বৈঠকখানা ঘরে আসতে আসতে তোমাদের সব কথাই শুনেছি। ইতি পূর্বে তোমার মাও ওর সম্বন্ধে আমাকে দু চার বার কমপ্লেনও করেছে। এতদিন আমি সেকথায় গুরুত্ব দিইনি; কিন্তু আজ আর গুরুত্ব না দিয়ে পারছিনা।

সুরেন্দ্র। বাবা এবারকার মতো ওকে আপনি ক্ষমা করুন। আমি কথা দিচ্ছি আর ও এমন অন্যায় করবে না। (শাসনের ভঙ্গিমায়) এই এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সামনেই না তোর পরীক্ষা? যা পড়তে যা।

বীরেন্দ্র। যাচ্ছি।

সুরেন্দ্র। শোন, আর যদি কোনদিনও আমার সঙ্গে এরকম তর্ক করিস তাহলে কিন্তু থাবড়ে গাল লাল করে দেবো বুঝলি? মনে রাখিস আমি তোর দাদা হই।

[ একরকম টেনেই বীরেনকে বার করে দিতে যায় ]

দেবেন্দ্র। দাঁড়াও, আমার কথাও শুনে যাও। সুরেনের জন্যেই আজ তুমি আমার কাছে ক্ষমা পেলে। রিমেম্বার ইট, ফারদার যদি তোমার মুখে এই ধরনের অবান্তর কথা শুনি, বা তোমার নীচ মনের পরিচয় পাই তাহলে কিন্তু নো মার্সি। আই মাষ্ট গিভ ইউ সিরিয়াস পানিশমেণ্ট, ডোণ্ট ফরগেট। ইট ইজ মাই ফাস্ট এণ্ড লাস্ট ওয়ারনিং। নাউ ইউ মে গো।

বীরেন্দ্র। অলরাইট। [ প্রস্থান

দেবেন্দ্র। ইডিয়েট। তুমি ওকে কোনদিন কিছু বলনা বলেই আজ ও তোমাকে এত বড় কথা বলতে সাহস পেয়েছে, নইলে—

সুরেন্দ্র। বীরেন তো কোনদিন এমন ছিল না বাবা। আমার মনে হয়, নিশ্চয় কোন খারাপ লোক ওকে এই সব কু-বুদ্ধি দিচ্ছে—

দেবেন্দ্র। আমারও তাই মনে হচ্ছে। অতএব এখন থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে কে সেই ব্যক্তি, যে ওকে ভুল পথে চালিত করছে।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

সুরেন্দ্র। বাবা, আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।

দেবেন্দ্র। প্রার্থনা! আমার কাছে! তুমি তো কোনদিন কোন প্রার্থনা করনি? তোমার মাইতো সব হাঃ হাঃ হাঃ। বল কি তোমার প্রার্থনা?

সুরেন্দ্র। আমি মানে—ইয়ে—বিলেত যেতে চাই।

দেবেন্দ্র। বিলেত যেতে চাও!

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ বাবা আমি হায়ার এডুকেশনের জন্য বিলেত যেতে চাই, ডক্টরেট ডিগ্রী পেতে চাই।

দেবেন্দ্র। তোমার উচ্চ আকাঙ্খার যুক্তি আছে, আমি এর প্রশংসা করি। কিন্তু—

সুরেন্দ্র। কিন্তু কি বাবা?

দেবেন্দ্র। আমি ভাবছি তোমার মায়ের কথা। সেকি তোমাকে যেতে পারমিসান দেবে?

সুরেন্দ্র। আপনি আমার হয়ে মাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। যাতে তিনি পারমিসান দেন।

দেবেন্দ্র। ঠিক আছে চেষ্টা করে দেখবো। তোমার মায়ের মতের উপরে সব নির্ভর করছে।

**সাধনা দেবীর প্রবেশ।**

সাধনা। সুরেন, সাড়ে এগারোটা যে বেজে গেছে। নাওয়া-খাওয়া করতে হবে না?

সুরেন্দ্র। হ্যাঁ মা আমি একটু পরেই—

সাধনা। পরে নয়, এখুনি স্নান করে আয়। বেলা করে খাওয়া আমি পছন্দ করিনা—

সুরেন্দ্র। কিন্তু এখনও যে আমার খিধে পায়নি।

সাধনা। খিধে পেয়েছে কি পায়নি সেটা আমি বুঝি। তোর যদি সে বোধ থাকতো তাহলে তো আমাকে কোন চিন্তাই করতে হতনা।

দেবেন্দ্র। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

সাধনা। তুমি তো এখানে রয়েছো, ওকে স্নান করার কথা বলতে পারোনি?

দেবেন্দ্র। ওটা তোমার ডিপার্টমেন্ট, আমার নয়।

সাধনা। হুঁঃ, যা সব।

সুরেন্দ্র। বাবা আমার কথাটা মাকে—

সাধনা। তোর বাবার কি কথা?

দেবেন্দ্র। সে একটা আনন্দের কথা, মানে বিরাট আনন্দের কথা। সুরেন বিলেত যেতে চায়।

সাধনা। কি বললে, সুরেন বিলেত যেতে চায়? হাঃ হাঃ হাঃ।

দেবেন্দ্র। কি হল হাসছো যে? ও বিলেত গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ

করবে, ডক্টরেট পেয়ে দেশে ফিরে আসবে, কত নাম হবে, কত প্রশংসা পাবে। একি কম কথা আনন্দের কথা ?

সাধনা। আনন্দের কথা নিশ্চয়ই, কিন্তু ডক্টরেট আমাদের দেশে পেতে পারে। তার জন্য সাত সমুদ্রের পারে যেতে হবে কেন ?

সুরেন্দ্র। কথা কি জানো মা, বিলেতের সার্টিফিকেটের মান অনেক বড় কি না তাই—

দেবেন্দ্র। ঠিকই তো ঠিকই তো। শুধু তোমার মত পেলেই।

সাধনা। ঠিক আছে, আমি মত দিতে পারি। তবে একটা সর্ত আছে।

উভয়ে। সর্ত !

সাধনা। সুরেনের সঙ্গে আমাকেও বিলেত পাঠিয়ে দাও।

সুরেন্দ্র। মা—

দেবেন্দ্র। কি বলছো তুমি ?

সাধনা। ঠিকই বলছি। যে ছেলের ক্ষিধে-তেষ্টার জ্ঞান নেই, জামা-কাপড় ময়লা হয়েছে কিনা হুঁস নেই, লক্ষবার করে ঘড়ি-চশমা হারায়, সেই ছেলেকে বিলেত পাঠালে সামলাবে কে ?

সুরেন্দ্র। ওসব নিয়ে তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবেনা মা। আমি—

সাধনা। থাক আর বলতে হবে না।

দেবেন্দ্র। আহা তুমি একটু বুঝে দেখো। ছেলেটার যখন ইচ্ছা হয়েছে তখন—

সাধনা। তখন বিলেত ওকে পাঠাতেই হবে। আর আমি এদিকে ছেলের চিন্তায় দিন-রাত ছটফট করে মরি। এটাই তুমি চাও ?

সুরেন্দ্র। মা-মাগো, তুমি আমাকে অনুমতি দাও। আমি কথা দিচ্ছি সেখানে গিয়ে প্রতি সপ্তাহে তোমাকে চিঠি দিয়ে সব কথা জানাবো।

সাধনা। চিঠি দেবার কথাটাই বা কে তোকে মনে করিয়ে দেবে শুনি ?

সুরেন্দ্র। মা—

সাধনা। তা ছাড়া সেখানে গিয়ে যদি তোর অসুখ-বিসুখ হয় তখন কে দেখবে ? কে তোর সেবা-যত্ন করবে ? বিলেত তো আর ধারে-কাছে নয় যে আমি সেখানে ছুটে যাবো।

দেবেন্দ্র। স্নেহ বড় নিম্নগামী। তবু বলছি সাধনা ওকে একটু স্বাবলম্বী হতে দেওয়া উচিৎ। কারণ তুমি-আমিতো চিরদিন বেঁচে থাকবোনা। তখন ?

সাধনা। সে জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমিই ভেবে রেখেছি। আমার বাপের বাড়ির কাছে একটি মেয়ে দেখে এসেছি। তার নাম শান্তি। রূপ-গুণের তুলনা হয়না। তার হাতেই আমার সুরেনকে তুলেই নিশ্চিন্ত হয়ে মরবো।

দেবেন্দ্র। ( স্বগত হোপ্লেস। এ যুক্তিটাও খাটলনা। তাহলে শেষ মীমাংসা কি হল ?

সাধনা। ওকে আমি চোখের আড়াল করতে পারবোনা। ডক্টরেট হতে চায় এখানেই হবে। বিলেত যেতে দেবনা।

সুরেন্দ্র। মা কথাটা আর একবার ভেবে—

সাধনা। অনেক ভেবেই আমার যা বলবার তাই বলেছি। এখন কথা না বাড়িয়ে স্নান করে আয়। আমি ভাত বাড়তে যাচ্ছি।

[ প্রস্থান

সুরেন্দ্র। বাবা—

দেবেন্দ্র। কি করবো বল, অনেকতো চেষ্টা করলাম। কিন্তু তোমার প্রতি ওর স্নেহ ভালোবাসার কাছে আমার কোন যুক্তিই টিকলোনা। আমি দুঃখিত সুরেন, আমি নিরুপায় —নিরুপায়।

[ প্রস্থান

সুরেন্দ্র। নিরুপায় —নিরুপায় - নিরুপায়।
বন্দী বিহঙ্গম হায় নিরুপায় ॥
অনন্ত আকাশে বিহঙ্গী উড়িবারে চায়।
স্বাধীন জীবন চাহে স্বাধীন ধরায় ॥
তবু তারে স্বাধীনতা দিলানাতো হায়।
বন্দী করি রাখে তারে সোনার খাঁচায় ॥
নিরুপায় নিরুপায়—নিরুপায়।
বন্দী বিহঙ্গ হায় বড় নিরুপায় ॥

**বই হাতে সমরের প্রবেশ।**

সমর। কিরে মনের দুঃখে বন্দী বিহঙ্গের জীবনী আবৃত্তি করছিস?

সুরেন। এ্যাঁ-হ্যাঁ। জানিস তোর যুক্তি মত বাবার কাছে বিলেত যাওয়ার প্রোপোজাল তুলেছিলাম কিন্তু—

সমর। তোর বাবা রাজী হলেন, মাকে কিছুতেই রাজ করাতে পারলিনা তাইতো?

সুরেন। ঠিক তাই। এখন আমি কি করবো বল দেখি? মা আমাকে ভালোবাসেন সত্যি, কিন্তু আমাম মনের কথাটা একেবারেই বুঝতে চান না।

সমর। সত্যিই তোর জন্য বড় দুঃখ হয়। তোর মা তোকে যতই ভালবাসুক না কেন তবু আমি বলবো এইভাবে পরাধীন হয়ে থাকার চেয়ে ভিক্ষে করা অনেক ভালো।

সুরেন। সমর—

সমর। নো প্রোব্লেম। বিলেত যখন তোর যাওয়াই হলনা তখন কাউকে কিছু না বলে কলকাতা পালিয়ে যা।

সুরেন। কলকাতা পালিয়ে যাব?

সমর। হ্যাঁরে, সেখানে কত কল-কারখানা, অফিস আদালত আছে। তুই এম. এ. পাস ছেলে। চেষ্টা করলে একটা চাকরী নিশ্চয়ই জুটে যাবে। স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবি।

সুরেন। স্বাধীনভাবে বাঁচবো—স্বাধীন—

সমর। ইয়েস—এইতো কিছুক্ষণ আগে বীরেনের কথাবার্তায় বুঝলাম সে তোর উপর খেপে ব্যোম হয়ে আছে। এবার দেখবি তোকে নিয়েই একদিন এ সংসারে অশান্তির আগুন জলে উঠবে। এখনও যদি নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে না তুলিস…

সুরেন। ঠিক—ঠিক বলেছিস তুই। আর আমি বন্দী হয়ে পড়ে থাকবোনা। আমি স্বাবলম্বী হব। নিজের পায়ে দাঁড়াব। স্বাধীনভাবে জীবন কাটাবো।

সমর। নো প্রোব্রেম। এই তো পুরুষের মতো কথা।

সুরেন। পালিয়ে যাব. আমি কলকাতা পালিয়ে যাব, আজ রাত্রেই পালিয়ে যাব। [ প্রস্থান

সমর। হাঃ হাঃ হাঃ, সুরেন তুই ছেলেমানুষ, সত্যিই তুই একেবারে ছেলেমানুষ।

বীরেনের প্রবেশ।

বীরেন। কি হল সমরদা ?

সমর। নো প্রোব্লেম—আমার এক চালেই বাজী মাৎ। আজ রাত্রেই সুরেন কলকাতা পালিয়ে যাবে।

বীরেন। ইজ ইট ট্রু ?

সমর। ইয়েস ইট ইজ ট্রু। আমার প্ল্যান এণ্ড প্রোগ্রাম কোনদিন ফেল করেনি, করতে পারেনা।

বীরেন। সমরদা।

সমর। নো প্রোব্লেম। ছোট ভাই—তোমার যে আমি এতবড় উপকার করলাম তার জন্য মাঝে মাঝে আমাকে দক্ষিণা দিও, নইলে কিন্তু বেসুরো গান ধরবো।

বীরেন। আচ্ছা—আচ্ছা। সে হবে খন—

সমর। নো হবে খন—নয় আপাতত একটা বিলিতি বোতলের দাম দেবে চল।—তাহলেই নো প্রোব্লেম—

[ উভয়ের প্রস্থান

———

# পঞ্চম দৃশ্য

ব্রজরাজবাবুর বাড়ি

**গীতা পাঠ করিতে করিতে ব্রজরাজের প্রবেশ।**

ব্রজ। পেয়েছি-পেয়েছি, অমূল্য ধন পেয়েছি। গুরুদেব আমাকে অমূল্য ধন দান করেছেন। এর প্রতিটি ছত্রই যেন মধুমাখা। যত পড়ছি ততই পড়ার আগ্রহ বাড়ছে। দুঃখ, জ্বালা, শোক, তাপ সব ভুলিয়ে দিচ্ছে।

**দুধের গ্লাস হাতে মাধবীর প্রবেশ।**

মাধবী। বাবা—

ব্রজ। মাধবী, এসো-এসো মা। জানিস মনের মধ্যে আমার একটা বিরাট ঘা, দগদগে ঘা। এতদিন সেই ঘা শুকোবার কোন ওষুধই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আজ পেয়েছি। তোমাকেও আমি এই ওষুধ দেবো।

মাধবী। ওষুধ? কি ওষুধ বাবা?

ব্রজ। গীতা।

মাধবী। গীতা!

ব্রজ। হ্যাঁ, যত পড়বি তত শান্তি পাবি। কি সুন্দর কথা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যনানি
সংযাতি নবানি দেহি।

এর মানে কি জানো মা? জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মানুষ যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি জীবআত্মাও পুরনো দেহ পরিত্যাগ করে নূতন দেহ ধারণ করে।

মাধবী। দুধটুকু খেয়ে নাও বাবা।

ব্রজ। দুধ, ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সংসারে সব ঝামেলা বহন করেও এই বুড়ো ছেলের দিকে দৃষ্টি দিতে তোমার ভুল হয়না দেখছি।

[ দুধ দেয় এবং ব্রজবাবু খেতে থাকেন

মাধবী; ভুল হলে চলবে কেন বাবা? ছেলের দিকে মা'র দৃষ্টি রাখতেই হয়। [ গ্লাস নেয়

ব্রজ। জানো মা তোমার মায়ের মৃত্যুর পর এ সংসারটা বড়ো অগোছালো বড়ো এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তুমি আসার পর থেকে আবার নতুন রূপে সেজে উঠেছে।

মাধবী। তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছো বাবা।

ব্রজ। না মা না, আমি একদম বাড়িয়ে বলিনি মা। আর এ শুধু আমার একার কথা নয়। সংসারের সবাই একথা বলে। তাই তো আমি দিনরাত ভাবি—

মাধবী। কি ভাব বাবা?

ব্রজ। ভাবি সংসারকে যে এত ভালোবাসে তার সংসার ভেঙে গেল কেন?

মাধবী। বাবা—

ব্রজ। সকলের প্রতি যার এত স্নেহ, মায়া, মমতা—ভগবান তার কপালে এত দুঃখ লিখেছেন কেন ?

মাধবী। চুপ কর বাবা, চুপ কর।

ব্রজ। পারছিনা-পারছিনা, তোর এই সর্বহারা বিধবার বেশ দেখলেই যে আমার—

মাধবী। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—

ব্রজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—তথা শরীরানি।

প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। দিদি এই দিদি, আমার অঙ্কটা বুঝিয়ে দিয়ে যাতো।

মাধবী। অঙ্ক ?

প্রমীলা। হ্যাঁ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা। যতবার করতে যাচ্ছি ততবারই ভুল হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মী দিদি একটু বুঝিয়ে দিয়ে যানা।

[ হাত ধরে টানে ]

মাধবী। শোন্-শোন্, অঙ্ক-টঙ্ক আমি ঠিকমতো বোঝাতে পারবো না। তুই বরং দাদার কাছে গিয়ে বুঝে নে।

প্রমীলা। তবেই হয়েছে, দাদার যে সামনেই পরীক্ষা, মেজাজ ভীষণ গরম। একটুখানি বোঝাতে না বোঝাতেই মাথায় গাঁট্টা মারতে শুরু করে দেয়।

মাধবী। আচ্ছা চল আমার সঙ্গে। আমি দাদাকে বলে দেবো সে যেন তোকে গাঁট্টা না মেরে ভালোভাবে অঙ্ক বোঝায়।

[ উভয়ের প্রস্থান

ব্রজ। হাঃ-হাঃ হাঃ, প্রমীলা এসে তার দিদির কাছেই তার দাবী-আব্দার অভিযোগ জানিয়ে গেলো। সেও বুঝতে পেরেছে মাধবীই সব প্রবলেম সলভ করতে পারে। [ গীতা খোলে ]

**নরেন সরকারের প্রবেশ।**

নরেন। বড়বাবু—

ব্রজ। কে? ও সরকার মশাই? আসুন—আসুন, বলুন কি সংবাদ।

নরেন। বলছিলাম কি—দয়া করে আপনাকে একটু বৈঠকখানায় আসতে হবে।

ব্রজ। কেন? কেন? হঠাৎ বৈঠকখানায় যেতে হবে কেন?

নরেন। বলছিলাম কি—গণেশ মণ্ডলকে ধরে আনা হয়েছে, তার বিচার করতে হবে।

ব্রজ। .কোন গণেশ মণ্ডল?

নরেন। আজ্ঞে আপনার রায় দীঘির প্রজা গণেশ মণ্ডল। বলছিলাম কি, সে গত দুদিন ধরে খাজনা না দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ব্রজ। ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, কি বলছে সে?

**মাধবী প্রবেশ করে একান্তে দাঁড়ায়।**

নরেন। বলছে বন্যায় আর খরায় পর পর দুসন অজন্মা গেছে, দেনা করে খেতে হয়েছে, তাই খাজনা দিতে পারেনি।

ব্রজ। হুঁ, তাহলে তো সত্যিই বিচার করতে হবে। [ চিন্তিতভাবে ] দুবছর অজন্মা গেছে, দেনা করে খেতে হয়েছে।

নরেন। আবার নাকে কাঁদুনী কেঁদে কি বলছে জানেন? বলছে সামনের বছর চাষ করার মত কিছুই সম্বল নেই। তার ছেলেপুলে নাকি না খেয়ে আছে। ঘরে নাকি একমুঠোও দানা নেই।

ব্রজ। হুঁ, তাহলে তো আরও বেশী করে বিচার করতে হবে।

নরেন। বলছিলাম কি বজ্জাৎ—বজ্জাৎ, জানেন বড়বাবু ব্যাটা পয়লা নম্বরের বজ্জাৎ। জানে আপনি দয়ালু জমিদার। তাই খাজনা ফাঁকি দেবার জন্য ব্যাটাচ্ছেলে সব মিথ্যে কথা বলছে।

ব্রজ। হুঁ, তাইতো দেখছি। আপনি এক কাজ করুন, ওকে ছেড়ে দিন।

নরেন। বলছিলাম কি? ছেড়ে দেবো?

ব্রজ। হ্যাঁ, দেবেন, আর খাতায় ওর নামে বকেয়া দুবছরের খাজনা জমা করে নিয়ে আমার নামে খরচ লিখে দেবেন।

নরেন। কি বলছেন বড়বাবু! ছেড়েও দেবেন, খাজনাও জমা করে নেবো।

ব্রজ। কি করবেন বলুন? ও যে আমার প্রজা। আমি শুধু খাজনা নেবার মালিকই নই সরকার মশাই, ওদের রক্ষক। আর রক্ষক বলেই কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হবে, ওদের দুঃখ ও দুর্দশার দিকে তাকাতে হবে। নইলে ওরা আমাকে জমিদার বলে মানবে কেন?

নরেন। বেশ আপনি যখন বলছেন তখন—

[ প্রস্থানোদ্যত ]

মাধবী। একটু দাঁড়ান সরকার মশাই। বাবা তোমার বিচারে কিন্তু একটু খুঁৎ রয়ে গেলো।

ব্রজ। সংশোধন করে দাও মা।

মাধবী। যে লোকটার ছেলে-মেয়েরা না খেয়ে রয়েছে, সামনের বছর চাষ করার মত কিছু সম্বল নেই তার প্রতি তোমাকে আর একটু সুবিচার দেখাতে হবে বাবা।

ব্রজ। ঠিক ঠিক, ভাগ্যিস তুমি মনে করিয়ে দিলে মা নইলে সত্যিই তো বিচারে ভুল থেকে যেতো। সরকার মশাই আগে যান, গণেশ মণ্ডলকে একটু অপেক্ষা করতে বলুন। আমি ওকে কিছু টাকা কর্জ দেব।

নরেন। ঠিক আছে বড়বাবু, আমি এখুনি বলে দিচ্ছি।

[ প্রস্থান

মাধবী। বাবা তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।

ব্রজ। এত ইতস্তত করছো কেন? কি কথা বল?

মাধবী। মানে সামনের বৃহস্পতিবার ওঁর বাৎসরিক কাজ।

ব্রজ। এঁ্যা, হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে আছে মা, মনে আছে। তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

মাধবী। ঐ দিন আমি দরিদ্র নারায়ণ সেবা করাতে চাই বাবা, আর প্রত্যেককে একখানা করে বস্ত্র দান করতে চাই।

ব্রজ। তাই হবে মা। তুমি যাতে শান্তি পাও করবে, আমি কোন বাধা দেবনা।

**নরেন সরকারের প্রবেশ।**

নরেন। বড়বাবু—বলছিলাম কি—

ব্রজ। গণেশ মণ্ডলকে বলে দিয়েছেন?

নরেন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্রজ। শুনুন সরকার মশাই—আগামী বৃহস্পতিবার যোগেনের বাৎসরিক কাজ। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় মাধবী মা আমার দরিদ্র-নারায়ণ সেবা করতে চায়।

নরেন। তার মানে কাঙালী ভোজন!

ব্রজ। এবং প্রত্যেককে একখানা করে বস্ত্রদান করতে চায়। আপনি সব আয়োজন করে দেবেন।

নরেন। সেকি বড়বাবু, একে কাঙালী ভোজন তার উপর প্রত্যেককে একখানা করে বস্ত্র দান। এখবর পেলেতো সহরে যত কাঙালী আছে সবাই ছুটে আসবে, প্রচুর খরচা হবে।

ব্রজ। হয় হবে। তার জন্য আপনার মাথা-ব্যথা হচ্ছে কেন? মাসের শেষে আপনার মাইনে আপনি ঠিকই পাবেন।

নরেন। বড়বাবু, আমি মানে—বলছিলাম কি—

ব্রজ। অনেক বলেছেন—এবার বলা বন্ধ করুন—এই নাও মা, সিন্দুকের চাবিছড়া আঁচলে বেঁধে রাখে।

মাধবী। সিন্দুকের চাবি!

ব্রজ। হ্যাঁ মা, তোমার মা জীবিত কালে এ চাবি তাঁর আচলে বাধা ছিল। এবার থেকে এ চাবি আমার মায়ের আঁচলে বাধা থাকবে।

মাধবী। বাবা—

ব্রজ। পূজো-পাঠ, দান-ধ্যানে তুমি ইচ্ছেমত খরচ করবে, কেউ তোমাকে কোনদিন বাধা দেবেনা।

মাধবী। তুমি কি বলতে চাও তা আমি বুঝি বাবা। আমি জানি, আমার দুঃখেই তোমার বুকে তুষের আগুন জ্বলছে। তোমার দুঃখ দূর করাতেই তুমি—

ব্রজ। মাধবী—

মাধবী। আমার এ অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি নিজেও যেমন জ্বলে-পুড়ে মরছি, তোমাদেরও তেমনি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছি।

[ প্রস্থান

ব্রজ। শান্তি দাও ভগবান, অভাগিনী মেয়েটার মনে শান্তি দাও, ওর সব দুঃখ ভুলিয়ে দাও—ভুলিয়ে দাও।

নরেন। বড়বাবু বলছিলাম কি অনেকদিন ধরে আমি আপনার নুন খাচ্ছি। তাই আপনার বা আপনার সংসারের মঙ্গলের জন্যে একটা কথা না বলে পারছিনা।

ব্রজ। কি কথা বলুন।

নরেন। মাধবী মায়ের দুঃখে আমিও দুঃখিত। তাই বলে তাকে কাঙালী ভোজন, বস্ত্রদান করা, সিন্দুকের চাবি দেওয়া, ইচ্ছামত খরচ করতে দেওয়া, মাপ করবেন, এসব আপনার একটু বেশি হলনা কি?

ব্রজ। বেশী হল? সরকার মশাই আপনার তো মেয়ে নেই, আর বিধবার বেশে আপনার সামনে এসেও দাঁড়ায়নি। তাই আপনি আমার মেয়ের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না, বুঝতে পারছেন না কেন আমি এসব করছি।

নরেন। বড়বাবু—

ব্রজ। বুঝতে পারছেন না, আমার সমস্ত জমিদারীটা ওর হাতে তুলে যদি ওর দুঃখ দূর করতে পারতাম তাতেও আমার আপত্তি ছিল না।

**বংশী সহ সুরেনের প্রবেশ।**

বংশী। কত্তাবাবু এই ভদ্দরলোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

সুরেন্দ্র। নমস্কার।

ব্রজ। নমস্কার, তুমি—

সুরেন। আজ্ঞে আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ রায়।

ব্রজ। বাড়ি কোথায় ?

সুরেন। পশ্চিমে।

ব্রজ। পশ্চিমে, তা আমার কাছে কি প্রয়োজনে এসেছো বল।

সুরেন। আমি মানে—ইয়ে—

বংশী। আরে অত আমতা আমতা না করি বলি ফেলো। কোন ভয় নাই। কত্তাবাবু খুব ভালো মানুষ।

সুরেন। ও আচ্ছা, আজ্ঞে আমি মানে, মানে আপনার কাছে একটা চাকরীর জন্য এসেছি।

ব্রজ। চাকরী ! আমি চাকরী দিতে পারি একথা তোমাকে কে বল্লে ?

সুরেন। আজ্ঞে একটা চাকরীর খোঁজে বেশ কিছু দিন হল বাড়ি থেকে বেড়িয়েছি। কিন্তু কোথায় চাকরী পাওয়া যায়, কাকে ধরলে চাকরী হয় এসব কোন অভিজ্ঞতাই আমার নেই। কাল পথে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল, কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞেসা করেছিলাম কোথাও একটা চাকরী পাওয়া যায় কিনা। তিনিই আপনার বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে আপনার কথা বলেছিলো তাই—

ব্রজ। বুঝলাম। সংসারে তোমার কে কে আছেন ?

সুরেন। বাবা, মা ছোটভাই।

ব্রজ। তোমার বাবা কি করেন ?

সুরেন্দ্র। আগে একটা ইয়ে—মানে ছোটখাটো চাকরী করতেন, এখন রিটায়ার করেছেন।

ব্রজ। তাই তুমি চাকরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছো। কিন্তু আমার কাছেতো চাকরী নেই।

সুরেন। নেই—

ব্রজ। না, তোমার যাতে কোথাও চাকরী হয় তার জন্যে আমি আমার বন্ধু মহলে বলে কয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

সুরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা যদি পারেন তা হলে আপনার কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ থাকবো। আচ্ছা আজ আমি আসি, পরে একদিন এসে আপনার কাছে খবর নিয়ে যাবো। নমস্কার।

[ প্রস্থানোদ্যত

ব্রজ। শোন শোন এখানে কোথায় থাক ?

সুরেন। আমার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই। কখনো হোটেলে, কখনো কোন গাড়িবারান্দার নীচে, কখনও কোন পার্কে।

ব্রজ। সেকি ! লেখাপড়া কতদূর শিখেছো ?

সুরেন। কিছু শিখেছি।

ব্রজ। আমার ছেলেকে পড়াতে পারবে ?

সুরেন। এ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যা, তাহলে তো খুবই ভালো হয়। নিশ্চয়ই পারবো।

নরেন। নিশ্চয়ই পারবে? বলছিলাম কি তুমি পাগল নাকিহে ছোকরা ?

সুরেন। পাগল ! আমি ! বেশ বলুন তো ? আমার কথা বার্তায় পাগল বলে মনে হচ্ছে নাকি ?

নরেন। তাইতো মনে হচ্ছে। ফট করে বলে দিলে ওনার ছেলেকে তুমি পড়াতে পারবে। জানো ওনার ছেলে এবার বি, এ, পরীক্ষা দেবে।

সুরেন। ও! এইজন্য আমাকে পাগল বলছেন? নানা সত্যি আমি পাগল নই। চেষ্টা করলে বি. এ. ক্লাসের ছেলেকেও পড়াতে পারি।

নরেন। বলছিলাম কি তার মানে—

ব্রজ। তার মানে জেনে কাজ নেই সরকার মশাই। ওতেই বুঝে নিন। শোন আমার ছেলেকে তোমাকে পড়াতে হবে না। কারণ সে তোমার প্রায় সমবয়সিই হবে। হয়ত তোমাকে মাষ্টার বলে গ্রাহ্যই করবে না। তুমি বরং আমার ছোট মেয়ে প্রমীলাকেই পড়াবে।

বংশী। খুব ভালো হল—খুব ভালো হল। চাকরীর জন্য এইছিলেন চাকরী হয়ি গেলো। আজ থেকে আপনি আমাদের ছোট দিদিমনির ম্যাষ্টার।

ব্রজ। হ্যাঁ কি যেন নাম তোমার? ও সুরেন—সুরেন। শোন সুরেন, এখন থেকে তোমাকে আর যেখানে সেখানে থাকতে হবেনা। আমার বাড়িতেই থাকবে।

নরেন। বলছিলাম কি—বড়বাবু, ঠিকমত পরিচয় না জেনে—

বংশী। আ:, আপনি চুপ করেন তো সরকার মশায়।

ব্রজ। বংশী সরকার মশাই সম্মানীয় ব্যক্তি, তার মুখের ওপর এত বড় কথা বলার সাহস তোর হল কোত্থেকে?

বংশী। মাফ করবেন কত্তাবাবু। মুখ ফস্‌কে বলে ফেলেছি। সরকার মশাই মাফ করবেন।

ব্রজ। যা, মাষ্টারমশাইকে দক্ষিণদিকে কোণের ঘরে থাকার বন্দোবস্ত করে দে।

বংশী। আসেন মাষ্টারবাবু।

সুরেন। আপনার এ ঋণ আমি জীবনে কোনদিন পরিশোধ করতে

পারবো না। চল ভাই। সরকার মশাই কাকাবাবু আমার সম্পূর্ণ পরিচয় না জেনে আশ্রয় দিলেও আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই। আমার দ্বারা আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না—

[ বংশীসহ প্রস্থান

ব্রজ। সরকার মশাই একটা প্রবাদ আছে না 'মানুষের মুখই মনের আয়না'। আমি ওর মুখ দেখে যা বুঝেছি ও ছেলে অসৎ হতে পারে না। তাই বাড়িতে আশ্রয় দিলাম।

নরেন। বড়বাবু—

ব্রজ। ওসব কথা থাক। আগামী বৃহস্পতিবার যোগেনের বাৎসরিক কাজের দিনে যা যা আয়োজন করতে বলেছি দেখবেন তার যেন কোন ত্রুটি না হয়।

[ প্রস্থান

নরেন। হুঁঃ, যার জমিদারী, যার টাকা-পয়সা সেই যদি এইভাবে সব উড়িয়ে দেয় দিক। আমার কি? সব কাজের শেষে আমার বাশকেট ভারী হলেই হলো।

[ প্রস্থান

# ষষ্ঠ দৃশ্য

দেবেনবাবুর বাড়ী

**বীরেন্দ্র ও সমরের প্রবেশ।**

বীরেন। সত্যিই তুমি আমার অনেক উপকার করেছো। কিন্তু এদিকে যে আমি এক মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেছি সমরদা!

সমর। কি রকম?

বীরেন। আর কি রকম! মা-বাবা মনে করছেন—আমি দাদার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতাম না বলেই সে আমার উপর রাগ করে বাড়ী থেকে চলে গেছে। তাই—

সমর। তা তাঁরা মনে করুন না কেন, তাই বলে তুই যেন ওসব নিয়ে কোনদিন মাথা গরম করবি না।

বীরেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপদ কি হয়েছে জানো? যেখানে যত আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি, গোষ্ঠি আছে এই দু-মাসের মধ্যে অন্তত দুবার করে প্রত্যেকের বাড়ীতে বাবা-মা আমাকে তার খোঁজ করতে পাঠিয়েছেন। আরও যে কতবার পাঠাবেন তার ঠিক নেই।

সমর। যতবার পাঠাবেন ততবার যাবি। একদম বিরক্ত হবি না। তারপর দেখবি, তোর বাবা-মাই একদিন বিরক্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করতে বলবেন। তুইও নিশ্চিন্ত হয়ে যাবি, নিশ্চিন্ত মনে তোর বাবার বিষয়-সম্পত্তি তুই একাই ভোগ করবি।

**দেবেন্দ্রবাবুর প্রবেশ।**

দেবেন্দ্র। ছোট বৌ—ছোট বৌ—

বীরেন। এই রে বাবা এসে গেছেন। বাবা আপনি ফিরে এলেন ?

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ, তোমার মা কোথায় বীরেন ?

বীরেন। ঠাকুরঘরে।

সমর। আপনি এই পনেরো-ষোল দিন কোথায় ছিলেন মেসো-মশাই ?

দেবেন্দ্র। পাবনা জেলার লালতা গ্রামে।

সমর। পাবনা জেলার লালতা গ্রামে!

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ, ঐ লালতা গ্রামের জমিদার আমার শ্বশুরমশাই মানে আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বাবা। স্বরেনই তার একমাত্র নাতি। তাই ভেবেছিলাম স্বরেন নিশ্চয়ই সেখানে গেছে। সেখান থেকে টাকাপয়সা নিয়ে তার বিলেত যাওয়ার ইচ্ছেটা পূরণ করেছে, কিন্তু—

**সাধনার প্রবেশ।**

সাধনা। বীরেন—বীরেন, পাঁচীর মা বললে বোসেদের বাড়ী একজন ভাল গনৎকার এসেছে, গুনে-গেঁথে সবকিছু বলে দিতে পারে।

দেবেন্দ্র। ছোট বৌ—

সাধনা। একি তুমি লালতা থেকে ফিরে এসেছো! আমার স্বরেন—আমার স্বরেন—

দেবেন্দ্র। স্বরেন সেখানেও যায়নি।

সাধনা। যায়নি! ভগবান, আর তুমি আমাকে কতদিন কাঁদাবে ?

দেবেন্দ্র। কেঁদ না ছোট বৌ কেঁদ না। কি করবো বলো? তাকে খোঁজার তো কোন ত্রুটি করছি না।

বীরেন। হ্যাঁ মা। এই দু-মাস ধরে তোমরা যেখানে যেখানে তার খোঁজে আমাকে যেতে বলেছো আমি তো সেখানে সেখানেই গেছি।

সাধনা। কিন্তু আগে থেকে তুই যদি তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখতি তার সঙ্গে ঝগড়া-বচসা না করতি, তাহলে বোধহয় এতদূর গড়াতো না।

বীরেন। আবার ওকথা বলছো মা। ঠিক আছে, তুমি যখন আমাকেই দোষী করছো তখন আমিও বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।

সমর। আঃ, কি হচ্ছে বীরেন। মাসীমা দুঃখে পড়ে ঐ কথা বলেছেন বলে তোর কি মাথা গরম করা উচিত? এখন চিন্তা কর কোথায় সে যেতে পারে। অবশ্য আমিও তো অনেক জায়গায় খোঁজ-খবর নিয়েছি।

সাধনা। তুমিও খোঁজ-খবর করেছো?

সমর। করবো না, সুরেন আমার, আমার বাল্যবন্ধু, অনেক সময় অনেক ভাবে সে আমার অনেক উপকার করেছে; তার খোঁজ আমি করবো না—

সাধনা। সমর—

দেবেন্দ্র। আমার মনে হচ্ছে ছোট বৌ, সেদিন তুমি তাকে বিলেত যাওয়ার অনুমতিটা না দিয়েই বোধহয় ভুল করেছো। সেই অভিমানেই হয়তো সে—

সাধনা। কি বললে তুমি—আমি ভুল করেছি। কেন যে তাকে বিলেত যেতে দেইনি—কেন যে তাকে চোখের আড়াল করতে চাইনি—তাকি তুমি জানো না—বোঝ না—

দেবেন্দ্র। আমি সব জানি, সব বুঝি। কিন্তু সে হয়তো তোমার

মনের কথা যা বুঝতে পারেনি। কারণ স্থরেন যেদিন বিলেত যাওয়ার কথা উত্থাপন করল সেইদিন রাত্রেই সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।

সাধনা। কি বলছো তুমি স্থরেন আমাকে ভুল বুঝেছে!

সমর। হ্যাঁ মাসীমা, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

সাধনা। স্থরেন আমাকে ভুল বুঝলো! তাতো বুঝবেই। আমি তো তার মা নই, সৎমা। সেইজন্যই বুঝি সে আমার স্নেহ-ভালোবাসার দাম দিল না। সেইজন্যেই বুঝতে পারলো না কেন আমি তাকে বিলেত যেতে বাধা দিয়েছি?

দেবেন্দ্র। ছোট বৌ—

সাধনা। শত্তুর—শত্তুর, সে আমার সাত জন্মের শত্তুর।

দেবেন্দ্র। শান্ত হও ছোট বৌ—শান্ত হও। আমি বলেছি, স্থরেন যেখানেই যাক না কেন, একদিন না একদিন তোমার কাছে ফিরে আসবেই।

সাধনা। কবে আসবে? কতদিনে আসবে? দেখতে দেখতে যে দু মাস পার হয়ে গেলো।

সমর। মাসীমা, আপনারা তার জন্যে এত ভেঙ্গে পড়ছেন কেন? সে একটা শিক্ষিত ছেলে, নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে চাকরী-বাকরী করে ভালোভাবেই আছে।

বীরেন। আমারও তাই মনে হয় মা। নইলে এতদিনের মধ্যে সে নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরে আসতো।

সাধনা। তোরা বলছিস্, আমিতো আমার মনকে কিছুতেই বুঝ দিতে পারছি না। আমি যে মা, রোজ তার জন্যে ভাত বেড়ে পথের দিকে চেয়ে বসে থাকি।

বীরেন। মা—

সাধনা। যা—না বাবা যা—না, বোসেদের বাড়ী থেকে গনক ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আয় না।

বীরেন। আচ্ছা মা আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

সাধনা। ঠাকুর—ঠাকুর, আমার স্থরেনের খোঁজ-খবরটা পাইয়ে দাও। আমি তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেব ঠাকুর, বুক চিরে রক্ত দেব।

[ প্রস্থান

সমর। আহা, মাসীমা যে স্থরেনকে কত ভালোবাসেন।

দেবেন্দ্র। ভাবা যায় না সমর ভাবা যায় না। কিন্তু সব জায়গায় তো তার খোঁজ করা হল। এখন বাকী আছে শুধু কলকাতা। তাই ভাবছি কাল সকালেই আমি কলকাতায় রওনা হয়ে—

বীরেন। কলকাতায় তো আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, সেখানে দাদা কার কাছে যাবে ?

দেবেন্দ্র। বাড়ী থেকে যে চলে গেছে সে যে আত্মীয় স্বজনের কাছেই যাবে তার তো কোন মানে নেই। তাই তাকে খুঁজতে আমি কলকাতা যাব। খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দেব।

সমর। মেসোমশাই একটা কথা বলবো ? এই সবে আপনি এক জায়গা থেকে এলেন, আবার কাল সকালেই যদি কলকাতায় রওনা হয়ে যান তাহলে আপনার শরীরের উপর দিয়ে একটা বিরাট ধকল বয়ে যাবে। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

দেবেন্দ্র। তবু যেতে হবে। তোমার মাসীমার অবস্থাটা দেখলে তো ?

সমর। আমি সব বুঝতে পারছি মেসোমশাই। কিন্তু তার জন্য আপনাকে কলকাতায় যেতে হবে না, আমিই সে ভার নিলাম।

দেবেন্দ্র। তুমি!

বীরেন। সমরদা!

সমর। নো প্রোব্লেম ছোট ভাই—মেসোমশাই, কলকাতায় আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন। এমনকি আমার এক মামা পুলিশের হেড অফ দি ডিপারমেণ্টে চাকরী করেন। তাঁরই সাহায্য নিয়ে সুরেনকে খুঁজে বার করবার জন্য যা কিছু করতে হয় আমিই করবো।

দেবেন্দ্র। আই অ্যাম ভেরী প্লেজ্যার টু ইওর টক।

দেবেন্দ্র। বীরেন তুমিও সমরের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হয়ে থাকো।

বীরেন। ঠিক আছে বাবা।

সমর। না না মেসোমশাই বীরেনকে যেতে হবে না। একে সুরেনের চিন্তায় মাসীমা অস্থির হয়ে পড়েছেন। তারপর বীরেনও যদি তার পাশে না থাকে তাহলে যে তিনি আরও ভেঙ্গে পড়বেন।

দেবেন্দ্র। সমর—

সমর। মুখে তিনি বীরেনকে যাই বলুন না কেন মনে মনে নিশ্চয়ই ভালোবাসেন।

দেবেন্দ্র। হুঁ, তাহলে—

সমর। নো প্রোব্লেম—আমি একাই কাল সকালে কলকাতায় রওনা হয়ে যাব। তবে······বলতে লজ্জা হচ্ছে মেসোমশাই। এর জন্যে কিছু খরচ-পত্তর—

দেবেন্দ্র। ডোণ্ট হেজিটেড মাই বয়, ডোণ্ট হেজিটেড। তুমি তৈরী হয়ে এসো। খরচ-পত্তর যা করতে হয় আমি নিশ্চয়ই করবো।

সমর। নো প্রোব্লেম।

দেবেন্দ্র। সুরেনকে খুঁজে বার করতে যদি একটা একটা করে আমার টাকা-পয়সা সব ফুরিয়ে যায় যাক, তাতে আমি আক্ষেপও করবো না আর বিচলিতও হব না।

[ প্রস্থান

বীরেন। সমরদা তোমার মতলবটা কি বলতো? এদিকে বলছো দাদা ফিরে আসার পথ তুমি বন্ধ করে দিয়েছো। আর ওদিকে তুমিই তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য—

সমর। তার মাথা ভর্তি ষাঁড়ের গোবর। আরে বাবা আমি যদি এখন এই কথা না বলতাম তাহলে তোর বাবা নিশ্চয়ই কলকাতা যেতেন এবং পুলিশের সাহায্যে ঠিক সুরেনকে খুঁজে বার করতেন। সেই জন্যেই এই কথা বলে তার যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিলাম বুঝলি?

বীরেন। পরিষ্কার বুঝলাম। কিন্তু বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে—

সমর। কলকাতা যাব। তারপরে কিছুদিন পরে ফিরে এসে মেসোমশাইকে বলবো পেলাম না মেসোমশাই। অনেক চেষ্টা করলাম, কোথাও তার সন্ধান পেলাম না।

বীরেন। সমরদা।

সমর। সুপার ব্রেন বীরেন, একে বলে সুপার ব্রেন।—নো প্রোব্লেম।

উভয়ে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[ উভয়ে প্রস্থান

## সপ্তম দৃশ্য

ব্রজরাজবাবুর উদ্যান-বাড়ী

**লাফ দড়ি খেলতে খেলতে প্রমীলা-প্রবেশ করে গান ধরে।**

প্রমীলা।—

**গীত**

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়।
ফুলের গন্ধে মন খুশি খুশি হয়॥
সাত আট নয় দশ এগারো বারো।
অলিরা গুন্ গুন্ গান গায় আরো॥
ফুলের সাথেতে ওরা মিতালী পাতায়।
দোদুল দুলছে ফুল দখিন হাওয়ায়॥
কানে কানে ওরা যেন কত কথা কয়।
ফুলের গন্ধে মন খুশি খুশি হয়॥

**বংশীর প্রবেশ।**

বংশী। গড—গড—গড।

প্রমীলা। বংশীদা, কি বলছো তুমি?

বংশী। ইন্‌রেজীতে বললাম, গড মানি তোমার গান ভাল হইছে।

প্রমীলা। ও বাবা, তুমি ইংরেজীতে কথা বলতে শিখেছো!

বংশী। হ্যাগো ছোড়দিমনি। মাস্টারবাবু যখন তোমারি পড়ায় তখন আমি দরজার আড়ালে দাঁইড়ে থেকি—শুনি শুনি অনেক ইংরিজি শিখি ফেলিছি।

প্রমীলা। এ্যাঁ তাই নাকি! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বংশী। হাসতিছো যে, বিশ্বেস হচ্চে না? তাহলি শোন। সি-এ-টি ডগ, ডগ মানে ইঁদুর।

প্রমীলা। সি-এ-টি ডগ, ডগ মানে ইঁদুর!

বংশী। আর-এ-টি ক্যাট, ক্যাট মানে কুকুর।

প্রমীলা। বল কি! ডি-ও-জি কি হবে?

বংশী। র‍্যাট, র‍্যাট মানে গরু।

প্রমীলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বংশী। আবার হাসতিছো? আমি কি ভুল বলতিছি?

প্রমীলা। না-না তোমার ইংরেজী ঠিকই আছে। আচ্ছা বাংলা পড়া কিছু শিখেছো?

বংশী। তা শিখেছি বইকি।

প্রমীলা। আচ্ছা বানান করতো সিংহ।

বংশী। সিংহ—সিংহ, এতো একেবারে সোজা বানান। দুদিকে দুটো সিং মাঝখানি হ, সিংহ।

প্রমীলা। চমৎকার—চমৎকার।

বংশী। এই যা, আসল কাজেই ভুল।

প্রমীলা। কি কাজ?

বংশী। তোমার মাষ্টারমশাইয়ের নাকি চশমা হাইরে গেছে। তাই বড়দিদি সরকার মশাইকে দিয়ে এই চশমাটা আইনে দিয়েছে। তুমি

ম্যাষ্টারবাবুরে দিয়ে দিও। আমি চল্‌লাম, ইংরেজীতে যাকে বলে ( চশমা হাতে দেয় ) ইউ গেট।

[ প্রস্থান

[ প্রমীলা হাসিয়া আবার লাফ দড়ি খেলিতে থাকে ]

প্রমীলা। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়।
ফুলের গন্ধে মন খুশি খুশি হয়॥

**মাধবীর প্রবেশ।**

মাধবী। প্রমীলা তোর পড়া হয়ে গেছে?

প্রমীলা। হ্যাঁ দিদি।

মাধবী। কেমন পড়াচ্ছেন তোর মাষ্টারমশাই?

প্রমীলা। আমাকে আর কতটুকু পড়ান, তিনিই বেশি পড়েন। সব সময় ইয়া মোটা মোটা ইংরাজী বই চোখের সামনে ধরে রাখেন। আর কি সব লেখেন।

মাধবী। তাই নাকি? তা তোর মাষ্টারমশাইকে তো তার ঘরে দেখলাম না, কোথায় গেছেন?

প্রমীলা। ওই তো মাষ্টারমশাই এদিকেই আসছেন।

**মোটা বই হাতে আবৃত্তি করিতে করিতে সুরেন্দ্রের প্রবেশ।**

সুরেন। আউট—আউট ব্রীফ ক্যাণ্ডেল, লাইফ ইজ লাইফ বাট ওয়াকিং স্যাডো—ওঃ—চশমাটা হারিয়ে গিয়ে কি মুশকিল হয়েছে—ভাল করে কিছু দেখতেই পারছি না।

প্রমীলা। মাষ্টারমশাই এই নিন, দিদি আপনার চশমা আনিয়ে দিয়েছে। [ চশমা দেয় ]

স্থরেন। [ চশমা নেয় এবং চোখে দিয়ে বই দেখে ] ঠিক আছে। —এই তো দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।

মাধবী। প্রমীলা জিজ্ঞেস করতো—পছন্দ হয়েছে তো?

[ মাথায় কাপড় আড়াল দিয়ে স্থরেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে ]

স্থরেন। বড়দি, দেখ বড়দি আমি অত পছন্দ অপছন্দ বুঝি না। পরিষ্কার অক্ষর দেখতে পারছি এই যথেষ্ট।

প্রমীলা। আবার হারিয়ে ফেলবেন না যেন মাষ্টারমশাই।

মাধবী। প্রমীলা—

স্থরেন। না-না আর হারাবো না। প্রমিলা তুমি একটু লক্ষ্য রেখোতো আবার হারিয়ে ফেলি কিনা। জানো বড়দি, এই চশমা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমার মায়ের কথাটা খুব বেশী করে মনে পড়ছে। তিনিই আমার সব কিছুর উপর লক্ষ্য রাখতেন। আমার ব্যবহারের সব জিনিষ তিনিই যত্ন করে তুলে রাখতেন।—তিনি আমার মা—

মাধবী। কিন্তু আপনার মত মানুষকে আপনার বাবা-মা কি করে কলকাতায় চাকরী করতে পাঠালেন এটা কিছুতেই ধারণায় আনতে পারছি না।

স্থরেন। কি বল্লে?

মাধবী। ( গম্ভীরভাবে ) জলখাবারটা এখনও খাননি কেন?

স্থরেন। সেকি!—জলখাবার খাইনি?

মাধবী। না, আমি নিজে আপনার ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি বইপত্তর

চতুর্দিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, আর যেমন জলখাবার পাঠিয়েছিলাম তেমনই পড়ে আছে।

সুরেন। ওঃ, তাহলে বড্ড ভুল হয়ে গেছে।—মানে চশমাটা হারিয়ে যাওয়াতে—

মাধবী। এরকম ভুল করে অনিয়ম করতে করতে যখন অসুখে পড়বেন তখন দেখবে কে? এখানে তো আপনার মা নেই।

সুরেন। বড়দি তো আছে।

মাধবী। আমি!

সুরেন। আচ্ছা প্রমীলা আমি যে জলখাবারটা খাইনি তুমি একবার মনে করিয়ে দিতে পারলে না? তাহলে তো বড়দির কাছে আমাকে বকুনি শুনতে হত না।

প্রমীলা। আমি অনেকবার আপনাকে মনে করিয়ে দিয়েছি মাষ্টার-মশাই। আপনি শুধু হুঁ-হ্যাঁ করেছেন; আর বিড় বিড় করে ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

সুরেন। ও তা হবে।

মাধবী। বাড়িতেও কি এরকম অনিয়ম করে চলতেন নাকি?

সুরেন। বাড়িতে? ওরে বাবা, আমার মা আছেন না? নাওয়া, খাওয়া, শোয়া সবকিছুই ঘড়ির কাটার সঙ্গে মিলিয়ে করতে হত। একটু এদিক-ওদিক হলেই মা আমার কান ধরে—

মাধবী। সেকি আপনি এতবড় ছেলে—

সুরেন। এইখানেই কথা, মা বলেন আমি নাকি এখনও সেই কচি খোকাটিই আছি তাই—

মাধবী। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।

সুরেন। তার মানে?

মাধবী। আর দেরী না করে জলখাবারটা খেয়ে আসুন।

সুরেন। ঠিক আছে যাচ্ছি। হুঁ ঘরে ছিলো মায়ের শাসন, এখানে এসে বড়দির শাসন।

[ প্রস্থান

মাধবী। প্রমীলা তুই এক কাজ কর, মাষ্টারমশাইয়ের ঘরে গিয়ে তার বই-পত্তরগুলো ভাল করে গুছিয়ে দিয়ে আয়তো। আর উনি জলখাবার খেলেন কিনা সেটাও লক্ষ্য রাখবি।

প্রমীলা। আচ্ছা।

[ প্রস্থান

মাধবী। আশ্চর্য, আমি যদি এসে মনে করিয়ে না দিতাম তাহলে জল খাবারটা ঐভাবে ঢাকাই পড়ে থাকতো। হুঃ, এমন অন্যমনস্ক মানুষ কখনও দেখিনি।

**মানবের প্রবেশ।**

মানব। এই যে মাধবী কেমন আছো?

মাধবী। আমার আর থাকা—আছি একরকম—

মানব। শুনলাম তুমি নাকি প্রমীলার মাষ্টারমশাইয়ের সবকিছু দেখাশোনা করছ?

মাধবী। হ্যাঁ মাঝে মাঝে করতে হচ্ছে—

মানব। কাজটা কি ভালো করছো মাধবী?

মাধবী। এর মধ্যে খারাপের কি দেখলে মানবদা। একে তিনি আমাদের প্রমীলার মাষ্টারমশাই, তার ওপর শিশুর মত সরল তাই—

মানব। শিশুর মত সরল!

মাধবী। তাছাড়া আমার বাবা যখন তাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন তখন তার দেখাশোনা করা, প্রয়োজন মিটানো তো আমার কর্তব্য।

মানব। না-না মাধবী, এ বিষয়ে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। একটা অজানা অচেনা লোকের জন্য তোমার এতখানি কর্তব্য দেখানো উচিত্ নয়। এটা তোমার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

মাধবী। মানবদা, তুমি কিন্তু অভিভাবক নয়।

মানব। ভুল বুঝ না মাধবী। এ বাড়িতে আমি অনেকদিন ধরে যাতায়াত করছি, শিব আমার বন্ধু, মেসোমশাই আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করেন। আমি এখানে একরকম আত্মীয়ের মতই হয়ে গেছি, আর সেই দাবী নিয়েই বলছি ঐ মাষ্টারকে একদম বিশ্বাস কর না, ও মোটেই সরল নয়। ঐ কবি কবি ভাব দেখিয়ে কবে যে কার কোন্ সর্বনাশ করবে তা কেউ বুঝতে পারছে না।

মাধবী। আচ্ছা কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা করবো। আর কিছু বলবে?

মানব। বলবো নিশ্চয়ই বলবো, অনেক কথা বলবো। আমি জানি, তুমি সংসারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করছো, মনকে হাল্কা করতে চেষ্টা করছো, কিন্তু পারছো না।

মাধবী। কি করে বুঝলে?

মানব। তোমার মুখ দেখে। মাধবী মনকে হাল্কা করতে হলে শুধু সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই চলবে না। মাঝে মাঝে বাইরে বেরোতে হবে। যেমন ধর কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ।

মাধবী। আচ্ছা কথাটা ভেবে দেখবো।

মানব। হ্যাঁ-হ্যাঁ ভেবে দেখো। আর যদি বল আমিই তোমাকে—

মাধবী। তুমি কিন্তু আমার জন্য বড্ড বেশী চিন্তা করছো মানবদা। আমার দুঃখে তুমিই যেন খুব বেশী দুঃখ পেয়েছো বলে মনে হচ্ছে।

মানব। স্বাভাবিক, কারণ শিব আমার বন্ধু সেই সুবাদে তুমিও তো আমার বন্ধুর মত।

মাধবী। ভুল বল্লে মানবদা, বন্ধুর বোন বন্ধু হয় না বোন হয়। আমি তোমার কাছ থেকে সেই ব্যবহারই আশা করি।

মানব। হ্যাঁ হ্যাঁ সেতো নিশ্চয়ই। তাইতো বলছি—

মাধবী। মানবদা, তুমি আমার দাদার বন্ধু সম্পর্কে আমারও দাদা। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তাই আমার অনুরোধ তুমি যেন সেই শ্রদ্ধার অমর্যাদা করতে চেষ্টা কর না।

মানব। তোমার শ্রদ্ধার অমর্যাদা করবো আমি? একথা ধারণা করলে কি করে মাধবী? আমি কি এতই নীচ? ঠিক আছে তুমি যখন আমাকে ভুল বুঝলে তখন আর আমার বলার কিছুই নেই। আচ্ছা, এখন আমি চলি।

[ প্রস্থান

মাধবী। আমি কি ভুল করলাম? সত্যিই কি আমি ভুল বুঝে মানবদার মনে আঘাত দিলাম?

**প্রমীলার প্রবেশ।**

প্রমীলা। দিদি-দিদি—

মাধবী। কিরে, মাষ্টারমশায়ের বইগুলো গুছিয়ে দিয়েছিস?

প্রমীলা। দিয়েছি।

মাধবী। তিনি জল-খাবার খেয়েছেন?

প্রমীলা। সে-কথা কি আর বলবো দিদি, সবে একখানা লুচি মুখে দিয়েছেন এমন সময় জানলার ধারে কতকগুলো ভিখীরি মেয়ে এসে উপস্থিত হল, আর মাষ্টারমশাই সব খাবার তাদের বিলিয়ে দিল।

**সুরেন্দ্রের প্রবেশ।**

সুরেন। কি করবো বড়দি, ওরা যে বললো বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে তাই—

মাধবী। নিজের খাবারটা দিয়ে দিয়েছেন।

[ মাথায় কাপড় আড়াল দিয়ে কথা বলে ]

সুরেন। এর জন্য তুমি যেন আমার ওপর রাগ কর না বড়দি! হ্যাঁ ভালো কথা, আমাকে পাঁচখানা শাড়ি দাওতো।

প্রমীলা। শাড়ি কি হবে মাষ্টারমশাই?

সুরেন। জানো বড়দি ঐ মেয়েগুলো এমন ছেড়া ছেড়া কাপড় পরে রয়েছে যে ওদের দিকে তাকাতে লজ্জা করে। হাজার হোক মা-বোনের জাততো। তাই ওদের কাপড় দেব বলে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। দাও না বড়দি পাঁচখানা শাড়ি।

মাধবী। আমি কেন দেব। ওদের দুঃখ দেখে আপনার যখন দয়া হয়েছে তখন আপনিই শাড়ি কিনে এনে দান করুন।

সুরেন। আমি! আমি কোত্থেকে দেবো! আমি কি চাকরী বাকরী করি। আমার টাকা কোথায়—

মাধবী। তবে কাপড় দান করবেন বলে ওদের কথা দিয়েছেন কেন?

সুরেন। তোমার ভরসায়।

মাধবী। আমার উপর এত বড় ভরসা করলেন কি করে?

সুরেন। বারে, এ-বাড়ির সবাই তোমার ওপর ভরসা করে; তাই আমিও করি। তাছাড়া আমি তো জানি তুমি দান-ধ্যান করতে খুব ভালোবাসো।

মাধবী। কে বলেছে এ-কথা ?

সুরেন। কে আবার বলবে ? আমি তো নিজেই জানি তোমার কাছে হাত পেতে কোন ভিখারী শূন্য হাতে ফিরে যায় না। এছাড়া আরও দেখেছি এই তো কিছুদিন আগের কথা, তুমি তোমার স্বামীর বাৎসরিক কাজের দিনে কত গরীব-দুঃখীকে তৃপ্তি করে খাওয়ালে, সকলকে কাপড় দান করলে।

প্রমীলা। দিদি আমি জানি তুমি দেবে। মিছিমিছি মাষ্টারমশাইকে ভোগাচ্ছ কেন ?

মাধবী। আলনা থেকে পাঁচখানা শাড়ি মাষ্টারমশাইকে এনে দে।

প্রমীলা। যাচ্ছি। মাষ্টারমশাই আমার দিদিকে আপনি ঠিক চিনে ফেলেছেন।

[ প্রস্থান

সুরেন। আমার উপর রাগ হলো বড়দি।

মাধবী। না না, রাগ হবে কেন !

সুরেন। বড়দি, শুনেছি অন্ন বস্ত্র দান করার মত পুণ্য আর কিছুই নেই। তুমি সেই পুণ্যে পুণ্যবতী। তুমি অনেক—অনেক বড়। তুমি অপূর্ব অপরূপা। সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে তোমাকে মাপা যায় না।

মাধবী। আমি প্রশংসা শুনতে ভালোবাসি না মাষ্টারমশাই।

সুরেন। কিন্তু আমি যে প্রশংসা না করে পারছি না। আমার

একটা মুখ যদি দশটা মুখ থাকতো দশ মুখেই বলতাম বড়দি তোমার তুলনা নেই, তুমি অসাধারণ, তুমি অনন্যা, তোমার তুলনা শুধু তুমি।

মাধবী। মাষ্টারমশাই!

সুরেন। চিরদিন তুমি এইরকম থেকো বড়দি। ছেলেমেয়ে, ছোট-বড়, অন্ধ-আতুর সকলের কাছে তুমি শুধু মমতাময়ী বড়দি হয়েই থেকো।

[ প্রস্থান

মাধবী। আহা কি সহজ সরল মানুষ। অথচ মানবদা ওর সম্বন্ধে কি খারাপ ধারণাটা না করেছে। কিন্তু একি হল, আমি কেন মাষ্টার-মশাইয়ের জন্য এত চিন্তা করছি? কেন ওর জন্য আমার এত মাথা ব্যথা?

**ব্রজবাবুসহ উদাস বাউলের প্রবেশ।**

ব্রজ। এসো—এসো উদাস, পরে তোমার সব কথা শুনবো। আগে এই ফুলবাগানে বসে একখানা গান শুনে নিই। এই যে মাধবীও এখানে আছে, ভালোই হল। শুরু কর উদাস শুরু কর। বেশ ভক্তি-রসের গান কর।

উদাস। জী আজ্ঞে কর্তাবাবু।

**গীত**

ও দয়াল—

তুমি পার না করিলে আমি—পার হব কেমনে

ভব নদীর মায়ার টানে—টানছে আমায়—প্রাণপণে—
( দয়াল ) ছিঁড়ে এই মায়ার বাঁধন
পেতে চাই তোমার চরণ
সাধন ভজন জানি না তো—দাও গো চরণ অভাজনে ॥
বসবাস করে ধরায়—
( যেন ) বন্দি ছিনু মায়া কারায়—
(এবার) মায়ার শেকল কেটে তুমি—বেঁধে রাখো ঐ চরণে।

ব্রজ। বাঃ বাঃ, খুব ভালো গেয়েছো। এইবার বল তুমি কি বলতে এসেছো।

উদাস। আজ্ঞে কর্তাবাবু, এই দলিলখানা থেকে আমার নাম কেটে দিয়ে আমার ভাইপোর নামে করে দিন।

ব্রজ। সেকি! কেন?

উদাস। আজ্ঞে আমিতো বে—থা—করিনি। ঐ ভাইপোই আমার বংশের বাতী। তাই তার নামেই সবকিছু লিখি দিয়ে সংসার ছেড়ি তীথবাসী হতি চাই।

ব্রজ। হুঁ তোমার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এ-বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। যাও বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসো, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

উদাস। জী আজ্ঞে, পেন্নাম হই।

[ প্রস্থান

মাধবী। কি সুন্দর কথা, সংসারের মায়া কাটিয়ে তীর্থবাসী হতে চায়

ব্রজ। এরাই সুখী মাধবী, এরাই সুখী। আর এত ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করলেও দুঃখের হিমালয় আমার বুকে চেপে বসেছে, তোমার বুকে চেপে—

মাধবী। বাবা—

ব্রজ। এঁ্যা, এই দেখ ধান বাঁধতে শিবের গীত। জানো মা আমি একটা চিন্তায় পড়েছি।

মাধবা। কিসের চিন্তা?

ব্রজ। স্বরেনকে আমি কথা দিয়েছিলাম মা তার একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দেবো। সেইজন্যে কয়েক জনকে চিঠিও দিলাম, আমার বন্ধু মহলেও কয়েকজনকে বললাম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ কোনো আশা-ভরসা দিতে পারছে না।

মাধবী। ভালই হয়েছে। চাকরী দিলেও উনি করতে পারবেন না বাবা।

ব্রজ। কেন মা?

মাধবী। যে নিজে কোন কাজ করতে পারে না, পরের উপর নির্ভর করে থাকে—সে কি করে চাকরী করবে বাবা? তাছাড়া আমাদের প্রমিলা যেমন ছেলেমানুষ, কখন কি দরকার—কখন কি খেতে হয় কিছুই বোঝে না। তার উপর যখন তখন উৎভট উৎভট দাবী করে বসে।

ব্রজ। হ্যাঁ, ছেলেটা একটু খামখেয়ালী আছে এটা আমিও লক্ষ্য করেছি।

মাধবী। বাবা তোমার কাছে আমি একটা অনুমতি চাই।

ব্রজ। কিসের অনুমতি মা?

মাধবী। আমি কয়েকদিনের জন্য কাশী যেতে চাই।

ব্রজ। কাশী যেতে চাও!

মাধবী। হ্যাঁ বাবা, সেখানে আমার বিধবা ননদ তার নাবালক ছেলেকে নিয়ে আছে। তাদের সঙ্গে একবার দেখা করে বাবা বিশ্বনাথের পূজো দিয়ে আসবো।

ব্রজ। কিন্তু তুমি গেলে সংসার চলবে কি করে?

মাধবী। আমি গেলে সংসার চলবে না?

ব্রজ। চলবে, তবে হাল ভেঙে গেলে স্রোতের মুখে নৌকাখানা যেরকম চলে ঠিক তেমনই চলবে।

মাধবী। তাহলে—

ব্রজ। ঠিক আছে মা ঠিক আছে। তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন আর বাধা দেব না। আমি নিজেই সব আয়োজন করে দেবো।

[ উভয়ে প্রস্থান।

# অষ্টম দৃশ্য

মানবের বাড়ী

**মমতা ও শিবচন্দ্রের প্রবেশ**

শিব। কথা শোন মমতা, কথা শোন।

মমতা। না-না-না, তোমার কোনো কথা শুনবো না, আর কোনো কথা বলবোও না।

শিব। বুঝলাম আমার উপর ভীষণ রাগ হয়েছে, কিন্তু তার কারণটা কি বলবে তো।

মমতা। কারণ আবার কি, তুমিতো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসো না। দাদার কাছে আসো। তাই দশদিনের মধ্যে তোমার কোনো পাত্তাই নেই।

শিব। এর জন্য রাগ কর না মমতা, মানব আমার বন্ধু, সেই সূত্রেই আমি এই বাড়ীতে যাতায়াত করি। কিন্তু যখন শুনলাম মানব ব্যবসার ব্যাপারে আসাম গেছে, ফিরতে দিনকতক দেরী হবে, এর পরেও যদি আমি এবাড়ীতে যাতায়াত করতাম তাহলে তোমার বাবা-মা কি ভাবতেন বলতো ?

মমতা। কিছু ভাবতেন না।

শিব। কি বলছো তুমি ?

মমতা। ঠিকই বলছি। মা বাবা জানতে পেরেছেন তোমার সঙ্গে

আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর দাদাতো সব জানেই। অতএব এখানে যাতায়াতের পথে তোমার কোনো বাধাই নেই।

শিব। মানব আমাদের ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে সত্যি, কিন্তু তোমার মা-বাবা!

মমতা। বোঝ না আমরা দুজনে গল্প করতে বসলে মা-বাবা কেউ ধারে-কাছে থাকে না কেন?

শিব। সত্যি বলছি মমতা, আমি এতটা তলিয়ে দেখিনি। তাহলে এই দশদিনের মধ্যে অন্তত চারদিন তোমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হতাম।

মমতা। ( ভেংচাইয়া ) হাজির হতাম—

শিব। ঠিক তাই। দশদিন তোমাকে দেখিনি, তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি, তাতে আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

মমতা। আমিও ঠিক তাই। কিন্তু এখন—

শিব। এখন? আর রাগ নয় শুধু অনুরাগ। [ ধরে ]

মমতা। আর পথের দিকে চেয়ে দিন গুনতে হবে না তো?

শিব। উঁ হুঁ—

মমতা। সত্যি?

শিব। সত্যি-সত্যি-সত্যি।

[ দুজনে হাসিয়া উঠিল, মমতা গান ধরিল ]

মমতা।—                    গীত

আমি হারিয়ে গেছি—আমি ফুরিয়ে গেছি
যেদিন তোমায় আমি দেখেছি।

(মোর) মৌন বসন্ত—হলো যে দুরন্ত,
রংয়ের জোয়ারে তাই ভেসেছি।
যেদিকে তাকাই দেখি আলোয় আলো
কোকিলের কলতান লাগছে ভালো,
সুরের আবেশে আমি বিভোর হয়ে আজ
মধুর পরশ পেতে মেতেছি।
লাজে রাঙ্গা বুকে মোর একি কম্পন,
বসন্তের আগমনে জাগে শিহরণ
ওগো বন্ধু—ওগো বন্ধু আমার
আমার আমিরে তোমা সঁপেছি।

**মানবের প্রবেশ।**

মানব। মমতা—মমতা—

মমতা। এইরে দাদা এসে গেছে!

মানব। আরে শিবু যে কখন এলি?

শিব। অনেকক্ষণ হল!

মমতা। অনেকক্ষণ নয় দাদা, এই সবে এলো। আর এসে তোমাকে দেখতে পায়নি বলে চলে যাচ্ছিল।

মানব। আর তুই বুঝি গল্প করে ওকে আটকে রেখেছিস?

[ চিবুক ধরে ]

মমতা। ভাল হবে না কিন্তু, এখুনি আমি মাকে গিয়ে—

মানব। জল-খাবারটা রেডি করতে বল।

মমতা। জল-খাবার তৈরীই আছে। তুমি ঐ বোকা লোকটাকে নিয়ে এখুনি এসো।

[ প্রস্থান

মানব। হাঃ হাঃ হাঃ। কিরে আমি বিজনেসের ব্যাপারে আসামে গিয়েছিলাম বলে তুই নাকি এর মধ্যে একদিনও এ-বাড়ীতে আসিস্নি?

শিব। তুই না থাকলে কার কাছে আসবো?

মানব। কেন মমতার কাছে?

শিব। ফাজলামো করবি না।

মানব। ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। এখন বল কাশী থেকে মাধবীর কোনো চিঠিপত্র এসেছে?

শিব। মাধবী তো দশদিন হল কাশী থেকে ফিরে এসেছে।

মানব। সে কি—এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলো যে?

শিব। আর বলিস কেন! সে কাশীতে চলে যাওয়ার পর সংসারে নানান বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিলো। ঝি-চাকরগুলো সব নিজেদের ইচ্ছে-মত কাজ করতো। কার কখন কি দরকার কেউ খেয়াল রাখতো না। তার উপর প্রমিলার মাষ্টার—

মানব। তার আবার কি হল?

শিব। কি আর হবে? ঠিকমত স্নান করতো না, খেতো না, সারারাত জেগে বই পড়ত—ফলে অসুখে পড়ে গিয়েছিলো। প্রমীলা এইসব কথা মাধবীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলো, তাই—

মানব। তাই সে কাশী থেকে চলে এল। তোর বাড়ীতে তো অনেক ঝি-চাকর আছে, তারা কি মাষ্টারের দেখাশুনা করতে পারত না?

শিব। তবেই হয়েছে।

মানব। শিব, যদিও তোদের পারিবারিক ব্যাপারে আমার ইণ্টারফেয়ার করা উচিত নয়, তবু তুই আমার বন্ধু সেই দাবিতেই একটা কথা বলছি, কিছু মনে করিস্‌নি যেন। ওই মাষ্টারকে তাড়াবার ব্যবস্থা কর, লোকটাকে বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

শিব। দেখ মানব তোর মতো আমিও ওকে একসময় সন্দেহের চোখে দেখতাম, কিন্তু এখন আর দেখি না। আমি অনেক ভেরীফাই করে দেখেছি, লোকটা ভীষণ অন্যমনস্ক আর খামখেয়ালী কিন্তু অসৎ নয়।

মানব। তাই নাকি?

শিব। হ্যাঁ, এবং অনেক উচ্চ শিক্ষিত।

মানব। কি করে বুঝলি?

শিব। মাষ্টার দিনরাত কি পড়ে তাই জানবার জন্য কৌতূহল হয়েছিল, একদিন সে যখন ঘরে ছিল না সেই সময় তার ঘরে গিয়ে বই পত্তর দেখে আমার চক্ষুস্থির! আমার দেশের সব স্বনামধন্য ব্যক্তিদের বই তো আছেই, তার উপর বিদেশী লেখক যেমন ধর সেক্সপীয়ার, কীট্‌স, বায়রণ. শেলী, মোঁপাসা প্রভৃতির বইও আছে। এইসব বই-ই সে পড়ে।—বোধহয় কোনো থিসিস্‌ লিখছে।

মানব। আই সি। চল্‌ জল-খাবারটা আগে খেয়ে আসি, তারপর আবার গল্পের আসর জমাবো।

[ উভয়ের প্রস্থান

# নবম দৃশ্য

ব্রজরাজবাবুর পুষ্প-উদ্যান

**বই হাতে সাধনের প্রবেশ।**

স্থরেন্দ্র। আশ্চর্য সাদৃশ্য মৃচ্ছকটীক—নাটকের সঙ্গে সেকস্‌পিয়ারের নাটকের অথচ মৃচ্ছকটীকের নাট্যকার—শুদ্রক জন্মেছিলো সেকস্‌-পিয়ারের অনেক আগে। অতএব সেকস্‌পিয়ারের অনুকরণ বা অনুস্মরণ করেছে শুদ্রক—হতে পারে না—। তবে কি সেকস্‌পিয়ার সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছিলো। না তাই বা কি করে সম্ভব? সংস্কৃত সাহিত্য তো এই কিছুদিন আগে জার্মান পণ্ডিতদের অনুবাদের মাধ্যমে—পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত হয়েছে।—

**মাধবীর প্রবেশ। মাথায় কাপড় আড়াল দিয়ে কথা বলে।**

মাধবী। আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো দেখি?

স্থরেন। এ্যাঁ আমাকে বলছো?

মাধবী। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনাকেই। আপনি ছাড়া তো এই ফুলবাগানে আর কেউ নেই।

স্থরেন। কি বলছো বলো।

মাধবী। আপনি কি মনে করেছেন, সংসারে আর আমার কোনো

কাজ নেই? সব সময় আপনার দিকেই আমার লক্ষ্য দিয়ে রাখতে হবে?

সুরেন। ছিঃ-ছিঃ, একথা তো আমি কখনও ভাবিওনি—বলিওনি।

মাধবী। মুখে বলেননি বটে, কাজে তো তাই দেখিয়ে দিচ্ছেন।

সুরেন। ঠিক বুঝলাম না বড়দি—

মাধবী। কাল বিকেলে অষুধের শিশিতে তিন দাগ অষুধ দেখে গেছি। এখনও আপনার ঘরে গিয়ে দেখলাম সেই তিনদাগ অষুধই পড়ে রয়েছে। আজ এত বেলা পর্যন্ত আপনি এক দাগ অষুধও খাননি। এর মানে কি? একবার তো অনিয়ম করে করে অসুখে পড়েছিলেন, আবারও কি অসুখে পড়ার ইচ্ছে হয়েছে নাকি?

সুরেন। রাগ কর না বড়দি। আমি মানে—

মাধবী। মানে আবার কি? আপনি কি ভেবেছেন, যতবার আপনার অসুখ হবে ততবারই আমি আপনার সেবাযত্ন করবো?

সুরেন। আমার জন্যে তোমাকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে না বড়দি?

মাধবী। এতই যদি বোঝেন তাহলে নিজের প্রতি সচেতন হচ্ছেন না কেন?

সুরেন। সচেতন। ঠিক আছে বড়দি, আর যাতে আমার জন্যে তোমাকে কোনো চিন্তা করতে না হয় বা কোনো কষ্ট করতে না হয় তার জন্যে এবার থেকে আমি ঠিক সচেতন থাকবো, আর কোনো অনিয়ম করবো না।

মাধবী। কথাটা মনে থাকে যেন।

সুরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ সচেতন কথাটা মনে থাকবে না—? ঠিক মনে

থাকবে। জানো তোমার কথা শুনে, তোমার সেবা পেয়ে তোমার মধ্যে আমি আর একজনকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি আমার মা। তিনি আমাকে ঠিক এইভাবে শাসনের সুরে কথা বলতেন। আমার অসুখ হলে ঠিক এইভাবেই সেবাযত্ন করতেন।

মাধবী। মাষ্টারমশাই!

সুরেন। তাইতো জ্বরের ঘোরেও বারবার আমার তাঁর কথাই মনে পড়েছে। তাঁর কথা ভাবতে ভাবতেই আমি যেন অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। তারপর হঠাৎ অনুভব করলাম ঠাণ্ডা নরম একখানা হাত আমার কপাল স্পর্শ করলো। মনে হল মা যেন আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। চোখ মেলে চেয়ে দেখি সে তুমি, আমার স্নেহময়ী বড়দিদি!

মাধবী। খুব হয়েছে, এখন অষুধটা খেয়ে নিনগে যান।

সুরেন। যাচ্ছি। তবে তোমার কাছে আমি অনেক ঋণে ঋণী হয়ে রইলাম।

মাধবী। বেশ তো, ভবিষ্যতে যখন এ বাড়ি থেকে চলে যাবেন তখন না হয় আমার কাছে বড় করে একটা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবেন। তাহলেই আমি ধন্য হব আর আপনার ঋণও শোধ হয়ে যাবে।

সুরেন। না—না, শোধ হবে না। মায়ের ঋণ যেমন কোনোদিনও শোধ করা যায় না, তেমনি আমার বড়দির নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর অকৃপণ সেবা-যত্নের ঋণও কোনোদিন শোধ করা যাবে না, রোধ করতে পারবোও না। [ প্রস্থান

মাধবী। পোড়াকপালি মাধবী তুই ধন্য। এখন একটা মানুষের সেবা-যত্ন করে তোর জীবন আজ সার্থক।

মানবের প্রবেশ।

মানব। মাধবী—

মাধবী। একি মানবদা, অনেকদিন পরে তোমায় দেখলাম।

মানব। অনেকদিন আর কই? এইতো মাস-দেড়েক আগেও এ-বাড়িতে এসে গেছি। তারপর তুমি কাশিতে গেলে। হ্যাঁ ভাল কথা—শুনলাম তুমি নাকি ওই মাষ্টারের অসুখের খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এসেছো?

মাধবী। এ-বাড়িতে যখন আছেন—তখন অসুখ-বিসুখ হলে তার সেবা-যত্ন তো করতেই হবে। তাছাড়া ওনার তো এখানে কেউ নেই তাই—

মানব। তোমাকেই তার সব দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে—আর এদিকে আর একজন যে মানসিক রোগে অসুস্থ হয়ে তোমার দিকে চেয়ে আছে তুমি তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছো না।—

মাধবী। হেঁয়ালি আমি পছন্দ করি না—যা বলবে পরিষ্কার বল।—

মানব। তাহলে শোনো—শিবচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম যখন আমি এ-বাড়িতে এসেছিলাম—তোমাকে দেখেছিলাম—সেইদিন থেকেই আমি তোমাকে মনে মনে ভালবেসেছিলাম—

মাধবী। এসব তুমি কি বলছো মানবদা?

মানব। যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়, সত্যি সব সত্যি। কিন্তু মুখ ফুটে কোনোদিন এই সত্যি কথাটা প্রকাশ করতে পারিনি। কিছুদিন পরে শুনলাম তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তুমি অপরের গলায় মালা দেবে, সে দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারবো না বলেই বিয়ের দিন আমি ইচ্ছে করেই আসিনি।

মাধবী। মানবদা—

মানব। তার পরদিন তুমি শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে বলেই মনের ব্যথা গোপন রেখেই চির-বিদায় দিতে এসেছিলাম।

মাধবী। মানবদা!

মানব। কিন্তু সংসার তোমার কপালে সইল না। তুমি বিধবা হয়ে ফিরে এলে। সেদিন তোমাকে দেখে আমার দুঃখ হয়েছিল সত্যি কিন্তু তোমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও আবার আমার মনে নতুন করে জেগে উঠেছিল।

মাধবী। ছিঃ ছিঃ মানবদা, তোমার মন এত ছোট? আমি যে তোমাকে অন্য চোখে দেখি, দাদা বলে ডাকি।

মানব। ভালোইতো, চিরদিনই দাদা বলে ডাকবে, যাতে কেউ কিছু সন্দেহ না করে। কিন্তু নিজেকে আর এইভাবে উপোসী না রেখে আমার ভালবাসার ডাকে সাড়া দাও। আমি তোমার আশা আকাঙ্খা—

মাধবী। মানবদা, বিধাতা আমাকে অকালে বৈধব্য দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু আমার মনে কোনদিন দুর্বলতা স্থান পায়নি আর কেউ আমাকে দুর্বল করতে পারবেও না।

মানব। মাধবী, আমাদের এই ভালোবাসার কথা কেউ জানতে পারবে না, কেউ বুঝতে পারবে না। এ ভালোবাসা থাকবে সম্পূর্ণ গোপন।

মাধবী। তোমার স্পর্ধা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমাদের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকেই এতবড় কু-প্রস্তাব দিতে তোমার সাহস হচ্ছে?

মানব। তাহলে তুমি—

মাধবী। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছি। তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।

মানব। আই সি, তাহলে যা ভেবেছি তাই? ঐ মাষ্টারমশাইয়ের ফাঁদে তুমি জড়িয়ে পড়েছো?

মাধবী। কি বললে?

মানব। বলছি তোমার মন ঐদিকেই চলে গেছে। নইলে আমাকে অগ্রাহ্য করতে পারতে না।

মাধবী। মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, মনে রেখ, আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

মানব। ধৈর্যের সীমা আমারও এতদিন ছিল, আজ আর নেই। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ঐ মাষ্টারমশাই কবি-কবি ভাব দেখিয়ে তোমাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তা না হলে তার অসুখের সংবাদ পেয়েই তুমি কাশী থেকে চলে আসবে কেন? বাড়ীতে ছত্রিশ গণ্ডা ঝি চাকর থাকতেও তুমিই তার সেবা যত্ন করবে কেন?

মাধবী। বেশ করেছি তার সেবা যত্ন করেছি। আর তার কৈফিয়ৎ চাইবার জন্য আমার বাবা আছেন, তুমি কোথাকার কে?

মানব। মাধবী!

মাধবী। অসভ্য-ইতর, মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করছো? তার সঙ্গে তোমার আকাশ পাতাল প্রভেদ। তিনি অনেক—অনেক বড়, তার তুলনায় তুমি অতি জঘন্য, একটা নরকের কীট।

মানব। আমি নরকের কীট? আমি অসভ্য? আমি ইতর? আর ঐ মাষ্টার আর তুমি বড় সাধু তাই না?

মাধবী। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও আমাদের বাড়ী থেকে। নইলে এখুনি আমি—

মানব। থাক—থাক, কাউকে ডাকতে হবে না। আমি চলেই যাচ্ছি।

মাধবী। দাঁড়াও, একটা কথা শুনে যাও। আমি • মেয়েছেলে তায় বিধবা, শুধু সেই জন্যেই এই নোংরা কথা নিয়ে আমি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইনা। কারণ পুরুষের এতে কোন ক্ষতি না হলেও মেয়েদের জীবন অত্যন্ত বিষময় হয়ে ওঠে। তাই তোমাকেও সতর্ক করে দিচ্ছি, তুমিও যেন এ বাড়িতে কোনদিনও এসোনা। তাহলে আমার বাবা আর দাদার সামনে তোমার চরিত্রের মুখোসটা খুলে দিতে আমি বাধ্য হব।

[ প্রস্থান

মানব। তুমি আমার জন্য এ বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিলেও ভবিষ্যতে এ বাড়ীতে যাতায়াত করার জন্য দরজা খোলার চাবি আমার হাতেই আছে, এবং তুমি যাতে এখানে সুস্থ ভাবে জীবন কাটাতে না পারো সে ব্যবস্থাও আমি করব। তবেই আমার নাম—

**কাপড় জামার পোঁটলাসহ বংশীর প্রবেশ।**

বংশী। হ্রস্বই-ত-র ইতর, অ-দন্তে-স-ভয়ে ষফলা অসভ্য—

মানব। একি বংশী, তুমি আমাকে গালাগালি দিচ্ছো?

বংশী। সেকি কথা গো মানব দাদাবাবু? আমি তোমারে গালাগালি দেব কেন?

মানব। ঐ যে বললে অসভ্য-ইতর।

বংশী। ওহো না-না, তোমারে গাল দিইনি। কথা কি জানো,

আজকাল আমার একটু নেকাপড়ার দিকে ঝোঁক হইয়েছে কিনা? তাই লুক্কে লুক্কে ছোড়দিমণির পড়া শুনে শুনে যেটা মুখস্থ করিছি সেই পড়াটাই বলছিলাম।

মানব! ও তাই বল! আমি মনে করলাম আমাকেই বুঝি তুমি—যাক, তা তোমার ঐ পুঁটুলিতে কি আছে?

বংশী। মাষ্টারবাবুর জামা কাপড়। ভীষণ ময়লা হই গিছলো। ওনার তো ঐ সব খিয়াল নাই। বড়দিদি এগুলো ধোপাঘর দে আসতে বলিছিলো। তাই নে যাচ্ছি।

মানব। হুঁ বুঝলাম। দেখ বংশী, তোমার বড়দিদি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছে।

বংশী। এসব কি বলতিছ মানব দাদা!

মানব। বুঝতে পারছো না? আচ্ছা, তুমিই বলো বংশী, কোথাকার কে মাষ্টার তার জন্য তোমার বড়দিদির এত মাথা-ব্যথা করা কি ঠিক হচ্ছে?

বংশী। তাতে কি দোষ হয়েছে মানব দাদা? ম্যাষ্টারবাবু তো খুব ভাল লোক—ভদ্রলোক।

মানব। যতই ভদ্রলোক হোকনা কেন, পুরুষতো বটে। আর মাধবী, একে সে যুবতী, তার উপর বিধবা তাই—

বংশী। দূর দূর, তোমার যেমন কথা। আমরা দেখিছি মাষ্টারবাবু আজও পর্যন্ত কোনদিন বড়দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে নি—আর বড়দিদিও—

মানদ। আহা বুঝলাম, সব বুঝলাম। কিন্তু ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে যখন-তখনতো একটা অঘটন ঘটতেই পারে।

বংশী। হস্তই-ত-র ইতর, অ-দন্তেস-ভয়ে যফলা অসভ্য—

মানব। কি হলো ?

বংশী। ঐ পড়াটা ভুলি গিইছিলাম কি না তাই দেখছিলাম।

মানব। ভাল ভাল। তুমি এক কাজ করত, ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। বিন্দুদিকে দিয়ে একগ্লাস জল পাঠিয়ে দাও, আমি বৈঠকখানা ঘরে আছি।

বংশী। বিন্দুদিকে জল দিতি হবে কেন ? তুমি বৈঠকখানায় যাও আমি জল নিয়ে যাচ্ছি।

মানব। না—না, বিন্দুদিকেই পাঠিয়ে দিও, তার সঙ্গে আমার অন্য দরকারও আছে, মানে তার নাতনীর বিয়ের জন্য আমাকে একটা ছেলে দেখতে বলছিলে তো তাই—

বংশী। ঠিক আছে বিন্দুকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। হস্তই-ত-র ইতর, অ-দন্তস-ভ-য়ে যফলা অসভ্য।

[ প্রস্থান

মানব। বিন্দুদি—বিন্দুদিকে দিয়েই আমার প্রথম কাজ করতে হ'বে আর শেষ করতে হ'বে আমার বোন মমতাকে দিয়ে।

[ প্রস্থান

# দশম দৃশ্য

ব্রজবাবুর প্রাসাদ অলিন্দ

**বংশীসহ মাধবীর প্রবেশ।**

মাধবী। বংশী ভাই, বংশী ভাই, বেলা ন'টা বেজে গেছে। বিন্দুদির কাছ থেকে জল-খাবার এনে মাষ্টারমশাইয়ের ঘরে দিয়ে এসো।

বংশী। বড়দিদি, তোমারে একটা কথা বলবো ?

মাধবী। কি কথা বংশী ভাই ?

বংশী। মাষ্টারবাবুর দেখাশোনা যত্ন আত্তি যা করতি হয় আমিই করবো। তুমি তার জন্যি মাথা ঘামিও না বড়দিদি।

মাধবী। হঠাৎ এ কথা বলছো কেন বংশী ভাই ?

বংশী। সি কথা বলতি গেলে আমার জিভ আটকি যাচ্ছে বড়দিদি। এই পরশুদিনও যাদের ছেলি মেইদের নূতন জামা কাপড় কিনে দিইছো, লেখাপড়া শিখার জন্যি বই কেনার টাকা দিইছো সেই বিন্দু বামনী আর মানদা বুড়ি আজ কদিন ধরি ঐ ম্যাষ্টারবাবুর সঙ্গি তুমারে জইড়ে কি সব আজে-বাজে কথা বলে, তোমাদের নিয়ে হাসাহাসি করে।

মাধবী। সে কি ! বিন্দুবাসিনী আর মানদা মাসী আমার নামে—

বংশী। হ্যাঁ গো বড়দিদি, নিজির কানে তাদের সি সব কথা শুনিছি। ওরা বলে কিনা তোমাদের মধ্যে নেশ্চয়ই একটা কিছু আছে তাই—

মাধবী। বংশী ভাই !

বংশী। তাইড়ে দাও—তাইড়ে দাও, আজই ওদের তাইড়ে দাও।

আর তুমি যদি তাড়াতাড়ি না পার আমারি বল, আমিই কত্তাবাবুরে বলি—

মাধবী। না বংশী ভাই, তাতে ওদের মুখ বন্ধ করা যাবে না। বরং উল্‌টো ফল হবে। আরও বেশী করে রং ফলিয়ে নিন্দে করতে শুরু করবে। আর লজ্জায় অপমানে আমারই মাথা কাটা যাবে।

বংশী। তাহলি—

মাধবী। বাবাকে তোমার কিছু বলতে হবে না ভাই। ওরা যাতে আমাকে নিয়ে আর কোন আলোচনা করতে না পারে, যাতে ওদের মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় আমিই সে ব্যবস্থা করবো।

বংশী। ঠিক আছে, যা ভাল বোঝ কর। তবে ঐ বিন্দু বামনী আর মানদা বুড়িকে আবার যদি তুমি কোনদিন ভালোবাসা দেখাও, হেসে কথা বল তাহলি কিন্তু আমিই তোমার পিণ্ডি চটকাবো। একথাটাও মনে থাকি যেন হ্যাঁ।

[ প্রস্থান

মাধবী। ছিঃ ছিঃ একি লজ্জা, একি অপমান। মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে—না—না ভাবতে পারছি না—ভাবতে পারছি না। আজই ওদের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রমীলা। দিদি—

মাধবী। এ কি রে প্রমীলা, এরই মধ্যে তোর পড়া হয়ে গেছে? মাষ্টারমশাই তোকে ছুটি দিয়েছেন?

প্রমীলা। না—মানে—আমি—ইয়ে—

মাধবী। ইয়ে মানে কি? নিশ্চয়ই মাষ্টারমশাইকে ফাঁকি দিয়ে তুই চলে এসেছিস? বই দে, দেখি তুই কেমন পড়া করেছিস?

প্রমীলা। মাষ্টারমশাই আমাকে কিছুই পড়ায় না দিদি। শুধু নিজেই পড়ে। আমি নিজে যা পড়ি তাই পড়ি। মাষ্টারমশাই কিছু খেয়াল করেন না।

মাধবী। সেকি?

প্রমীলা। হ্যাঁ দিদি, আমি কিছু বুঝতে না পেরে মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করলে শুধু হুঁ-হাঁ করেন, আর বলেন মন দিয়ে পড়, সব বুঝতে পারবে।

মাধবী। কত দিন থেকে এরকম করছে?

প্রমীলা। অনেকদিন ধরে। সেই তুমি যখন কাশীতে চলে গিয়েছিলে তখন থেকে। তার পরতো তিনি অসুখে পড়েছিলেন বলে পড়াতে পারেননি. আর অসুখ থেকে সেরে উঠেও একদিনও পড়াননি।

মাধবী। হুঁ, পথ একটা পেয়েছি। প্রমীলা তুই জলখাবার খেতে যা। আমি এই বিষয়ে আজই মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করব।

[ প্রস্থান

প্রমীলা। আচ্ছা।

মাধবী। এই পথ, এই উপযুক্ত অজুহাত। এই অজুহাতেই তাকে চরম আঘাত করতে হবে। তাহলেই সকলের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সম্বন্ধে সকলের সব নোংরা ধারণা মিথ্যে হয়ে যাবে।

**সুরেন্দ্রের প্রবেশ।**

সুরেন্দ্র। বড়দি—বড়দি—এই যে বড়দি আমার লেখার কাগজ সব ফুরিয়ে গেছে—আমাকে কিছু কাগজ আনিয়ে দাওনা—আমি লিখতে পারছিনা

মাধবী। আপনি প্রমীলাকে পড়ান না কেন ?

স্থরেন। সে কি প্রমীলাতো রোজই আমার কাছে গিয়ে পড়ে।

মাধবী। সে তো নিজে যে টুকু পারে তাই পড়ে। কিন্তু আপনি তার ভুল ত্রুটি ধরেন না কেন ? কেন পড়া বুঝিয়ে দেন না ?

স্থরেন। প্রমীলা বলেছে বুঝি ? তাইতো, তাহলে সত্যিই তো আমার বড় ভুল হয়ে গেছে।

মাধবী। এ ভুলতো একদিনের নয়। চার মাস ধরেই আপনি এই ভুল করে আসছেন।

স্থরেন। হ্যাঁ তাইতো বটে। কি জানো বড়দি আমি যখন বই পড়ি তখন আমি বইয়ের মধ্যে ডুবে যাই। বই পড়ে প্রবলেম সল্‌ভ করতে করতে অন্যদিকে খেয়ালই করতে পারিনা। অন্য কাউকে পড়াতে ইচ্ছেও করেনা, ভালও লাগেনা। সময়ও পাইনা।

মাধবী। বেশ কথা বললেন তো! আপনি যখন পড়াবেনই না তখন এখানে আছেন কেন ?

স্থরেন। এখানে না থাকলে কোথায় যাবো ? তোমার বাবাইতো আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

মাধবী। এমনি এমনি আশ্রয় দেননি, প্রমীলাকে পড়াবার জন্য আশ্রম দিয়েছেন।

স্থরেন। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিলনা। সত্যিই এর জন্যে আমি খুবই লজ্জিত।

মাধবী। লজ্জিত বল্লেই সাত খুন মাপ হয়ে যায় না বুঝলেন। একেতো আপনি প্রমীলাকে পড়াবার নাম করে মিথ্যে কথা বলে এখানে রয়েছেন, তার উপর আপনার জন্য আমাকেও—

স্থরেন। অনেক কষ্ট করতে হয় তাইনা বড়দি ?

মাধবী। ঠিক তাই। প্রমীলার মাষ্টারমশাই বলেই এতদিন আপনার উপর সহানুভূতি দেখিয়েছি। কিন্তু আজ যখন জানলাম আপনি শুধু ফাঁকি দিয়ে কাটিয়েছেন তখন আপনার উপর আর কোন সহানুভূতি কোন মমতাই আমার নেই, থাকতেও পারে না।

স্থরেন। তুমি এভাবে কথা বলছো কেন বড়দি ? আমি তোমাকে সেই মমতাময়ীর মূর্তিতে দেখতে পাচ্ছি না কেন ? কেন তোমার সেই স্নেহমাখা কোমল কণ্ঠস্বর আজ এতো কঠোর কঠিন বলে মনে হচ্ছে ?

মাধবী। কোমলতার দিন ফুরিয়ে গেছে মাষ্টারমশাই, তাই আজ আমাকে কঠোর হতে হয়েছে।

স্থরেন। না—না, তুমি কখনও কঠোর হতে পার না বড়দি, আমি যে তোমাকে চিনেছি। তুমি স্বর্গের ঝরা ফুল। কঠিন মাটির বুকে আছড়ে পড়েছে। তবু তোমার মন থেকে স্বর্গীয় সুধা নিঃশেষ হয়ে যায়নি, যেতে পারে না।

মাধবী। মাষ্টারমশাই !

স্থরেন। আমার উপর রাগ কর না বড়দি, আমি কথা দিচ্ছি আর আমি দায়িত্বে অবহেলা করবো না। এবার থেকে আমি প্রমীলাকে ঠিক মতই—

মাধবী। না। আর আপনাকে প্রমীলার দায়িত্ব নিতে হবে না। আমি তার জন্য অন্য মাষ্টার রাখার ব্যাবস্থা করবো।

স্থরেন। বড়দি তুমি—

মাধবী। কি বলছি বুঝতে পারছেন না ? বুঝতে পারছেন না

আপনার মত দায়িত্বহীন মানুষকে আর আমি থাকতে দিতে পারি না। বুঝতে পারছেন না! আর আপনার এখানে থাকা উচিত নয়?

[দ্রুত প্রস্থান

স্থরেন। আশ্চর্য বড়দিকে আজ একি রূপে দেখলাম? বড়দি আজ আমাকে তাড়িয়ে দিলো। ঠিক আছে, থাকবো না—থাকবো না আর এখানে—তার দেওয়া কোন জিনিষই নিয়ে যাব না—( মঞ্চে চশমা রাখে )

**বংশীর প্রবেশ।**

বংশী! মাষ্টারবাবু, ঘরে তোমার জল-খাবার দিয়ে এইছি। খেয়ে নাওগে যাও।

সুরেন। না বংশী ভাই। ঐ ঘরেও আর আমি ঢুকবে না, জল-খাবারও খাব না।

বংশী। তার মানি?

সুরেন। আমি চলে যাচ্ছি। বড়দিকে বলে দিও আর আমি আসবো না।

বংশী। সে কি! কেন? কি হইয়েছে?

সুরেন। বড়দিদি আমাকে ছুটি দিয়েছে বংশী ভাই।

বংশী। কি বলছো মাষ্টারবাবু! বড়দিদি তুমারে—

সুরেন। না না এতে তার কোন দোষ নেই, দোষ আমারই। আমি আমার কাজে অবহেলা করেছি, চার মাস ধরে প্রমীলাকে পড়াইনি। তাই এই অকর্মণ্য মানুষটাকে পুষে রাখা উচিত নয় বলেই আমাকে চলে যেতে বলেছে।

বংশী। না—না ওটা বোধ হয় সত্যি কথা নয় ম্যাষ্টার বাবু। আমার মনে হচ্ছে ঐ মানদা বুড়ি আর বিন্দু বামনীর মুখ বন্ধ করার জন্যিই বড়দি তুমারে ঐ কথা বলিছে।

স্থরেন। তার মানে!

বংশী। মানে ঐ মানদা বুড়ি আর ঐ বিন্দু বামনী তোমার সঙ্গে বড়দিদিকে জড়িয়ে অনেক নোংরা কথা বলাবলি করে।

স্থরেন। সে কি!

বংশী। আমি সেই কথা শুনি বড়দিদিরে বলিছিলাম বলিই হয়তো রাগের মাথায়—

স্থরেন। আর বলতে হবে না বংশী ভাই। আমার সামনে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি কেন মমতাময়ী বড়দি আজ অমন কঠিন কঠোর হয়ে উঠেছে। বুঝতে পেরেছি আমাকে চলে যেতে বলা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই।

বংশী। ম্যাষ্টারবাবু!

স্থরেন। তুমি শুধু বড়দিকে বলে দিও বংশী ভাই, তার উপর আমার রাগ, দুঃখ, অভিমান কোন কিছু নেই। তাকে আমি ভুলও বুঝিনি। আগে যেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি চিরদিন তেমনি শ্রদ্ধার চোখেই দেখবো।

বংশী। ম্যাষ্টারবাবু—

স্থরেন্দ্র। আমি যেখানেই থাকি না কেন, যতদূরেই যাই না কেন আমার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বড়দিকে আমি কোনদিন ভুলবো না। ভুলতে পারবো না। [ প্রস্থান

বংশী। মাষ্টারবাবু—মাষ্টারবাবু—যাঃ চলি গেল ?

**মাধবীর প্রবেশ।**

মাধবী। মাষ্টারমশাই—মাষ্টারমশাই, আপনি আমাকে ক্ষমা—একি বংশী ভাই? মাষ্টারমশাই কোথায় ?

বংশী। তিনি এই মাত্তর চলি গেছে।

মাধবী। চলে গেছেন ?

বংশী। যাবে না, তুমিই যে তারে চলি যেতি বলিছো। তাইতো জল খাবারটা পর্যন্ত না খেইয়ে চলি গেলো।

মাধবী। সেকি !

বংশী। জিনিসপত্তর কিছুই নিই যায়নি, এক জামা কাপড়। শুধু একখানা বই হাতে করি বেইরে গেছে।

মাধবী। যাবেনই তো—যাবেনই তো। আমি যে তাঁর সরল মনে চরম আঘাত দিয়েছি। একি, অভিমানে চশমাও ফেলে রেখে গেছেন। চশমা ছাড়া তিনি যে কিছুই দেখতে পান না !

বংশী। বড়দিদি !

মাধবী। বংশী ভাই—বংশী ভাই, এই নাও চশমা। তাঁকে দেবে। এখনও তিনি বেশি দূর যেতে পারেন নি। তুমি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে ?

বংশী। তুমি বলছো ?

মাধবী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি বলছি। তুমি যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে পার তবে আমি তোমাকে দশটাকা পুরস্কার দেবো !

বংশী। আরে রেখি দাও তুমার ট্যাকা। বংশীবদন অত ট্যাকার

লোভ করে না। এই আমি চন্নু। যদি তারে ধরতি পারি তাহলি তুমার কথা বলি তারে ফিরিয়ে আনবোই আনবো। ম্যাষ্টারবাবু—ম্যাষ্টারবাবু—

[ প্রস্থান

মাধবী। ভুল করেছি—ভুল করেছি, মিথ্যে অপবাদের ভয়ে একটা নিষ্পাপ মানুষকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে আমি ভুল করেছি। আমি জানি তাঁর কাছে একটাও পয়সা নেই। এখন বংশী ভাই যদি তাঁকে খুঁজে না পায়? তাকে ধরে আনতে না পারে? তাহলে কোথায় যাবেন তিনি? কোথায় থাকবেন? কি খাবেন?

**ব্রজবাবুর প্রবেশ।**

ব্রজ। মাধবী—মাধবী, এই যে মা মাধবী। একটা ভাল খবর আছে। আমার এক বন্ধুকে ধরোকরে সুরেনের জন্যে একটা চাকরী ঠিক করে ফেলেছি!

মাধবী। মাষ্টারমশাইয়ের চাকরী ঠিক করে ফেলেছো!

ব্রজ। হ্যাঁ মা, বংশী, সুরেনকে একটু ডেকে দেতো?

মাধবী। মাষ্টারমশাই বাড়ীতে নেই বাবা।

ব্রজ। কোথায় গেছে?

মাধবী। জানি না। আমি তাঁকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বলেছি, তাই তিনি চলে গেছেন।

ব্রজ। সেকি! তুমি তাকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বলেছো কেন? কি দোষ করেছে সে?

মাধবী। দোষ—না—মানে—তেমন কিছু নয়। হঠাৎ একটা কথা শুনে আমার মাথাটা এমন গরম হয়েছিলো যে—

ব্রজ। কি এমন কথা? যে কথা শুনে তুমি রাগ সামলাতে না পেরে একাজ করে বসলে?

মাধবী। ঐ—ইয়ে—মানে—প্রমীলা এসে বললে মাষ্টারমশাই তাকে ঠিকমত পড়ায় না। তাই রাগের মাথায়—

ব্রজ। ভুল করেছো মা—খুব ভুল করেছো—শুধু ভুলই নয়, একটু অন্যায়ও করেছো—

মাধবী। বাবা—

ব্রজ। তোমার বোঝা উচিত ছিল সে একটা আত্মভোলা উদাসীন ছেলে। সেই জন্যই হয়তো প্রমীলার পড়ার দিকে ঠিক মতো নজর দিতে পারেনি, তার উপর রাগ না দেখিয়ে তুমি তাকে বুঝিয়ে বললেই তো সে তার নিজের ভুল বুঝতে পারত মা—

মাধবী। তখন আমার সে জ্ঞান ছিলো না বাবা,—কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে এসে দেখি তিনি চলে গেছেন—

ব্রজ। দেখ দেখি—কি মুস্কিলে পড়লাম—ছেলেটা কোথায় যাবে—কোথায় থাকবে।—নাঃ একবার ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে খুঁজেই আসি—কোচয়ান—

মাধবী। তোমাকে যেতে হবে না বাবা—আমি বংশী ভাইকে তাঁর খোঁজ করতে পাঠিয়েছি।

বংশীর পুনঃপ্রবেশ।

বংশী। বড়দিদি—বড়দিদি—সব্বোনাশ হইগেছে বড়দিদি—সব্বোনাশ হই গেছে। ম্যাষ্টারবাবু গাড়ী চাপা পড়িছে।

মাধবী ও ব্রজ। সেকি! গাড়ী চাপা!

বংশী। হ্যাঁ। ম্যাষ্টারবাবু মাথা নীচু করি রাস্তা ধরি যাচ্ছিল। আমি তারি দূর থেকি দেখতি পেয়েই ডাক দিলাম সি। সাড়া দেননি, দাঁড়ালওনি। ইদিক-উদিক না দেখি হন্‌হন্‌ করি সোজা চলতি আরম্ভ করল। চোখি তো চশমা ছিল না। এমন সময় কোত্থেকে একখানা ঘোড়ার গাড়ী হাওয়ার বেগে ছুটি এসি তারে চাপা দিই বেইরে গেল।

মাধবী। ওঃ ভগবান!

বংশী। পথের লোকজন ছুটি গেল, আমিও গিলাম, গিই দেখলাম ম্যাষ্টারবাবু অজ্ঞান হয়ি পড়ি আছে। তার মাথা ফেটি রক্ত বেরুচ্ছে, বুকের উপর ঘোড়ার গাড়ীর চাকার দাগ বসি গেছে।

মাধবী। আমি দায়ী, এই অঘটনের জন্য আমিই দায়ী। আমি যদি তাকে চলে যেতে না বলতাম—

বংশী। তারে দেখতি যাবে তো চল। পুলিশের লোকেরা তারে হাসপাতালে নে গেছে।

ব্রজ। বংশী কোচোয়ানকে গাড়ী বার করতে বল।

বংশী। যে আজ্ঞে।

[ প্রস্থান

মাধবী। কি হবে বাবা—কি হবে? মাষ্টারমশাইর যদি একটা কিছু হয়ে যায় তাহলে যে মরেও আমি শান্তি পাব না।

ব্রজ। শান্ত হ' মা, শান্ত হ'। ভুল যা হবার হয়ে গেছে। এখন এতো অস্থির হয়ে কোন লাভ নেই। এখন শুধু ভগবানকে ডাক যেন সে বেঁচে থাকে। আমি এখন হাসপাতালে তাকে দেখতে যাচ্ছি।

মাধবী। আমিও যাব—আমিও যাব।

ব্রজ। যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। অনুতাপ যখন হয়েছে তখন যাওয়াই তো উচিত। চলো।

মাধবী। না—না আমি যাব না—যেতে পারবো না।

ব্রজ। কেন কি হ'ল?

মাধবী। ওই মানদাদি আর বিন্দু মাসী যে—

ব্রজ। ওদের আবার কি হয়েছে?

মাধবী। না ওদের কিছু হয়নি—মানে আমি ওদের পাশে না থাকলে ওরা ঠিক মতো বুঝে শুনে সংসারের কাজকর্ম করতে পারে না তো তাই—

ব্রজ। এটা তোমার আসল কথা নয় মা। আমি বুঝেছি। আসল কথা এখন সুরেনের সামনে যাওয়ার মতো সাহস তোমার নেই।

মাধবী। তুমি যাও বাবা, তুমিই তাকে দেখে এসো। তার চিকিৎসার জন্য ভাল ব্যবস্থা করে এসো।

ব্রজ। সে কথা তোমাকে বলে দিতে হবে না। সুরেন যদি বেঁচে থাকে তাহলে তার চিকিৎসার কোন ত্রুটিই হবে না। আমি হাসপাতালের সবচেয়ে বড় ডাক্তার দিয়ে তার চিকিৎসা করাবো, তাকে সুস্থ করে তুলতে যত টাকা খরচ হয় করবো।

মাধবী। বাবা—

ব্রজ। ছেলেটা সতিই বড়ো ভালো মা—সত্যিই বড়ো ভালো। প্রমীলার মাষ্টার হিসাবে তাকে এ বাড়ীতে আশ্রয় দিলেও তার সুন্দর সরল স্বভাবের জন্যই তাকে বড় বেশী ভালোবেসে ফেলেছি রে, একেবারে নিজের ছেলের মতই ভালোবেসে ফেলেছি।

[ মাধবীকে নিয়ে প্রস্থান

## একাদশ দৃশ্য

দেবেন্দ্র রায়ের বাড়ী

**সাধনার প্রবেশ**

সাধনা। সুরেন, সুরেন বাইরে দাঁড়িয়ে কেন আয় বাবা বুকে আয়। কোন লজ্জা সংকোচ নেই—আমি তোর মা। তোর সব দোষ ক্ষমা করেছি আয় বাবা বুকে আয়।

**দেবেনবাবুর প্রবেশ।**

দেবেন্দ্র। ছোট বৌ ছোট বৌ

সাধনা। ওকে ধর ওকে ধর আমার সুরেন ফিরে এসেছে আমার উপর অভিমান করে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছে সুরেন—আমার সুরেন।

দেবেন্দ্র। ছোট বৌ ছোট বৌ—

সাধনা। কে ও তুমি!

দেবেন্দ্র। কি হয়েছে ছোট বৌ—তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে এলে কেন?

সাধনা। জানো জানো, আমি যেন স্বপ্নে দেখলাম সুরেন ফিরে এসেছে। লজ্জায় অভিমানে আমার সামনে আসতে পারছেনা, দেখনা—দেখনা গো, সে সত্যি সত্যিই এসেছে কিনা—আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে কি না।

দেবেন্দ্র। স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন ছোট বৌ। যাও যাও বিছানায় গিয়ে শুয়ে

থাকগে যাও। ডাক্তার বাবু বলেছে চলা-ফেরা করা নিষেধ, ডাক্তারের এই উপদেশ যদি না মানো তাহলে—

সাধনা। মরার বেশী তো কিছু হবে না।

দেবেন্দ্র। সাধনা!

সাধনা। ও-গো আমি যে তার মা, আমি যে তাকে এতটুকু থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি।

দেবেন্দ্র। আবার কাঁদে! চুপ কর—চুপ কর।

সাধনা। পারছিনা গো—পারছিনা! দু মাস যে পার হয়ে গেলো। আর কতদিন ধৈর্য ধরবো?

দেবেন্দ্র। কিন্তু ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় কি বল? এইভাবে দিন-রাত কান্নাকাটি করে কিছু লাভ হচ্ছে কি?

সাধনা। বুঝবে না—গো—বুঝবে না। আমার মনের ব্যথা—বুঝবেনা। আমি যে তাকে এতটুকু থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমি যে তার—মা।

দেবেন্দ্র। তুমি তার মা, আমি বুঝি তার কেউ নয়? তার জন্যে তোমার বুকখানা হা হা করছে, আর আমার বুকখানা বুঝি পাথর দিয়ে গড়া?

সাধনা। আমি ভুল বলেছি গো ভুল বলেছি। সত্যিই তো ব্যাথা আমাদের দুজনেরই সমান। হ্যাগো সমর যে ছেলেটার খোজ খবর করতে কলকাতা গেল তার কি হল?

দেবেন্দ্র। কি জানি, সে যে সেখানে কি করছে কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই ভাবছি—আমি নিজেই একবার কলকাতা যাব।

বীরেনের প্রবেশ।

বীরেন। সেকি বাবা আপনি কলকাতা যাবেন কেন?

দেবেন্দ্র। সমরের সঙ্গে দেখা করতে। সে কতদূর কি করলো-না করলো তাই জানতে।

বীরেন। বাবা—

দেবেন্দ্র। যদি সে অপারগ হয় তখন আমাকে চেষ্টা করতে হবে। তাই—

বীরেন। না-না বাবা তা হয়না। আপনার শরীরটা ভীষণ ভেঙে গেছে। এমত অবস্থায় আপনার কলকাতায় যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

সাধনা। বেশতো তাহলে তুই যা। সমরের সঙ্গে দেখা করে তার খোঁজ খবর কর।

বীরেন। তা কি করে হয় মা! এখন কি তোমদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি—না যাওয়া উচিৎ?

সাধনা। তার মানে তুই যাবি না—এইতো?

বীরেন। ভুল বুঝনা মা। সমরদা যখন ভার নিয়েছে তখন তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। পুলিশের সাহায্যে সে দাদাকে খুঁজে বার করবেই করবে।

দেবেন্দ্র। তার উপর আমি আর আস্থা রাখতে পারছিনা বীরেন।

বীরেন। কেন বাবা?

দেবেন্দ্র। কতবারতো সে এলো, কতবার টাকা নিয়ে গেলো। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যখন—

বীরেন। এতে ব্যাস্ত হওয়ার কি আছে বাবা? এসব ব্যাপারে টাকা তো লাগবেই, সময়ও লাগবে।

সাধনা। তাহলে কি বলতে চাস পরের উপর নির্ভর করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই চলবে? নিজেদের কোন চেষ্টা করতে হবে না?

বীরেন। মা—

দেবেন্দ্র। তুমি এক কাজ কর—সমরের বড়ীতে গিয়ে তার মামার বাড়ীর ঠিকানাটা চেয়ে নিয়ে এসো—আমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কালই কলকাতা রওনা হব—

বীরেন। বাবা আমি বলছি কি—

দেবেন্দ্র। ওহো—ডোণ্ট-হেজিটেট—গো অ্যাটওয়ান্স—

বীরেন। যাচ্ছি বাবা এখুনি যাচ্ছি। তবে এই শরীর নিয়ে আপনাকে আমি কিছুতেই কলকাতা যেতে দেবনা। একান্তই যদি যেতে হয় আমিই যাব। সমরদার সঙ্গে দেখা করে যা কিছু করতে হয় আমিই করবো।

[ প্রস্থান

দেবেন। যাও ছোট বৌ—বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকগে ডাক্তারবাবু আসার সময় হল—

সাধনা। তাকে ফিরে যেতে বলো—মিছিমিছি আমার জন্যে ডাক্তারের পিছনে পয়সা খরচ করে কোন লাভ নেই। সুরেনের কোন সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমার এ অসুখ—আমার এ অসুখ ভাল হবে না। কোন ডাক্তার বদ্যিই আমার এ অসুখ ভাল করতে পারবে না গো—ভাল করতে পারবে না।

[ প্রস্থান

দেবেন্দ্র। চমৎকার—সৎমা যে সতীনের ছেলেকে এত ভালবাসতে পারে একে না দেখলে একথা কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না।

[ মথুর বাবু দূর থেকে ।

মথুর। ( দূর থেকে )—ভেতরে আসতে পারি।

দেবেন্দ্র। আসুন—

মথুর। নমস্কার।

দেবেন্দ্র। নমস্কার, আপনি —?

মথুর। আমার নাম মথুর গাঙ্গুলী। লালতা থেকে আসছি।

দেবেন্দ্র। লালতা থেকে।

মথুর। হ্যাঁ লালতার জমিদার বাবু মানে আপনার পূর্ব্বেকার শ্বশুর-মশাইয়ের ষ্টেটে আমি নায়েবী করি। তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

দেবেন্দ্র। ও আচ্ছা—আচ্ছা, বসুন - বসুন। ( মথুরবাবু বসেন ) তিনি বুঝি আমার ছেলে সুরেনের কোন সংবাদ পঠিয়েছেন ? সে বুঝি সেখানে গেছে ?

মথুর। কই নাতো! আমি তো তার সংবাদ জানতেই এসেছি। আর সেই সঙ্গে আরও কিছু খবর এনেছি।

দেবেন্দ্র। কি খবর ?

মথুর। জমিদারবাবুর খুব অসুখ। বাঁচার আশা নেই। তাই তিনি আপনাদের একবার দেখতে চান।

দেবেন্দ্র। তাই নাকি ?

মথুর। এবং তার সমস্ত জমিদারীটাই যে সুরেনবাবুর নামে উইল করে দিয়েছেন সেই খবরটাও দিতে এসেছি।

দেবেন্দ্র। এ্যাঁ সুরেনকে তার সমস্ত জমিদারী উইল করে দিয়েছেন ?

মথুর। হ্যাঁ, কিন্তু এসময় যদি তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে থাকেন তাহলে বড়

চিন্তার কথা। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বার করা দরকার। নইলে—

[ নেপথ্যে সাইকেলের বেল বাজে ]

দেবেন্দ্র। কে?

পিওন। ( নেপথ্যে ) চিঠি। শ্রীদেবেন্দ্র নাথ রায়।

দেবেন্দ্র। ওঃ পিওন এসেছে। দেখি কে আবার চিঠি দিল। মথুর বাবু বৈঠকখানা ঘরে বসুন। আলোচনা করে দেখি কি করা যায়।

[ উভয়ের প্রস্থান

**সাধনার পুনঃ প্রবেশ।**

সাধনা। দূর—দূর, মিছি মিছি আমি তার কথা ভেবে মরছি কেন? সে কি আমার কথা একটুও ভাবছে? আমার কথা কি তার একটুও মনে আছে? না নেই -নেই, ছেলেটা বেইমান—একেবারে বেইমান।

**চিঠি হাতে দেবেন্দ্রবাবুর পুনঃ প্রবেশ।**

দেবেন্দ্র। ছোট বৌ—ছোট বৌ, এইযে ছোটবৌ—

সাধনা। কি গো তুমি অমন করে চেঁচাচ্ছো কেন?

দেবেন্দ্র। খবর এসেছে—খবর এসেছে, সুরেনের খবর এসেছে।

সাধনা। এঁ্যা সুরেনের খবর এসেছে? কেমন আছে সে? কোথায় আছে?

দেবেন্দ্র। কলকাতায়, হাসপাতালে আছে।

সাধনা। এঁ্যা হাসপাতালে! কেন—কেন হাসপাতালে কেন? কি হয়েছে তার? কি অসুখ করেছে? বল—বল আমার সুরেনের—

দেবেন্দ্র। আঃ ব্যস্ত হয়ো না, আগে সব কথা শোন। যে হাসপাতালে সে আছে সেখানকার একজন কর্তৃপক্ষ এই চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, সুরেন ঘোড়ার গাড়ী চাপা পড়েছিল, তাই—

সাধনা। সে কি! গাড়ী চাপা পড়েছিলো? কিগো—বাছা আমার বাঁচবে তো?

দেবেন্দ্র। আহা—হা, কথাটা শুনবে তো। ডাক্তারবাবু লিখেছেন এই এ্যাকসিডেণ্টে তার বুকে খুব চোট লেগেছিল বলে দুদিন জ্ঞান ছিল না।

সাধনা। বল কিগো!

দেবেন্দ্র। কিন্তু এখন আর কোন ভয় নেই। আস্তে আস্তে সে সুস্থ হয়ে উঠছে, এবং ভাল আছে। পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেই তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে।

সাধনা। জয় মা দুর্গা, জয় মা বিপদতারিণী, জয় মা মঙ্গলচণ্ডী—

দেবেন্দ্র। তুমি এক কাজ কর ছোটবৌ। আমার জামা কাপড় সব গুছিয়ে দাও। আর আমি দেরী করবো না। তাকে দেখতে আজই আমি সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতা যাব।

সাধনা। আমিও যাব, আমিও তাকে দেখতে যাব।

দেবেন্দ্র। তুমি যাবে, তোমার যে অসুখ।

সাধনা। না—না আর আমার কোন অসুখ নেই। সুরেনের খবর পেয়ে আমার সব অসুখ ভাল হয়ে গেছে।

দেবেন্দ্র। তবু তোমার যাওয়া চলবে না ছোট বৌ। বাড়ীতে যে অতিথি—

সাধনা। অতিথি!

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ লালতা থেকে সুরেনের দাদামশাই লোক পাঠিয়েছেন। বৈঠকখানা ঘরে বসে আছেন।

সাধনা। ও তাহলে—

দেবেন্দ্র। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি যখন্ যাচ্ছি তখন সুরেন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেই তাকে আমি এসে তোমার কাছে পৌঁছে দেব।

সাধনা। বেশ তাহলে তুমিই যাও। আমি এখুনি ঠাকুর ঘরে গিয়ে মানসিকটা শোধ করে এসে তোমার সব গোছ গাছ করে দিচ্ছি।

দেবেন্দ্র। মানসিক শোধ?

সাধনা। হ্যাঁগো, আমি যে ঠাকুরের কাছে মানৎ করেছিলাম যখনই সুরেনের কোন খোঁজ খবর পাব তখনই বুক চিরে ঠাকুরের পায়ে রক্ত দেব। এখন সেই মানসিকটা শোধ করতে যাচ্ছি।

[ প্রস্থান

দেবেন্দ্র। অপূর্ব—অপূর্ব ছোট বৌ সত্যিই তুমি অপূর্ব। তোমার মাতৃস্নেহ সত্যিই অতুলনীয়।

[ প্রস্থান

# দ্বাদশ দৃশ্য

## ব্রজরাজ বাবুর বাড়ী

**ব্রজরাজ বাবুর প্রবেশ**

ব্রজ। মাধবী—মাধবী

**মাধবীর প্রবেশ**

মাধবী। বাবা তুমি হাসপাতাল থেকে এসে গেছো? মাষ্টারমশাই কেমন আছেন?

ব্রজ। ভাল আছে মা—ভাল আছে। সে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। ডাক্তার বলছে দু-একদিনের মধ্যেই তাকে ছুটি দিয়ে দেবে।

মাধবী। ভগবান মুখ রেখেছেন বাবা—ভগবান মুখ রেখেছেন। আমাকে একটা বিরাট কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

ব্রজ। সেতো নিশ্চয়ই। ভগবান সহায় ছিলেন বলেই তো সে বেঁচে উঠেছে।

মাধবী। আচ্ছা বাবা হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে তিনি কি এখানেই আসবেন?

ব্রজ। না—না, সে তার বাড়ীতে চলে যাবে। ভাল কথা আজ সুরেনের বাবা এসেছিলেন। হাসপাতালে তার সঙ্গে আলাপ হল।

মাধবী। তাই নাকি?

ব্রজ। হ্যাঁ মা, তিনি বেশ বড়লোক। পশ্চিমের একজন নামকরা উকিল।

মাধবী। তাহলে মাষ্টার মশাই চাকরীর খোঁজে এসেছিলেন কেন বাবা ?

ব্রজ। চাকরীর খোঁজে ও মোটেই আসেনি মা। সুরেন পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে এম, এ, পাশ করে বিলেত যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু সে নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির ছেলে বলে তার বাপ-মা পাঠাতে সাহস করে নি। তাই সে রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিলো।

মাধবী। বাড়ী থেকে চলে এসে এখানে হয়তো তার কষ্ট হয়েছে, কত অযত্ন হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমার কাছে চরম অপমানিত হলেন।

ব্রজ। সুরেন কিন্তু রোজই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে মা। তোমার উপর তার রাগ অভিমান থাকাতো দূরের কথা। উপরন্তু বলে বড়দির সেবা যত্নের কথা আমি কোনদিন ভুলবো না।

মাধবী। তিনি অনেক বড় তাই হয়তো ঐ কথা বলেন। কিন্তু আমি তো জানি, তাঁর কাছে আমি কত বড় অপরাধী।

ব্রজ। অনুতাপের অশ্রুজলেই তোমার সে অপরাধ ধুয়ে মুছে গেছে মা। এখন আর সে কথা ভেবে নিজের মনকে কষ্ট দিওনা।

মাধবী। বাবা!

ব্রজ। হ্যাঁ শোন মা, তোমাকে একটা সুখের খবর দিতে ভুলে গেছি। গতকাল বনগ্রাম থেকে দেবপ্রসাদ মুখুজ্জে এসেছিলেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমাদের শিবুর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে। মেয়েটিকে এর আগে আমি একবার দেখেও এসেছি। বেশ সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং শিবুর সঙ্গে মানাবেও ভাল। তাই মুখুজ্জে মশাইকে একেবারে পাকা কথাই দিয়ে দিয়েছি।

মাধবী। বেশ করেছো বাবা—খুব ভাল করেছো। বাড়ীতে বৌদি আসবে, আমার একটা সঙ্গী হবে। দিন স্থির করেছো বাবা ?

ব্রজ। না-না, আমাদের কুল-পুরোহিত ছাড়া আমি কি করে দিন স্থির করি মা। আগে চিঠি দিয়ে তাকে আসতে বলি তারপর—

মাধবী। এই যাঃ—ভাগ্যিস তুমি তো চিঠির কথা বললে, নইলে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ! তোমার একখানা চিঠি এসেছে ।

ব্রজ। চিঠি এসেছে ? কে দিয়েছে ?

মাধবী। তা জানিনা, খামে করে এসেছে। এই নাও—

[ আঁচল থেকে খুলে পত্র দান ]

ব্রজ। [ পত্র পাঠ করিয়া চীৎকার ] হোয়াট !

মাধবী। কি হল বাবা, চিঠি পড়ে চমকে উঠলে কেন ? কে দিয়েছে চিঠি ? কোত্থেকে এসেছে ?

ব্রজ। বর্ধমান থেকে। মানবের বাবা দিয়েছেন।

মাধবী। মানবদার বাবা ? কি লিখেছেন ?

ব্রজ। তার মেয়ে মমতার সঙ্গে আমাদের শিবুর বিয়ের দিন স্থির করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

মাধবী। সে কি ! দেখা শুনা নেই, কথা বার্তা নেই, একেবারে বিয়ের দিন স্থির করতে অনুরোধ জানিয়েছেন—মানে !

ব্রজ। আমরা দেখা-শোনা, কথাবার্তা না বললে কি হবে মা তোমার ইডিয়েট দাদাই যে—

মাধবী। দাদা—দাদা, কি করেছে ?

ব্রজ। কি করেছে ? চিঠিতে মানবের বাবা পরিষ্কার লিখেছেন

অনেকদিন ধরেই সেই রাসকেলটা তাদের বাড়ীতে যাতায়াত করে। সেই কারণে ঐ মেয়েটার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, হৃদ্যতাও বেঁড়েছে, এবং উভয়েই উভয়কে ভালও-বেসে ফেলেছে।

মাধবী। বল কি!

ব্রজ। এবং ননসেন্সটা সেই মেয়েটাকে বিয়ে করবে বলে কথাও দিয়েছে।

মাধবী। ও—ঘটনা এতদূর গড়িয়ে গেছে! তাহলে তো আমার বলার কিছু থাকলেও বলতে পারবো না, বলা উচিতও হবে না।

ব্রজ। তুমি কিছু বলতে না পারলেও আমার বলার আছে। আমি সেই ইডিয়েটটার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবো। তাকে চাবুক মারবো।

মাধবী। বাবা—

ব্রজ। ননসেন্সটা আমাকে আগে এসব কথা জানালো না কেন? তাহলে তো আমি মুখুজ্জেমশাইকে কথা দিতাম না। এখন আমি কি করে তার সামনে মুখ দেখাবো—কি করে? কি করে বলবো, তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হবে না?

মাধবী। কি করবে বাবা? উপায় যখন নেই—

ব্রজ। ওঃ শিবু, তোর জন্যে আজ আমাকে কথার খেলাপ করতে হবে? মুখুজ্জেমশাইয়ের কাছে জমিদার ব্রজরাজ লাহিড়ীর মাথা নীচু করতে হবে? নো মারসি—নো মারসি, আমি এখুনি তাকে—

মাধবী। বাবা—বাবা, তুমি বড্ড রেগে গেছো, তোমার গা হাত পা কাঁপছে।

ব্রজ। ভাবতে পারছি না মা—ভাবতে পারছি না। আমার মাথাটা ঘুরছে, অসংখ্য দুষ্ট কীট আমার মাথাটা কুরে কুরে খাচ্ছে। নাউ হোয়াট

আই অ্যাম টু ডু—হোয়াট আই অ্যাম টু ডু? ওরে কে আছিস, আমার শঙ্কর মাছের চাবুক—আমার চাবুক—

মাধবী। বাবা—

ব্রজ। হুইপ করবো, শিবুকে আমি হুইপ করবো!

[ প্রস্থান

মাধবী। বাবা তুমি শান্ত হও—তুমি শান্ত হও। প্রমীলা—বংশী ভাই—রামচরণ, বাবাকে ধর—বাবাকে ধর। তাইতো এখন আমি কি করি? কেমন করে বাবাকে শান্ত করি?

বংশীর প্রবেশ।

বংশী। বড়দি—বড়দি, শিগ্‌গির এসো। কত্তাবাবু চৌকাঠে হুচুট পড়ি গিই অজ্ঞান হুই গেছেন।

মাধবী। সে কি! চল—চল, তুমি ছুটে গিয়ে আগে একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।

[ উভয়ে প্রস্থান

## ত্রয়োদশ দৃশ্য

দেবেন্দ্র রায়ের বাড়ী

**বীরেন্দ্র ও সমরের প্রবেশ।**

সমর। আহা-হা কি হল তোর, হঠাৎ আমাকে দেখে এত ক্ষেপে গেলি কেন?

বীরেন। ক্ষেপে গেলাম কেন? ন্যাকামী হচ্ছে? কিছু জাননা কিছু শোননি?

সমর। কি বলতে চাইছিস তুই? ও হো, বুঝেছি—বুঝেছি। আজ দুমাস হল সুরেন বাড়ীতে ফিরে এসেছে এইতো? কেন জানবোনা, কেন শুনবোনা? দেশে ফিরেই এই দুদিনের মধ্যে আমি সব কথা জানতে পেরেছি।

বীরেন। তবে আর কি, আমি ধন্য হয়ে গেছি। এখন তোমাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করি।

সমর। নো প্রোব্লেম মাথা ঠাণ্ডা কর—মাথা ঠাণ্ডা কর। ভেবে দেখ সুরেন ফিরে এলেও তোর কি ক্ষতি হয়েছে। শুনলাম সেতো তার দাদামশায়ের জমিদারী পেয়েছে এবং আজই তোর বাবা তাকে নিয়ে লালতায় চলে যাচ্ছে। অতএব এবার তুই নিশ্চিন্ত মনে তোর বাবার সম্পত্তি একাই ভোগ করতে পারবি।

বীরেন। বাঃ জলের মত বুঝিয়ে দিলে, আমিও সব সম্পত্তি হাতে

পেয়ে গেলাম। কিন্তু জাননা বোধ হয়, অনেকদিন আগেই বাবা তাঁর সমস্ত' সম্পত্তি দুই ভাগে ভাগ করে আমার আর দাদার নামে উইল করে দিয়েছেন।

সমর। সে কি, না-না এটা মেসোমশাই তোর উপর অবিচার করছেন। অতবড় জমিদারীটা যে পেয়েছে তাকে আর এখানকার সম্পত্তির ভাগ দেওয়ার কোন মানে হয় না।

বীরেন। মানে হোক না হোক, আমার সব আশাই তো বানচাল হয়ে গেল।

সমর। নো প্রোব্লেম। উইল তো যখন তখন চেঞ্জ করা যায়। আমি তোর হয়ে মেসোমশাইকে এমন বুঝিয়ে বলবো যে -

বীরেন। থাক—থাক, আমার জন্য তুমি তো অনেক কিছুই করেছো। আর দালালী করতে হবেনা।

সমর। কি বল্লি তুই ?

বীরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলেছি, তোমাকে আমার চিনতে বাকী নেই। আর তোমার ফাঁদে আমি পা দেবনা।

সুরেন। বটে—

বীরেন। তুমিই না বলেছিলে দাদাকে বাঈজীর বাড়ীতে পাঠিয়েছো, তাঁকে মাতাল তৈরী করে বাঈজীর মোহে ভুলিয়ে রেখেছো, এখানে যাতে কোনদিন ফিরে আসতে না পারে তারও ব্যবস্থা করেছো।

সমর। হ্যাঁ বলেছিলাম বটে।

বীরেন। তাহলে সে এলো কি করে ? আমাকে মিথ্যে কথা বলে বলে, ধাপ্পা দিয়ে দিয়ে কত টাকাই না তুমি নিয়েছো।

সমর। হ্যাঁ নিয়েছি। মানুষ মাত্রই সুযোগ খোঁজে, সুযোগের সদ্

ব্যবহার করে, আমিও তাই করেছি। এতে আমার দোষ কোথায় ? আর সত্যি কথা বলতে কি, সুরেন যতদিন না ফিরে আসতো ততদিন আমি এই ভাবেই টাকা নিতাম।

বীরেন। মিথ্যেবাদী—জোচ্চোর—ধাপ্পাবাজ—

সমর। রাইট—রাইট, আমি মিথ্যেবাদী—জোচ্চোর—ধাপ্পাবাজ অবিশ্বাস করি না, কিন্তু তুই কি ? পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভাইকে শত্রু বলে মনে করে, তাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে ফাঁকি দিয়ে নিজেই সব কিছু ভোগ করার ষড়যন্ত্র করে—সে কোথাকার কোন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির ?

বীরেন। গেট আউট—আই সে গেট আউট।

সমর। যাচ্ছি—যাচ্ছি, অত চ্যাচাচ্ছিস কেন ? এখনি হয়তো তোর মা-বাবা ছুটে আসবেন, চেঁচামেচির কারণ জিজ্ঞাসা করবেন, তখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে।

বীরেন। সমরদা—

সমর। নো প্রোব্লেম—এখানকার মধু যখন ফুরিয়েই গেছে তখন আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। যেথানে মধু আছে সেথানেই ছুটবো, গুডবাঈ।

প্রস্থান

বীরেন। শয়তান, কি বলবো আমি নিজেই যে ভুল করেছি। নইলে এখুনি ওকে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দিতাম।

**দেবেন্দ্রবাবুর প্রবেশ।**

দেবেন্দ্র। কইগো, কোথায় গেলে। মালপত্তর সব ঘোড়ার গাড়ীতে তোলা হয়ে গেছে ? এখুনি আমাদের রওনা দিতে হবে। এসময় তুমি—

বীরেন। মা বোধ হয় এখনও ঠাকুর ঘরে আছে বাবা।

দেবেন্দ্র। দেখ দেখি কি কাণ্ড, এখনও যে ঠাকুর ঘরে কি করছে। আর স্থরেনকেই বা দেখতে পাচ্ছিনা কেন ?

**সাধনা দেবীর প্রবেশ।**

সাধনা। ওগো, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে - সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে !

দেবেন্দ্র। কি আবার সর্ব্বনাশ হল ?

সাধনা। স্থরেনের নামের উইলখানা খুঁজে পাচ্ছিনা।

দেবেন্দ্র। সে কি !

সাধনা। হ্যাঁ, সেদিন স্থরেনের আর বীরেনের হুখানা উইলই আমি আমার বাকসে রেখেছিলাম, কিন্তু আজ বাক্স খুলে দেখলাম শুধু বীরেনের উইলখানাই আছে, স্থরেনের খানা নেই ?

দেবেন্দ্র। বাক্সে তালা ছিল না।

সাধনা। না।

বীরেন। মা তুমি অন্যান্য বাক্সগুলোও একটু খুঁজে পেতে দেখো। যদি ভুল করে অন্য বাক্সে—

সাধনা। না—না, আমার এত ভুলো মন নয়। দিব্যি মনে আছে, আমি একই জায়গায় হুখানা উইল রেখেছিলাম।

দেবেন্দ্র। তাহলে তার মধ্যে থেকে একখানা যাবে কোথায় ?

সাধনা। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কি হবে এখন, স্থরেনকে যদি তার উইলখানা দিতে না পারি তাহলে সে আমাকে কি মনে করবে বলতো ?

স্মরেনের প্রবেশ।

সুরেন। কিছু মনে করবেনা মা—কিছু মনে করবে না।

দেবেন্দ্র।
সাধনা। } সুরেন!

সুরেন। উইল তুমি ঠিক জায়গাতেই রেখেছিলে মা, কিন্তু সেখানা চুরি হয়ে গেছে।

বীরেন।
দেবেন্দ্র। } চুরি হয়ে গেছে!

সুরেন। হ্যাঁ, আজ থেকে তিমদিন আগে চুরি হয়ে গেছে এবং সেটা আমিই চুরি করে নিয়েছি।

দেবেন্দ্র। হাউ ইট ইজ পসিবল! তোমার জিনিস তুমি চুরি করেছো!

সুরেন। হ্যাঁ বাবা।

সাধনা। বাজে কথা বকবি না সুরেন।

সুরেন। বাজে কথা নয় মা, সত্যি কথাই বলছি। ঐ উইলখানা একটু ভুল ছিল কিনা তাই—

দেবেন্দ্র। কি বলছো তুমি! আমি উইল করে দিয়েছি ভুল!

সুরেন। না ঠিক ভুলও নয়, আমি বলতে চাইছি আমি তো দাদা-মশায়ের অতবড় জমিদারী পেয়েছি, আর আমার সম্পত্তি দিয়ে কি হবে? আপনার সম্পত্তি বীরেনকেই সম্পূর্ণটা লিখে দিলে আমার খুব আনন্দ হত বাবা।

দেবেন্দ্র। তা হয়ত হত। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির উপর সব সন্তানেরই সমান দাবী থাকে।, সেই জন্যেই আমি সব দিক বিবেচনা করে আমার যা কর্তব্য তাই করেছি।

সাধনা। আর তোর বাবার সঙ্গে আমিও এ বিষয়ে একমত ছিলাম বাবা।

সুরেন। তা জানি মা। তাইতো আমি উইলখানা চুরি করে নিয়ে গিয়ে এটর্নীকে দিয়ে আমার ভাগের সম্পত্তিটা আমি নিজেই বীরেনের নামে উইল করে দিয়েছি।

দেবেন্দ্র।<br>বীরেন। } সে কি!

সুরেন। এই সেই উইল। [ উইল দেখায় ] আর এই দানপত্র।

সাধনা। এ তুই কি করেছিস সুরেন?

সুরেন। ঠিকই তো করেছি মা। তোমরা যখন তোমাদের কর্তব্য করেছো, তেমনি বীরেনও তো আমার ছোট ভাই, তার প্রতি আমারও তো কর্তব্য আছে। আমি তো সেই কর্তব্য করেছি। বীরেন এটা ধর।

[ উইল দিতে যায় ]

বীরেন। না-না দাদা তা হয় না। ও উইল আমি নেবনা, নিতে পারবো না।

সুরেন। কেন নিতে পারবি না? আমার ভাগের সম্পত্তি আমি তোকে দিচ্ছি, এতে কেউ কোন আপত্তি করতে পারবে না। নে ধর।

[ উইল হাতে গুঁজে দেয় ]

দেবেন্দ্র। সুরেন মাই বয়, আই অ্যাম টু প্লিজড-টু গ্ল্যাড। আমি মুগ্ধ, আমি আনন্দিত, আমি গর্বিত।

সাধনা। দেখ-দেখ হতভাগা, কাকে তুই শত্রু বলে মনে করতিস, সৎ ভাই বলে ভাবতিস। এখন বিচার করে দেখ আমার সুরেন তোর কত আপন। আর তোকে কতখানিই না ভালোবাসে।

বীরেন। দাদা ভুল বুঝে তোমার উপর অনেক অন্যায় ব্যবহার করেছি। আমি পাপী, আমি অপরাধী। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও দাদা—তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।

[ চোখের জল মুছতে মুছতে দ্রুত প্রস্থান

সুরেন। হুঁ পাগল কোথাকার।

সাধনা। সুরেন ( চোখে জল )।

সুরেন। একি মা তোমার চোখে জল, তুমি কাঁদছো?

সাধনা। দুঃখে নয় বাবা আনন্দে। আনন্দে আমার চোখে জল এসেছে। এতদিনে মনে হচ্ছে বীরেন বুঝি সত্যি সত্যি জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

দেবেন্দ্র। সুরেন এখুনি আমাদের রওনা দিতে হবে। আর দেরী করা ঠিক নয় বাবা, তাহলে ট্রেন ফেল হয়ে যাবে।

সুরেন। মা আমি তাহলে আসি।

[ প্রণাম করে ]

সাধনা। কল্যাণ হোক। এই ঠাকুরের ফুলটা পকেটে রেখে দে বাবা। [ আঁচল থেকে ফুল দেয়, বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে দাঁতে কেটে মাথায় থুথু দেয় ] গিয়েই চিঠি দিস। আমি কিন্তু তোর চিঠির আশায় পথের দিকে চেয়ে থাকবো।

সুরেন। আচ্ছা। [ দেবেন বাবুকে প্রণাম করে ]

দেবেন্দ্র। সুরেন তুমি ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়ে বস, আমি এক্ষুনি আসছি।

সুরেন। মা তুমি যেন আমার জন্যে কান্নাকাটি করবে না। আমি যদি কোনদিন শুনতে পাই বা জানতে পারি তুমি কান্নাকাটি করেছো তাহলে কিন্তু লালতায় গিয়ে আমি শান্তি পাব না মা, একদম শান্তি পাব না। [ প্রস্থান

সাধনা। দুর্গা—দুর্গা; ওগো শুনছো সুরেনের ব্যাথাটা এখনও কিন্তু মাঝে মাঝে হয়। তুমি ওখানে গিয়ে ওকে ভাল ডাক্তার দিয়ে দেখিও।

দেবেন্দ্র। সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমরা এখানে সব সাবধানে থেকো কেমন। আর যে কথাটা বলেছিলে সেটা মনে আছে তো?

সাধনা। কোন কথা?

দেবেন্দ্র। আরে ঐ যে তোমার বাপের বাড়ীর দেশের সেই শান্তি নামে যে মেয়েটা—

সাধনা। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথা ভুলি? তুমি নিশ্চিন্ত মনে ওকে নিয়ে যাও। আমি কিছুদিনের মধ্যে বাপের বাড়ীতে গিয়ে মেয়ের বাপের সঙ্গে পাকা কথা বলে লালতায় গিয়ে উপস্থিত হব। সুরেনের বিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বীরেনের বিয়ে দিয়ে তারপর—

দেবেন্দ্র। একেবারে নিশ্চিন্ত মনে আমরা বুড়ো বুড়িতে কাশীবাসী হব, কি বল এ্যাঁ?

উভয়ে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দেবেন্দ্র। তাহলে আসি কেমন? দুর্গা—দুর্গা। [ প্রস্থান

সাধনা। দুর্গা—দুর্গা। [ প্রস্থান

# চতুর্দশ দৃশ্য

## ব্রজরাজ বাবুর বাড়ী

**বিবাহিতা মমতা ও মানবের প্রবেশ।**

মানব। না—না এইভাবে চুপ করে থেকে সব কিছু হজম করলে চলবেনা মমতা। আমি তোকে যেসব কথা শিখিয়ে দিয়েছি সবই কি ভুলে গেছিস ?

মমতা। না—না কিছুই ভুলিনি, কিন্তু কি করব বল। দু বছর হল আমি এ বাড়ীর বৌ হয়ে এসেছি। এসেই দেখছি ঐ বড়দিই যেন এ বাড়ীর সর্বময়ী কর্ত্রী। আমি যেন একটা কাঠের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার যেন কোন কিছুতেই অধিকার নেই।

মানব। অধিকার নেই তোর স্বামীই এখন এ বাড়ীর কর্ত্তা, জমিদার। তার সব কিছুতেই তোর অধিকার। তুই কেন মাধবীর আধিপত্য সহ্য করবি ?

মমতা। কি করবো তোমার ভগ্নিপতি যে ওকে খুব ভালোবাসে। সে যদি—

মানব। আরে দূর দূর, ওটা কোন ফ্যাক্টারই নয়। শোন শিবুর সামনে মাধবীর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবি, যাতে শিবু বুঝতেও না পারে তুই মাধবীকে সহ্য করতে পারছিস না। আর যদি বুঝতেও পারে তাহলে সে তোকে একটু বকাবকি করবে এইতো ? তাতে কি হয়েছে ?

একটু বকাবকির ভয়ে যদি তুই শক্ত না হোস তা হলে ঐ মাধবী তোকে আরও পেয়ে বসবে, একেবারে পায়ের তলায় পিষে রাখবে।

মমতা। না—না তা হবেনা, বড়দিদি করে করে ভয়ে সবাই তাকে মাথায় তুলে রেখেছে বলে আমিও তাকে মাথায় তুলে রাখবো? না কখনই না। স্বামীর চোখ রাঙানি আমি হাসিমুখে সহ্য করব কিন্তু তার প্রাধান্য আমি কিছুতেই সইবোনা।

মানব। গুড, এইতো চাই। তুই জানিসনা মাধবী কি ডেনজারাস মেয়ে। শিবু আমার বন্ধু, সেই জন্যে এ বাড়ীতে যাতায়াত করতাম বলে সে আমাকেও একদিন অপমান করেছিল।

মমতা। সে কি!

মানব। এমনকি আমাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে নিষেধ করেছিল। তাইতো তোর বিয়ের আগে আমি এ বাড়ীতে যাতায়াত করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর এখনও যে মাঝে মাঝে তোকে দেখতে আসি তাও সে সহ্য করতে পারেনা।

মমতা। বটে—এতদূর! ঠিক আছে, এতদিন আমি মুখ বুঁজে অনেক সয়ে আছি। এবার দেখবে আমার কি রূপ।

**বংশীর প্রবেশ।**

বংশী। বৌদিমণি—বৌদিমণি, জল খাবার খেতি এসো। বড়দিদি তোমারে ডাকতিছি। আরে মানব দাদাবাবু যে, কখন এলে?

মানব। এই সবে আসছি।

বংশী। ভাল ভাল, একটু বস আমি তোমার জল খাবার নে আসতিছি।

মানব। না—না আমার জল খাবার আনতে হবে না, আমি এখুনি চলে যাব।

বংশী। সিকি কথা? কুটুম বাড়ীতে এসি শুধু মুখে চলি যাবে কি? বড়দিদি শুনলি যে খুব দুঃখ পাবে।

মানব। বড়দিদি দুঃখ পাবে?

বংশী। দুঃখ পাবে না? ও বৌদিমণি, তুমি দাঁইড়ে রইলে কেন? চল, বড়দিদি তোমার জন্যি বসি আছে।

মমতা। তাকে খেয়ে নিতে বলগে যাও। আমার জন্যে আর তাকে বসে থাকতে হবেনা।

বংশী। কি বলছো গো বৌদিমনি? তুমি কি জাননা সক্কলকে না খাইয়ে সে কিছু মুখি দেয়না?

মমতা। এবার থেকে তাকে আগে থেকেই খেয়ে নিতে বল। তার ওসব আদিখ্যেতা আমি পছন্দ করিনা।

বংশী। এভাবে তুমি কথা বলছো কেন বৌদিমণি? বড়দিদি যে তোমারে কত ভালবাসে—

মমতা। ভালবাসে, ফুঃ—ছাই ভালবাসে।

মানব। ওসব ভালবাসা নয় বংশীবদন—ভালবাসা নয়, ভালবাসার অভিনয়। আসলে তোমার বড়দিদি একটি ধড়িবাজ মেয়েছেলে।

বংশী। ই তুমি কি কথা বলতিছো মানবদাদা? তুমিও কি আমার বড়দিদিরে চিননি? জাননি? সি কত ভাল মেয়ে?

মানব। জানি ভাল করেই জানি। আর জানি বলেই বলছি এখন থেকে তোমরা অত বড়দিদি ঘেঁষা না হয়ে এই বৌদিমণির কথাবার্তা শুনে

চলো বুঝলে? মমতা পথ হারিয়ে ফেলিসনা যেন, আমি এখন চলি।

[ প্রস্থান

বংশী। বাঃ বাঃ কি চমৎকার কথা। যে মানব দাদাবাবু এলি বড়দিদি কত খাতির-যত্ন করিছে, নিজি হাতে জল খাবার তৈরী করি খাইয়েছে, সেই মানবদাদা আজ বড়দিদির নামে এই সব যাতা কথা বলি গেলো।

মমতা। যাতা কথা নয়। যা সত্যি, দাদা তাই বলে গেল।

বংশী। বৌদিমণি, যে বড়দিদি তোমারে কত যত্ন আত্তি করে, তোমারে সংসারের ঝামেলা থেকি দূরে সরিয়ে রাখে, তোমার কখন কি দরকার হাতের কাছে আগায়ে দেয় সেই তুমিও তারে ভুল বুঝতিছো?

মমতা। না ভুল আমি বুঝিনি, আমি যা বুঝেছি ঠিকই বুঝেছি। এতে তোমার এত মুখ ফেটে যাচ্ছে কেন? তুমি যেমন চাকর চাকরের মতই থাকনা।

মাধবীর প্রবেশ।

বংশী। আমি চাকর!

মাধবী। ছিঃ ছিঃ, এ তুমি কি বল্লে বৌদি! এইভাবে বংশীভায়ের মনে আঘাত দিলে?

মমতা। চাকরকে চাকর বলেছি, এতে আঘাত দেওয়া কিসে হল শুনি?

মাধবী। ছোট থেকে বংশী ভাই এ বাড়ীতে আছে, এবাড়ীর কেউ আজ পর্যন্ত ওকে চোখও রাঙায়নি, চাকর বলেও ভাবেনি।

মমতা। কেউ ভাবেনি বলে আমিও যে ভাববোনা তার কোন মানে নেই।

মাধবী। বৌদি!

বংশী। ঠিকইতো—ঠিকইতো, চাকরকে চাকর বলি ভাববে না তো কি বলি ভাববে? এতদিন ধরি এ বাড়ীর সকলের ভালোবাসা পেই পেই আমি যে চাকর একথাটা ভুলিই গিইছিলাম। বৌদিমণি, আজ তুমি আমারি ঠিক সময় মত মনে কইরে দিলে। আমি চাকর, সত্যি কথা বলা আমার পাপ।

মাধবী। বংশী ভাই—

বংশী। না-না বড়দিদি, এতে আমার কোন দুঃখু নেই। দুখু হচ্ছে শুধু তোমার জন্যি। তুমি এত ভাল হলি কেন? বেঁচি আছো কেন? তোমার সোয়ামী মরিছে, তোমার বাপ মরিছে, এবার তুমি মর—তুমি মর। তাহলিই আমার সব দুঃখ শোধ হই যাবে। তুমি মর-মর-মর।

[ প্রস্থান

মমতা। হুঁ যতসব।

মাধবী। কি হয়েছে বৌদি? বংশী ভাই এসব কথা বলে গেল কেন? তুমিই বা ওর উপর রেগে গেলে কেন?

মমতা। রাগটা শুধু ওর উপরেই নয়, তোমার উপরেও আছে।

মাধবী। বৌদি!

মমতা। আমি কি এবাড়ীর কেউ নই? আমার কি কোন কিছুতেই অধিকার নেই?

মাধবী। এ বাড়ীর একমাত্র বৌ তুমি তোমার অধিকারতো সকলের চেয়ে বেশী!

মমতা। কিন্তু আসা অবধিই তো দেখছি তুমিই এখানকার সর্বে সর্বা। জুতো সেলাই থেকে শুরু করে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই তোমার ইঙ্গিতে চলছে।

মাধবী। ভুল বুঝোনা বৌদি। এ বাড়ীতে কখন কার যে কি দরকার হয়, কাকে দিয়ে কি কাজ করতে হবে তাতো তুমি জাননা। তাছাড়া তুমি আমার বৌদি, বড় আদরের—বড ভালবাসার জন। আর সম্পর্কে তুমি বড় হলেও বয়সে তো আমার চেয়ে ছোট। এই সব ঝামেলা পোয়াতে কষ্ট হবে বলেই আমাকে সব কিছু দেখাশুনা করতে হয়।

মমতা। দেখ আমি কচি খুকি নই। এসব ধামা চাপা দেওয়া কথা আমি ভাল ভাবেই বুঝি—বুঝলে?

মাধবী। তাহলে কি তুমি বলতে চাও আমি—

মমতা। জোর করেই তুমি সব কিছু আকড়ে রেখে দেখাতে চাও তুমি এই সংসারের সব কিছু। ইচ্ছে করেই তুমি আমাকে মাঝে মাঝে অপমান কর।

মাধবী। আমি তোমাকে অপমান করি! একথা তুমি বলতে পারলে?

মমতা। কেন পারবোনা? ধোপা কাপড় নিতে আসলে তুমি আগে এগিয়ে যাও, কি বাজার হবে আমি সরকার মশাইকে বলতেই আগেই তুমি ফর্দ ধরিয়ে দাও, ঝি-চাকরগুলো ঠিক মত কাজ করছে কি না করছে আমি দেখতে গেলেই তুমি আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দাও। এসবের মানে কি আমি বুঝিনা ভেবেছো?

মাধবী। তুমি যা বলছো সব সত্যি বৌদি, কিন্তু যা বুঝেছো সব ভুল। আমি তোমাকে ছোট করার জন্যে কিছু করিনা।

মমতা। এই তো আজ সকালে আমি ভিখিরীগুলোকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলাম। তুমি ছুটে গিয়ে বংশীর হাতে একগাদা পয়সা গুঁজে দিয়ে বল্লে পয়সাগুলো ওদের ভাগ করে দিয়ে দাও। এটাও কি আমাকে অপমান করার জন্য করনি ?

মাধবী। না। এ বাড়ীতে ভিখারী এলে কোনদিন খালি হাতে ফিরে যায়নি বৌদি, তাই আমি ঐ কাজ করেছি। কিন্তু এতে যে তোমার অপমান হতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি।

মমতা। হ্যাঁ হ্যাঁ ভেবে চিন্তেই একাজ করেছো।

মাধবী। বেশ তাহলে আমি অন্যায় স্বীকার করছি।

মমতা। শোন, আমি পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি, আমার শ্বশুরের আমল থেকে হয়েছে আজ থেকে তা বন্ধ করতে হবে। আমি এ বাড়ীর বৌ, এ সংসার আমার, অতএব এখন থেকে আমি যা বলবো তাই হবে। আমার কথা মতই সব চলবে।

মাধবী। তুমি আমাকে বাঁচালে বৌদি—তুমি আমাকে বাঁচালে। তুমি কত ভাল—কত ভাল. কিন্তু এই কথাটা যদি আগে বলতে তাহলে তো আজ এত কথার সৃষ্টি হতনা।

এই নাও বৌদি—এই নাও। সিন্দুকের চাবি। এ শুধু সিন্দুকের চাবি নয়, সংসারের চাবি। যে চাবি বাবা একদিন ভালোবেসে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেই চাবি আজ আমি ভালোবেসে এ বংশের লক্ষ্মী তুমি তোমার হাতে তুলে দিলাম।

[ চাবি দেয় ]

মমতা। দাও—

মাধবী। আর আমার উপর তোমার কোন রাগ নেই তো? কোন অভিমান নেই তো? এতদিন তোমাকে তোমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে যে অপরাধ করেছিলাম তুমি তা মাপ করে দিয়েছো তো? বল বৌদি বল।

মমতা। যাক ওসব কথা, আমার মনে আর কোন রাগ নেই। সংসার দায়িত্ব হাতে নিয়েছি বলে এখানে তোমার থাকা, খাওয়া, পরার কোন কষ্টই হবে না।

মাধবী। তা হবে কেন, তুমি আমার বৌদি। তুমি থাকতে কি আমার কোন কষ্ট হতে পারে? একটা কথা বৌদি, দাদাকে বল তুমি সংসারের দায়িত্ব নিতে চাওনি, আমিই স্বেচ্ছায় সব দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তোমার সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছে এসব কথা যেন সে একটুও জানতে না পারে।

মমতা। বড়দি—

মাধবী। আমি চাইনা আমাকে কেন্দ্র করে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হোক। তোমরা শান্তিতে থাক, হাসিমুখে সংসার কর, ভগবানের কাছে এই আমার একমাত্র কামনা।

মমতা। কিন্তু বংশী যদি—

মাধবী। আমি বারণ করে দিলে সে একটা কথাও বলবে না। একেবারে বোবা হয়ে যাবে।

মমতা। ঠিক আছে, তাই হবে। এখন আমি জলখাবার খেতে যাই কেমন? [ স্বগত ] হুঁ, রাম-রাজত্বের শেষ।

প্রস্থান

মাধবী। বৌদি তুমি আমাকে চিনলে না, জানলে না, তাই আঘাকে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিলে। না—না আমি ভুল বলেছি, সংসারে সব মেয়েরা যা চায় বৌদি তো তাই করেছে। এতেতো তার কোন দোষ নেই। বাবা আমার দুঃখ ভুলতে ভালোবেসে সম্রাজ্ঞীর আসনে বসিয়েছিলেন বলে যে এ বাড়ীর বৌ হয়ে এসেছে, এ বাড়ীতে যার সবচেয়ে বেশী অধিকার হওয়া উচিৎ, সে কেন তার ন্যায্য আসন ছাড়বে? বৌদি তুমি আমাকে উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়েছো। বুঝিয়ে দিয়েছো বাপের বাড়ীতে বিবাহিত মেয়েদের চেয়ে বৌদের দাম, দাবী, অধিকার অনেক বেশী—অনেক বেশী।

[ কান্নায় ভেঙে পড়ে

## শিবচন্দ্রের প্রবেশ।

শিব। মাধবী—মাধবী, এই যে মাধবী—

মাধবী। [ মাধবী চোখের জল গোপনের চেষ্টা করিয়া ] দাদা তুমি এসে গেছো? চল—চল জল খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

[ প্রস্থানোদ্যত

শিব। দাঁড়া, তোর চোখে জল, কাঁদছিলি বুঝি?

মাধবী। ধেৎ, কাঁদবো কেন? কি জানো দাদা ইয়ে—মানে সকালি বেলায় কি যেন উড়ে এসে চোখে পড়েছিল, সেই থেকে সমানেই জল কাটছে। আর তুমি কিনা মনে করেছো আমি—

শিব। সাধে কি মনে করি রে, তোর চোখে জল দেখলে আমারও যে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

মাধবী। দাদা—

শিব। হ্যাঁ এক কাজ করতো, চট করে আমাকে দুশো টাকা এনে দেতো। এখুনি সরকার মশায়কে এক জায়গায় পাঠাতে হবে।

মাধবী। টাকা, টাকা তুমি বৌদির কাছ থেকে চেয়ে নাওগে দাদা।

শিব। তার কাছ থেকে চেয়ে নেব মানে!

মাধবী। মানে সিন্দুকের চাবি আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি।

শিব। তাকে চাবি দিয়ে দিয়েছিস! কেন?

মাধবী। কেন আবার কি? এ ঘরের বৌ সে, তার আঁচলে চাবি না থেকে আমার আঁচলে থাকলে ভাল দেখায় নাকি?

শিব। মাধবী—

মাধবী। শুধু চাবিই নয় দাদা এ সংসারের দায়িত্বও তাকে দিয়ে দিয়েছি।

শিব। কি বলছিস তুই? তোর কথাতো ঠিক—

মাধবী। এতদিন তো আমি এ সংসারের বোঝা বইলাম, আর কেন এবার যার সংসার তাকে বুঝিয়ে দিয়ে একটু হাল্কা হলাম।

শিব। সত্যি বলছিস?

মাধবী। হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি, তাছাড়া আরও একটা কারণ আছে।

শিব। কি কারণ?

মাধবী। দাদা আমি শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাবো।

শিব। সে কি! শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাবি কেন?

মাধবী। বারে সারা জীবনই কি বাপের বাড়ী কাটাব নাকি?

শিব। কেন কাটাবিনা? এখানে থাকতে কি তোর কোন কষ্ট হচ্ছে?

মাধবী। ওমা, কষ্ট হবে কেন?

শিব। তবে তুই চলে যাবি কেন? সেখানে তো তোর কেউ নেই।

মাধবী। ভাবছি কাশী থেকে ঠাকুরঝির ছেলে সন্তোষকে আনিয়ে নিয়ে তাকেই ছেলের মত করে মানুষ করে জীবন কাটিয়ে দেবো।

শিব। আঃ বুঝতে পারছিস না সেখানে তোর খুব কষ্ট হবে।

মাধবী। কেন! কষ্ট হবে কেন? শ্বশুর ঠাকুরের- বাড়ীখানা তো আছে, দু দশ বিঘে জমি জমাতো—তাতেই একটা বিধবার জীবন ভালো-ভাবে কেটে যাবে দাদা।

শিব। মাধবী—মাধবী সত্যি করে বল কি হয়েছে তোর? কেন তুই সেখানে যাবার জন্য এত জিদ ধরেছিস? আমি কি কোনদিন কিছু বলেছি? কোন বকাবকি করেছি?

মাধবী। ছিঃ ছিঃ এ তুমি কি বলছো দাদা!

শিব। তবে কি তোর বৌদির সঙ্গে কিছু—

মাধবী। তুমি কি পাগল হয়েছো দাদা? বৌদির সঙ্গে মন-মালিন্য হবে আমার? সে যে আমাকে কত ভালোবাসে—

শিব। তাহলে তোর কোন মতেই যাওয়া হবে না।

মাধবী। যেতে আমাকে হবেই দাদা।

শিব। মাধবী—

মাধবী। জানো—জানো দাদা, আমি মানে—ইয়ে—হ্যাঁ, কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি আমার স্বামী আমাকে বলছেন মাধবী তুমি গোল গাঁয়ে ফিরে এসো। তোমার শ্বশুরের ভিটেতে অনেকদিন প্রদীপ জলেনা, তুমি এসে প্রদীপ জ্বালাও। তাই—

শিব। তাই তুই যেতে চাস? তবে যা, আর আমার বাধা দেবার কোন পথ নেই, কোন যুক্তি নেই। কবে যেতে চাস?

মাধবী। কাল—বুধবার, ভালো দিন।

শিব। বেশ তাই হবে। আমি তোর যাওয়ার সব ব্যবস্থাই করে দেব। কথা দে আবার আসবিতো ?

মাধবী। আসবো বৈকি, নিশ্চয়ই আসবো। তোমার ছেলেমেয়ে হলে তাদের বিয়ে পৈতেতে নেমন্তন্ন করলে, আমি নিশ্চয়ই আসবো।

শিব। মাধবী !

মাধবী। একটা কথা দাদা, বাবা বেঁচে থাকতে সোমরাপুরে প্রমীলার বিয়ের পাকা কথা বলে গিয়েছিলেন। তুমি তার সেই কথাটা পূরণ করো, ঘটা করে প্রমীলার বিয়ে দিও।

শিব। মাধবী, বোনটি আমার।

[ কাঁদিয়া ফেলিল

মাধবী। কেঁদনা দাদা—কেঁদনা, এই দেখনা এই দেখ, আমি কেমন ধৈর্য ধরে আছি। আমি কেমন হাসছি—কেমন হাসছি—কেমন হাসছি। [ হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে ] [ প্রস্থান

শিব। মাধবী চলে যাবে, এ বাড়ী থেকে চলে যাবে। যাবে বৈকি, নিশ্চয়ই যাবে। তবু আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দেখা দিচ্ছে কেন ? কেন মনে হচ্ছে এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে। মমতা—মমতা—

**মমতার প্রবেশ।**

মমতা। কি গো ডাকছো কেন ?

শিব। আচ্ছা মমতা, মাধবীর সঙ্গে তোমার কোন ঝগড়া ঝাটি হয়েছে নাকি ?

মমতা। ওমা, সে কি কথা ! বড়দির সঙ্গে ঝগড়া করবো আমি ?

যে ছোট বোনের মতো আমাকে ভালোবাসে। এই তো কিছুক্ষণ আগেই সে আমাকে জোর করে সংসারের দায়িত্ব আর সিন্দুকের চাবি দিল, জল খাবার তৈরী করে খাওয়ালো, আর তুমি বলছো—

শিব। ও তাহলে মাধবীর স্বপ্নের কথাই সত্যি ?

মমতা। হ্যাঁ গো কি হয়েছে ? হঠাৎ তুমি আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কেন ?

শিব। মাধবী কাল শ্বশুর বাড়ী চলে যাচ্ছে কিনা তাই—

মমতা। ওমা—সে কি গো, বড়দিদি চলে যাবে কিগো, একথা তো আমাকে একবারও বলেনি। তাহলে তো আমি সংসারের দায়িত্ব, সিন্দুকের চাবি কাঠি কিছুতেই নিতাম না। কি হবে, কি হবে ! বড়দি চলেগেলে এ সংসার কি করে চলবে ?

**বংশীর প্রবেশ।**

বংশী। ঠিক চলবি বৌদিমণি, ঠিক চলবি। রাজা বিনে যেমন রাজ্য এ্যাটকায় না, বড়দিদি বিনেও তেমনি সংসার এ্যাটকাবে না।

উভয়ে। বংশী !

বংশী। দাদাবাবু আমিও কাল চলি যাব।

শিব। সে কি তুমি চলে যাবে কেন ?

বংশী। না হলি আমার বড়দিরে দেখবে কে ? তার কাজ কম্ম করি দেবে কে ?

মমতা। ও ! তাহলে তুমি বড়দির সঙ্গেই যাবে ?

বংশী। হ্যাঁ বৌদিমনি।

শিবু। এতে আমার কোন আপত্তি নেই, বরং মাধবী যে কষ্ট পাবেনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

বংশী। তাহলি আমি জিনিস পত্তর সব গুছুতে থাকি? বৌদিমনি কোন চিন্তা করনি। সংসার তোমার ঠিক চলবে, তবে ঘোড়ার গাড়ীর মত টকা টক-টকা টক চলবেনা, গরুর গাড়ীর মত ঢিকিস ঢিকিস করে চলবে।

[ প্রস্থান

মমতা। না-না এ হবেনা, এ হবেনা। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি, বড়দিদির যাওয়া বন্ধ করা যায় কিনা।

[ প্রস্থান

শিব। ভুল ভুল, কিছুতেই তার যাওয়া বন্ধ করা যাবেনা। তার স্বামী যে তাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছে শ্বশুরের ভিটের প্রদীপ জ্বালাতে হবে। এর পরও কি সে এখানে থাকতে পারে? না-না পারেনা, পারেনা, পারেনা। এ কুল ভেঙ্গে তাকে আজ ও কূলে যেতেই হবে।

[ প্রস্থান

# পঞ্চদশ দৃশ্য

লালতা জমিদার বাড়ী

**সমর ও মথুর বাবুর প্রবেশ।**

মথুর। হাঃ হাঃ হাঃ, চালিয়ে যান সমরবাবু চালিয়ে যান। ভাগ্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে যখন লালতায় এসেছেন তখন আমার কথা মত কাজ চালিয়ে যান। এমন সুযোগ আর পাবেন না।

সমর। নো প্রব্লেম। আপনিও তো সুযোগ খুঁজছিলেন, সুযোগ পেয়েছেন। নইলে যে সুরেন জীবনে পান, বিড়ি, সিগারেট খেতনা আমি তাকে মদ খাওয়া শেখাই?

মথুর। হ্যাঁ একথা সত্যি। সত্যিই আপনার বাহাদুরী আছে।

সমর। আরে মশাই, বাহাদুরী করে করেই তো—আপনার মত বাহাদুরের সন্ধান পেয়ে হাত মিলিয়ে নিলাম।

মথুর। হাঃ হাঃ হাঃ, সত্যি ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। আমি এই লালতা ষ্টেটের নায়েব, বর্ত্তমানে জমিদার সুরেন বাবু আমার মনিব। আমি তো আর সরাসরি তাকে মদের গ্লাস এগিয়ে দিতে পারি না। তাই আপনার মত একজন মানুষের সন্ধান করছিলাম, আশ্চর্যভাবে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেল।

সমর। যোগাযোগ তো হবেই, আপনার-আমার উদ্দেশ্য যে এক।

মথুর। চালিয়ে যান, কাজ চালিয়ে যান। খরচ পত্তরের জন্য কোন

চিন্তা করবেন না। আমি আপনার পিছনে আছি। এইবার আপনাকে কিন্তু আর একটু উঠে পড়ে লাগতে হবে।

সমর। যথা—

মথুর। স্থরেন বাবুকে মদের সঙ্গে মেয়েছেলের নেশা ধরাতে হবে। যাতে সে প্রজাদের স্থখ দুঃখের কথা চিন্তা করার সময় না পান। জমিদারীর আয় ব্যয় দেখবে না, দিনরাত শুধু মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ে থাকবে বাগান বাড়ীতে।

সমর। তারপর—

মথুর। তারপর স্থরেন বাবুর দোহাই দিয়ে পুরোপুরি ভাবে চলবে আমার একচেটিয়া শাসন। শাসনের গুণে প্রজাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে অনেক—অনেক টাকা। দুর্ণাম হবে স্থরেন বাবুর, টাকা হবে—হাঃ হাঃ হাঃ।

সমর। হাঃ হাঃ হাঃ, দি আইডিয়া—দি আইডিয়া।

মথুর। ওকি স্থরেন বাবু আর তার স্ত্রী এদিকে আসছেনা? চলুন আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।

[ উভয়ের প্রস্থান

**আগে স্থরেন্দ্র পিছনে শান্তির প্রবেশ**

শান্তি। না-না এই অবেলায় আর তোমাকে বৈঠকখানা ঘরে যেতে হবে না।

স্থরেন। আহা তুমি বুঝতে পারছো না।

শান্তি। বুঝেছি-বুঝেছি, আমি সব বুঝেছি। তোমার বন্ধু বান্ধবরা

সেখানে বসে আছে, এখনি মজলিস বসবে, তুমি না গেলে সেই মজলিস ঠিকমত জমবে না এইতো ?

স্বরেন। শান্তি !

শান্তি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তুমি দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছো বলতো ? তুমি কি বুঝতে পারছোনা বৈঠকখানার ঐ মজলিসই তোমার কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বুঝতে পারছো না কোথায় তুমি হারিয়ে যাচ্ছো ?

স্বরেন। ভাল লাগেনা শান্তি, আমার কিছু ভাল লাগেনা। এই জমিদারী, কাছারী বাড়ী, টাকা পয়সা কিছু ভাল লাগেনা। ঐ সবই যেন চারিদিক থেকে আমাকে অক্টোপাশের মত বেঁধে ফেলতে চায়, আমি হাপিয়ে উঠি। তাইতো মাঝে মাঝে ঐ সব বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মনটাকে একটু হাল্কা করতে চাই।

শান্তি। একথা তুমি বলতে পারছো ? এই জন্যেই কি তোমার দাদামশাই তোমাকে জমিদারী দিয়ে গেছেন ? এই আসা ভরসা নিয়েই কি বাবা মা কাশীতে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাচ্ছেন ?

স্বরেন। বুঝতে পারছি শান্তি, তুমি যে কি বলতে চাইছো সব আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তবু কেন যেন আমার এমন প্রাণ কোথাও কিছুতেই বাঁধা পড়তে চায়না। মনে হয় বাঁধন হারা পাখীর মত—

শান্তি। আমি তোমার স্ত্রী, তোমারই মঙ্গলের জন্যে তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি ঐ সর্বনাশের পথ থেকে ফিরে এসো, ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে পড়ে ঐ সব বিষ আর খেওনা। এইভাবে তুমি হারিয়ে যেওনা গো-হারিয়ে যেওনা। [ পায়ে পড়ে ] দোহাই তোমার, ঐ সব সংসর্গ ছেড়ে দিয়ে জমিদারী দেখ, প্রজাদের সুখ দুঃখের দিকে চাও। ওদের ঘরে ঘরে যে আজ হাহাকার উঠেছে।

স্থরেন। সে কি! নায়েব মথুর বাবুতো আমাকে এসব কথা বলেন না?

শান্তি। বলবেন কি করে? তিনিই যে প্রজাদের উপর নির্যাতন করেন। তাদের দুঃখ দুর্দশার দিকে না তাকিয়ে জোর করে খাজনা আদায় করেন। যারা দিতে পারে না তাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া সবই তিনি করেন। আর এসব দুর্নামের বোঝা এসে পড়ছে তোমার মাথায়।

স্থরেন। বটে—এতদূর! তাহলে এসব কথা তারা আমাকে জানায় না কেন?

শান্তি। জানাবে কি করে? তুমি যে চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে মত্ত হয়ে থাকো। তাদের চোখে আজ তুমি অত্যাচারী, মাতাল জমিদার। তাই তারা ভয়ে তোমার কাছে অভিযোগ জানাতে আসেনা।

স্থরেন। এসব কথা তুমি জানলে কি করে?

শান্তি। বিশুর ঠাকুমা, নন্দর বাবা, এমন কি তোমার দাদুর আমলের সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী বৃন্দাবন কাকাও সব কিছু শুনে শুনে এসে আমাকে বলে তাই জেনেছি। এখন তোমার জমিদারী তুমি না দেখলে সব শেষ হয়ে যাবে।

স্থরেন। ঠিক আছে, আজই আমি নায়েব মথুর বাবুর কাছে এই অন্যায় অত্যাচারের জন্য জবাব চাইব, তারপর জমিদারীর সব কিছু আমি নিজেই দেখাশোনা করবো, প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখের খবর জানবো। আমার উপর তারা যে ভুল ধারণা করেছে সেই ভুল ভেঙ্গে দিয়ে—আঃ আঃ—

[ বুক ধরে ]

শান্তি। কি হল—কি হল?

স্বরেন। পেইন পেইন, এগেইন ছাট পেইন। তুমি তো শুনছো-আনোও সেই ব্যাথাটা, যে ব্যাথাটা পাঁচ বছর আগে কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ী চাপা পড়ে বুকে চোট লেগেছিলো, সেই ব্যাথাটা এখনও মাঝে মাঝে চাগাড় দিয়ে ওঠে।

শান্তি। চল-চল এখুনি বিছানায় গিয়ে—

স্বরেন। ব্যস্ত হয়োনা, জানই তো এ ব্যাথাটা হঠাৎ যেমন চিন-চিন করে ওঠে, আবার একটু পরেই আস্তে আস্তে কমে যায়।

শান্তি। এখানে তো অনেক ডাক্তার দেখালে, কিছুতেই কিছু হলনা। চলো কিছুদিনের জন্যে কলকাতা গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আসি।

স্বরেন। সেখানে যেতে আমার খুব ইচ্ছে করে। সেখানে আমার বড়দিদি আছেন, তার সঙ্গে দেখা হবে।

শান্তি। তোমার মুখে বড়দিদির কথা অনেক শুনেছি। আমারও তাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। তুমি তার সঙ্গে আমার দেখা করাবে তো? তিনি দেখা করতে আসবেন তো?

স্বরেন। নিশ্চয়ই আসবেন—নিশ্চয়ই আসবেন। আমার অসুখের কথা শুনলে তিনি কিছুতেই ঠিক থাকতে পারবেন না। আর যদি না আসেন আমি গিয়ে তাকে—না—না · না—

শান্তি। কি হল?

স্বরেন। না-না কলকাতায় আমি যাবনা, বড়দির সঙ্গেও দেখা করবো না।

শান্তি। কেন?

স্বরেন। একটা পাঁচিল, বিরাট পাঁচিল, সে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে তাঁর সঙ্গে

দেখা করা যাবেনা, তিনিও দেখা করতে আসবেন না। তাহলে যে বিন্দু মাসী আর মানদাবুড়িরা আবার আমাকে কেন্দ্র করে তাকে—

শান্তি। কি বলছো তুমি?

সুরেন। এ্যাঁ! না, ও কিছু নয় ও কিছু নয়, কি যেন একটা মনে পড়ে গেল, তাই ভুল বকতে শুরু করেছিলাম।

শান্তি। তাহলে কলকাতায়—

সুরেন। কি করে যাই বল। তুমিই একটু আগে প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলছিলে, এসময় কি এখান থেকে যাওয়া চলে—না যাওয়া উচিৎ?

শান্তি। কিন্তু তোমার চিকিৎসা—

সুরেন। ভাবছি কলকাতা থেকে একজন ডাক্তার আনিয়ে এখানেই চিকিৎসা করাবো।

শান্তি। বেশ যা ভাল বোঝ কর, কিন্তু বেশী দেরী করনা যেন। এখন ভেতর বাড়ীতে চল।

সুরেন। তুমি যাও আমি এখুনি যাচ্ছি। ভয় নেই বৈঠকখানা ঘরে যাবনা। তেওয়ারীলালকে দিয়ে ওদের একটা খবর পাঠিয়ে দিয়ে আসছি।

শান্তি। দেখো কথার যেন নড়চড় করনা। তাহলে কিন্তু তোমার পায়ে মাথা ঠুকে আমি রক্ত গঙ্গা বহাব।

প্রস্থান

সুরেন। বড়দিদি—বড়দিদি তোমাকে আমি ভুলিনি। ভুলিনি। তোমার স্নেহের পরশ, ভুলিনি তোমার সেবা যত্নের কথা। আর ভুলিনি—তোমার মধ্যেই দেখছি, আমি আমার মায়ের প্রতিচ্ছবি।

অনুপমা হতে অনুপমা তুমি,
মাটির স্বর্গে দেবী ॥

**পকেটে মদের পাত্রসহ সমরের প্রবেশ।**

সময়। কিরে সুরেন, এখনও তুই এখানে? আর ওঁদিকে যে তোর জন্যে—

সুরেন। না ভাই, আর আমি মজলিসে যোগ দেবনা।

সমর। কেনরে কি হল তোর? শরীর খারাপ করেছে বুঝি?

সুরেন। শরীর খারাপ তো অনেকদিন ধরেই চলছে। শরীর ভাল হলেও আর আমি ও পথে যাবনা।

সমর। হঠাৎ এই বৈরাগ্যের কারণ?

সুরেন। কারণ এখন থেকে জমিদারীর সব কিছুই আমার নিজের দেখা শুনা করতে হবে তাই—

সমর। নো প্রোব্লেম—অমন জাদরেল নায়েব মথুরবাবু থাকতে তুই এসব ঝামেলার মধ্যে জড়াবি কেন?

সুরেন। বাধ্য হয়েই জড়াতে হচ্ছে। কারণ—মথুর বাবুর সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনলাম কিনা—তাই আমাকে প্রজাদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

সমর। নো প্রোব্লেম। কিন্তু তাই বলে মদ খাবি না, আনন্দ ফুর্তি করবি না, জমিদারী ঠাট-বাট বজায় রাখবি না—এতে কি তোকে কেউ জমিদার বলে মানবে—না ভয় করবে?

সুরেন। অত্যাচারি জমিদার হিসাবে ভয় করবে না সত্যি—কিন্তু প্রজাদরদী জমিদার হিসাবে ভালো-তো বাসবে।

সমর। চিয়ার ইউ মাই ফ্রেণ্ড, চিয়ার ইউ! আমি তোর কাছ থেকে এই রকম একটা উত্তরই আশা করেছিলাম।

সুরেন। তুই যা, আমার নাম করে ওদের বলে দে, আজ থেকে বৈঠকখানার মজলিস বন্ধ।

সমর। অমন কথা মুখেও আনিস নি সুরেন্দ্র, ওরা তোরই নিমন্ত্রিত। তুই হঠাৎ এইভাবে মজলিস বন্ধ করে দিস তাহলে ওরা অপমানিত ফিল করবে। ঐসব বন্ধুরাই তোর শত্রু হয়ে যাবে। জানিসতো, ওরা হচ্ছে লালতার পুরোনো বাসিন্দা।

সুরেন। তাহলে—

সমর। নো প্রোব্লেম—কি করবি, কি করা উচিৎ, কি করলে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়—আমিই সে যুক্তি দিয়ে দেব। আপাততঃ আজকের দিনটা চল-তো—

সুরেন। বা-না-শান্তির কাছে অমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—আর আমি—

সমর। আরে বাবা—সে তোর স্ত্রী, তাকে তুই বোঝাতে পারবি, কিন্তু বাইরের লোককে কি করে বোঝাবি? বিশেষ করে তুই আজ তাদের ডেকেছিস।

সুরেন। তাইতো—এখন আমি কি করি—কি করি—কি করা উচিৎ? একদিকে শান্তির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আর একদিকে আমি না গেলে ওরা অপমানিত বোধ করবে—আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

সমর। রাইট—।

সুরেন। সমর—সমর, আমি তাদের বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছি—আর আমি ওপথে যাবো না, মদও খাবো না—তাহলে শান্তি বড় ব্যথা পাবে,

তার চোখে জল আসবে, না—না, আমার ক্ষণিকের আনন্দের জন্য শান্তির মনে আর আমি আঘাত দেবনা—দিতে পারবো না—

[ প্রস্থান

সমর। হাঃ—হাঃ—হাঃ, সুরেন, হাজার চেষ্টা করলেও তুই ওপথ থেকে আর ফিরতে পারবি না। ওখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তোকে শুধু মুখে ফিরতে দেবে না—সে ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি। এখন তো শুধু মদ—এরপর মদের গ্লাসের মধ্যে দেখবি শুধু বাঈজীর রূপ—আর যৌবনের খেলা।

**সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রহমতের প্রবেশ।**
**পশ্চাতে চাবুক হাতে রামসিংয়ের প্রবেশ।**

রামসিংহ। পাকড়ো—পাকড়ো—

রহমৎ। বাঁচাও—বাঁচাও—

সমর। এই—এই—কে তুই ?

রহমৎ। তবু, আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও—( পায়ে পড়ে )

রামসিং। শালা, কাঁহা ভাগে গা হারামির বাচ্চা ( ঘাড় ধরে )

সমর। কি ব্যাপার রামসিং, বাড়ীর মধ্যে এসব কি ঝামেলা ?

রামসিং। বাবুসাব, এ শালার নাকি অনেক দিনের খাজনা বাকি আছে—লেকেন দিচ্ছেনা। তাই পেয়াদাভাই ইকে কাছাড়ী বাড়ীতে ধরিয়ে আনলো। নায়েব মশাই হামাকে হুকুম দিলো—ইকে বাধিয়ে চাবুক চালাতে। হামি শালাকে একটা গাছের সোঙ্গে বাধিয়া চাবুক চালাচ্ছিলাম—শালা হিম্মত দেখায়ে রসি ছিড়িয়ে একেবারে কোঠির মধ্যে ঢুকিয়ে গেলো ! আব শালা কা হোগা—চল শালা—[ টানাটানি করে ]

রহমৎ। না-না, আমাকে ছেড়ে দাও, বাবু, আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—

রামসিং। নেহি যায়েগা, যানা—তবতো তুমকো মরনেহি হোগা।

[ চাবুক চালাতে থাকে, রহমৎ চীৎকার করতে থাকে ]

**মথুরবাবুর প্রবেশ।**

মথুর। করছিস কি—করছিস কি রামসিং? থাম থাম, লোকটা মরে যাবে যে।

রামসিং। সেকি নায়েব মুশা, হাপনি মারতে হুকুম দিয়েছিলো—

মথুর। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি হুকুম দিয়েছিলাম, কিন্তু সে হুকুম আমার নয়, আমার মুখ থেকে জমিদারবাবুর হুকুম। দে চাবুকটা আমায় দে, এখন তুই বাইরে যা। দরকার হলে ডাকবো।

রামসিং। যো হুকুম মালিক। [ চাবুক দিয়া প্রস্থান

মথুর। ইস তোর চামড়া কেটে রক্ত বেরুচ্ছে যে-রে। এই পাইক ব্যাটাদের কোন দয়ামায়া নেই। আরে বাবা মারতে বলেছি বলে এই ভাবে মারবি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

সমর। শুনলাম এর অনেকদিনের খাজনা বাকী আছে বলেই ওর এই অবস্থা হয়েছে? আপনি তো ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারেন, হতভাগার জন্য যাহোক কিছু করুন না।

মথুর। কি করি বলুন তো? জানেন তো জমিদারবাবুকে, একে বদ মেজাজী, তার উপর মাতাল। প্রজাদের উপর এতটুকু দয়া-মায়া নেই। এখন আমি যদি এর উপর দয়া দেখাতে যাই তাহলে আমার উপরেই তিনি ভীষণ চটে যাবেন।

সমর। সে তো জানিই, তবু বলছি এই গরীব প্রজাটাকে যদি কোন রকমে বাঁচাতে পারেন।

মথুর। বলছেন? ঠিক আছে। জমিদারবাবুর কাছে আমিই না হয় একটু খারাপ হব। রহমৎ তোর তো অনেক দিনের খাজনা বাকী। দিতে পারবি?

রহমৎ। কি করি দেব বাবুমশাই? বালবাচ্ছাদেরই খাওন দিতে পারিনা।

মথুর। ঠিক আছে—ঠিক আছে, আর কাঁদতে হবে না, যা বাড়ী যা। তোর সব খাজনা মকুব করে দিলাম।

রহমৎ। হুজুর আল্লা তোমার—

মথুর। একটু দাঁড়া, এই এখানে একটা টিপ সই করে দেতো।

[ একটা কাগজ এগিয়ে ধরে ]

রহমৎ। টিপ ছাপ

সমর। হ্যাঁ-হ্যাঁ দিয়েদে—দিয়ে'দ। দেখলি তো নায়েব মশায় তোর সব খাজনা মকুব করে দিল। দে টিপ সইটা দিয়ে বাড়ী চলে যা।

রহমৎ। না বাবুমশাই টিপ সই আমি দিতে পারুম না।

উভয়ে। কেন—কেন?

রহমৎ। আমি শুনেছি আমার চাচাতো ভাই খলিলকে দেয়েও আপনি একদিন একখান কাগজে টিপ সই দে নেছেলেন। সেই কাগজের জোরিই তারে ভিটি ছাড়া করিছেন। এখন তার মাথা গুজার ঠাঁই নাই। বৌ-বাল-বাচ্চা নে ভেগি বেড়াচ্ছে।

সমর। নো প্রোব্লেম।

মথুর। টিপ সই দিবি না?

রহমৎ। না বাবুমশাই, টিপ সই দিই ভিটি ছাড়া আমি হতি পারবো না।

সমর। মথুরবাবু, সোজা আঙ্গুলে যখন ঘি উঠবে না তখন—

মথুর। বাঁকা আঙ্গুলেই ঘি বার করবো। রহমৎ ভাল কথা বলছি টিপ সই দে।

রহমৎ। জান থাকতি নয়।

সমর। ওরে ব্যাটা, কেন মার খেয়ে মরবি? টিপ সইটা দিয়ে দে।

রহমৎ। না-না, মেরি-মেরি, মেরি ফেল্লিউ দেবনি—দেবনি—দেবনি।

মথুর। দিস কিনা দেখছি—

[ পুনঃ পুনঃ কশাঘাত, রহমৎ চীৎকার করতে থাকে ]

**মত্তাবস্থায় সুরেন প্রবেশ করে চাবুক ধরে।**

সুরেন। মথুরবাবু—

উভয়ে। কে?

সুরেন। আর একটা চাবুকের ঘা যেন ওর পিঠে না পড়ে।

মথুর। বাবু—

রহমৎ। আমাকে বাঁচান বাবু—আমাকে বাঁচান।

সমর। তুই আবার এসব ঝামেলার মধ্যে ছুটে এলি কেন?

সুরেন। স্থির থাকতে পারলাম না বলে। বলুন মথুরবাবু কেন একে এইভাবে চাবুক মারছিলেন?

মথুর। আজ্ঞে এই রহমতের কাছে পাঁচ বছরের খাজনা বাকী। আজ দেব, কাল দেব, বলে শুধু ঘোরাচ্ছে তাই—

সুরেন। তাই আপনি খাজনা আদায়ের জন্য এইভাবে মারধোর করছেন? আচ্ছা মথুরবাবু মারধোর করে খাজনা আদায় করা ছাড়া কি অন্য উপায়ে খাজনা আদায় হয়না?

রহমৎ। হুজুর, নায়েব বাবুমশাই আমারে বলতিছেন আমি যদি একটা—

সমর। এই তুই চুপ কর রহমৎ, জমিদারবাবু যখন স্বয়ং তোর হয়ে কথা বলছেন তখন তুই আবার তার মধ্যে নাক গলাচ্চিস কেন ?

সুরেন। বলুন মথুরবাবু, খাজনার জন্য যাকে এইভাবে মারধোর করছেন, জেনেছেন কি, কেন সে খাজনা দেয়নি বা দিতে পারছে না ?

মথুর। বাবু—আমি অনেকদিন ধরে নায়েবী করছি, প্রজাদের হাঁড়ির খবরও আমি জানি। এদের ঘরে টাকা মজুত থাকতেও এরা ইচ্ছে করেই খাজনা দেয়না খাজনা ফাঁকি দেবার জন্য।

সুরেন। আমি তা বিশ্বাস করি না। ঘরে টাকা লুকিয়ে রেখে ইচ্ছে করে কেউ এই অমানুষি নির্যাতন সহ্য করে না।

রহমৎ। ঠিক বলিছেন হুজুর! আল্লার দোহাই ঘরে আমার একটি কানা কড়িও লুকনো নিই। আমার জোয়ান মেইটা ছেঁড়া কাপড় পড়ি থাকে। পয়সার জন্যি তারে একখানা কাপড় পর্যন্ত কিনি দিতে পারি না।

সুরেন। [ হঠাৎ সম্বিৎ হারার ন্যায় বলে ওঠে ] বড়দিদি পাঁচখানা কাপড় দাও তো, ঐ ভিখিরী মেয়েগুলোকে দান করবো।

সমর। সুরেন কি বলছিস ?

সুরেন। এ্যাঁ, না ও কিছু নয়। রহমৎ তুমি বাড়ী চলে যাও। তোমার বকেয়া খাজনা আমি মুকুব করে দিলাম।

রহমৎ। হুজুর—হুজুর আপনি গরীবের মা-বাপ।

সুরেন। শোনো এই টাকাটা রাখো তোমার মেয়েকে একখানা কাপড় কিনে দিও।

রহমৎ। আল্লা আপনারে দোয়া করবেন—আল্লা আপনার দোয়া করবেন।

[ সেলাম করিয়া প্রস্থান

সুরেন। মথুরবাবু—আপনার নামে তাহলে যা শুনেছি তা সবই সত্যি ?

মথুর। আপনি কি শুনেছেন, না শুনেছেন—আমি জানি না। তবে আপনার বোধহয় এ কাজটা করা ঠিক হয়নি। জমিদারী চালাতে গেলে একটু কঠোর হতে হয়। নইলে সে জমিদারী থাকে না।

সুরেন। না থাকে, না থাকবে। গরীবের রক্ত শোষণ করে যে জমিদারী করতে হয় সে জমিদারী থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

সমর। নো প্রোব্লেম—কন্‌গ্র্যাচুলেসন মাই ফ্রেণ্ড—কন্‌গ্র্যাচুয়েসন, আমি তোর সঙ্গে একমত। কিরে আবার মদ খেয়েছিস ? এই যে বল্লি আর মদ খাবি না ?

সুরেন। ওদের অনুরোধ কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। তাই খাচ্ছিলাম। এমন সময় চাবুকের সপাৎ সপাৎ শব্দ আর রহমতের আর্তনাদ শুনে স্থির থাকতে পারলাম না। এখানে ছুটে আসতে বাধ্য হলাম।

সমর। যাগ্‌গে, যা হয়ে গেছে—হয়ে গেছে, ও নিয়ে আর মাথা গরম করে লাভ নেই। যা ভেতর বাড়ীতে চলে যা, বৌদি হয়তো তোর জন্য ভাবছেন।

সুরেন। মথুর বাবু কি যেন বলছিলেন ? কঠোর না হলে জমিদারী করা যায় না ? ভুল, এ আপনার ভুল ধারণা। আমি এমন একজন জমিদারের বাড়ীতে ছ-মাস ছিলাম, যাকে দেখেছি তিনি কঠোর না হয়েও

প্রজাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, হয়ে সুন্দরভাবে জমিদারী চালাচ্ছেন। আমি তেমনি জমিদার হতে চাই নায়েব মশাই—তেমনি জমিদারী করতে চাই।

[ প্রস্থান

মথুর। অপমান, এতবড় অপমান!

সমর। চেপে যান মশাই, চেপে যান। ভুল তো আপনারই হয়েছে। দেখলেন যখন রহমৎ ব্যাটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তখন এখানে মারধর না করে রাম সিংকে দিয়ে ব্যাটাকে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে মারধর করলেই আপনার উদ্দেশ্যটা পূর্ণ হয়ে যেতো।

মথুর। হু ভুলটা আমারই হয়েছে। যাক ও কথা, এখন কাজের কথা বলুন। আজ সুরেন বাবুর যে রূপ দেখলাম—

সমর। নো প্রোব্লেম—পাল্টে যাবে মশাই, ও রূপ পাল্টে যাবে। আমি হচ্ছি যাঁতাকল, এই যাঁতাকলে ঐ ইঁদুর যখন পড়েছে, তখন যতই ছটফট করুক না কেন, পালাবার পথ নেই। চট করে কিছু দিনতো—

মথুর। টাকা! টাকা কি হবে!

সমর। কলকাতা যাব, বাঈজী আনব, তারপর—

মথুর। বলতে হবে না, আসুন আমার সঙ্গে।

হাত ধরিয়া নিয়া প্রস্থান ]

## ষোড়শ দৃশ্য

গোলাগ্রাম

মাধবীর শ্বশুর-বাড়ী

**বাজারের থলে হাতে তাহের মিঞা ও বংশীর প্রবেশ।**

তাহের। (গান ধরে) ও মনরে

নৌকা আমার মাঝ-দরিয়ায়—

উথাল পাথাল করে

(এই) তুফান ভেঙ্গি ক্যামনে আমি যামু আপন ঘরে

ওখন যামু আপন ঘরে।

এই দুনিয়ার ঘূর্ণী পাঁকে—

এ—নাও আমার সামলাবে কে

আমি ভুলেছি হায় ধরতে

যে হাল—কেমনে যামু পারে গো, কেমনে যামু পারে—

**পত্র নিয়ে মাধবীর প্রবেশ।**

মাধবী। এ কি তাহের ভাই, কখন এলে?

তাহের। এই তো খানিকক্ষণ আগে আলাম গো বৌদি ঠাকরুণ। বংশী ভাই থলিটা ধর।

বংশী। কি আছে এতে?

তাহের। কি আর থাকবে, গাছের একফানা কলা আর গোটা-চারেক ফজলী আম।

মাধবী। এসব তুমি আনতে গেলে কেন?

তাহের। কাইল বংশী ভাই গল্প করতি করতি বলতিছেলো আইজ নাকি তোমার একাদশী। বামনের বিধবো, ভাততো আর থাইবেনি। তাই তুমার ফলার করার জন্যি এগুলো আনলাম, খেয়ে নেও।

মাধবী। দেখ দেখি তুমি গরীব মানুষ—

তাহের। গরীব তো কি। আমার যোগেনদা ঠাকুরের বৌয়ের জন্যি এইটুকু করতি দুঃখ হয় বৌদি ঠাকরুন—বড় দুঃখ হয়। কোথায় তোমার জন্যি নদী থেকি তাজা ইলিশ মাছ ধরি আনবো, তা নয় তোমার একাদশীর জন্যি—

বংশী। আঃ। তাহের ভাই—

তাহের। ও হ্যাঁ, এখন আমি চলি বৌদি ঠাকরুণ। কোন কিছুর দরকার হলিই খবর পাঠায়ো কেমুন?

[ পূর্বগীতাংশ গাইতে গাইতে প্রস্থান

বংশী। তাহের ভাই খুব ভাল নোক তাই নাগো বড়দিদি?

মাধবী। হ্যাঁ সত্যিই ভাল লোক। তুমি এক কাজ করতো এই চিঠিখানা ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে এসো।

( পত্র দেয় ]

বংশী। কোথায় চিঠি দিচ্ছো বড়দিদি, কলকাতায়?

মাধবী। না কাশীতে, ঠাকুরঝির কাছে, তার ছেলে সন্তোষকে এখানে পাঠিয়ে দেবার জন্যে লিখে দিলাম। তুমি যাও, আমি ততক্ষণ কাপড়-গুলো কেচে ফেলি গে।

বংশী। খবরদার, তুমি ওসব কাচাকাচি করতে যাবেনি।

মাধবী। বংশী ভাই—

বংশী। বাপের জন্মে তুমি কি কুনোদিন এইসব কাচাকাচি করিছো ? তুমিই যদি ইসব করবে তাহলি আমি তোমার সঙ্গে এলাম কেন ? হাওয়া খেতি ?

মাধবী। না—না তা নয়, আমি বলছিলাম কি—

বংশী। ওসব বলাবলির আমি ধার ধারিনা বড়দিদি। এই আমি চিঠি ফেলতি চল্লাম, ফিরি এসি কাচাকাচি যা করতি হয় আমি করবো। তুমি যদি ওসব করতি যাও তাহলে আজই তুমার সঙ্গি একচোট হই যাবে, মনে থাকি যেন হ্যাঁ।

[ প্রস্থান

মাধবী। আমি সুখী—আমি সুখী, দুঃখ আমাকে যতই গ্রাস করুক না কেন—তবু আমি সুখী।

**বিধু চাটুজ্জের প্রবেশ।**

বিধু। মা জননী আছো নাকি—মা জননী, শ্রীহরি—শ্রীহরি।

মাধবী। আসুন—আসুন জ্যাঠামশাই, বসুন।

বিধু। না—না, বসবো না। সময় খুব কম, শ্রীহরি—শ্রীহরি। এখানে এসে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তো মা ? কত বড় জমিদারের মেয়ে তুমি, তোমার কি এখানে এভাবে থাকা পোষায় ? না—মা—না, তুমি চলে এসে ভুলই করেছো। এখানে তোমার যখন কোন আত্মীয় স্বজন নেই—

মাধবী। আপনারা তো আছেন। আপনারাই তো আমার আত্মীয় স্বজন।

বিধু। শ্রীহরি—শ্রীহরি। তোমার শ্বশুর রামতনু সান্যালের সঙ্গে আমার খুবই সদ্ভাব ছিল এবং তোমার স্বামী যোগেনও আমাকে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করতো, আপদে-বিপদে সে এই বিধু চাটুজ্জেরই কাছে ছুটে যেতো।

মাধবী। সে আমি বিয়ের পর এখানে এসে সবই দেখেছি। আপনার উপরেই সব ভরসা ছিলো আর সেই জন্যেই তো আমার শ্বশুর ঠাকুর, আমার স্বামী আমাদের জমি জায়গা সব কিছুই আপনার তত্ত্বাবধানে রেখে গেছেন।

বিধু। শ্রীহরি—শ্রীহরি। হ্যাঁ যে কথা বলতে এসেছিলাম মা জননী, জমিদারবাবু আমাদের বাড়ীতে পেয়াদা পাঠিয়েছিলেন। তোমাদের যে দুবিঘে জমি আছে দশবছর ধরে তার খাজনা দেওয়া হয়নি। এখন সেটা না দিলে জমি নিলাম হয়ে যাবে বলেছে।

মাধবী সে কি! কত টাকা খাজনা বাকী?

বিধু। তা সুদে আসলে প্রায় একশো টাকা হবে।

মাধবী। ঠিক আছে, ওজন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনি একটু দাড়ান, আমি এখুনি টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

[ প্রস্থান

বিধু। দেখ দেখি কি ঝামেলা, দিব্যি এতদিন ধরে আমি বিনা বাধায় এই সম্পত্তি ভোগ দখল করেছিলাম। হঠাৎ এত বছর পরে ঐ উৎপাতটা কোত্থেকে উড়ে এসে সব গোলমাল করে দিলো। ঠিক আছে—ঠিক আছে আমার নামও বিধু চাটুজ্জে, ঐ দুবিঘে জমির কথা যা বলেছি বলেছি, ওই নিয়েই ওকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বাকী তেইস বিঘের হিসেব পাবেও না, আর দেবও না। শ্রীহরি—শ্রীহরি।

টাকা নিয়া মাধবীর প্রবেশ।

মাধবী। এই নিন জ্যাঠামশাই টাকা।

[ টাকা নেয় ]

বিধু। শ্রীহরি—শ্রীহরি, তাহলে আমি এখন চলি মা জননী, আর দেরী করা ঠিক নয়।

মাধবী। একটা কথা জ্যাঠামশাই, এই দুবিঘে জমি ছাড়া আমাদের আরও যে সব জমি জায়গা আছে—

বিধু। আরও জমি জায়গা—

মাধবী। হ্যাঁ, আমি তো শুনেছি তাঁর জমি ছিলো পঁচিশ বিঘে মতন।

বিধু। শ্রীহরি—শ্রীহরি, তা ছিলো বটে। কিন্তু আট দশ বছর ধরে খাজনা না দিলে জমি থাকে নাকি? খাজনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে, কিছু বন্দক পড়ে আছে।

মাধবী। কেন—কেন, এতদিন ধরে জমিতে কি ফসল হয়নি? তার থেকে খাজনার টাকা শোধ করা যায়নি?

বিধু। পরের জমি নিয়ে আমার অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই মনে করেই আমি চাষবাসও করাইনি ফসলও হয়নি, শ্রীহরি—শ্রীহরি।

মাধবী। আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন জ্যাঠামশাই?

বিধু। রাগবো না? এতদিন পরে এসে এসব কথা জিজ্ঞাসা করলে কার না রাগ হয়? আমি যে তোমার দুবিঘে জমি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি এই যথেষ্ট। অন্য কোন লোকের হাতে ভার থাকলে কিছুই পেতে না বুঝলে?

মাধবী। বেশতো, এর জন্য রেগে যাওয়ার কি আছে? আপনি যদি খাজনার দায়ে জমি বিক্রী বা বন্ধক দিয়ে থাকেন তাহলে কাগজপত্র-গুলো আমাকে এনে দিন, কার কাছে বিক্রী করেছেন, কার কাছে বন্ধক রেখেছেন, আমাকে বলুন। আমি টাকা শোধ করে দিয়ে সেগুলো উদ্ধার করার ব্যবস্থা করবো।

বিধু। তাই নাকি?

মাধবী। হ্যাঁ, আমি এই বংশের বৌ। শ্বশুরের সম্পত্তি উদ্ধার করাতো আমার কর্তব্য, এবং সে কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।

[ প্রস্থান

বিধু। বটে, সম্পত্তি উদ্ধার করবে! এত আশা! ঠিক আছে আমিও দেখবো কি করে বিধু চাটুজ্জের খপ্পর থেকে তুমি জমি উদ্ধার কর। শ্রীহরি—শ্রীহরি, ধ্যাৎ তোর শ্রীহরির নিকুচি করেছে। শ্রীহরি—শ্রীহরি।

প্রস্থান

# সপ্তদশ দৃশ্য

## লালতা বাগান বাড়ী

**মদের পাত্র হাতে এলোকেশী বাঈজী ও মথুরবাবুর প্রবেশ।**

মথুর। কি হল এলোকেশী বাঈ তুমি হচ্ছো কলকাতার নামকরা বাঈজী এলোকেশী উর্ব্বশী। তুমি যদি জমিদারবাবুকে তোমার প্রেমের জোয়ারে হাবুডুবু না খাওয়াতে পার তাহলে কি দাম আছে এই রূপ যৌবনের?

এলো। সে তো ঠিকই। কিন্তু—জমিদারবাবু যে আমার দিকে তাকানও না গায়েও হাত দেন না।

মথুর। তবু—হাল ছেড়ো না। নাচতে-নাচতে, গাইতে-গাইতে—তার গায়ে ঢলে-ঢলে পড়বে, তাকে জড়িয়ে-জড়িয়ে ধরবে, তার দেহে শিহরণ জাগাতে চেষ্টা করবে। এই রকম করতে করতে একবার যদি তোমাকে তার মনে ধরে যায়, তাহলে তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে।

এলো। সেই আশা নিয়েই তো আমি কলকাতা থেকে এতদূর এসেছি নায়েব মশাই।

মথুর। চালিয়ে যাও—চালিয়ে যাও। যেভাবে পারো সুরেনবাবুর মন জয় করতে চেষ্টা কর। কোন চিন্তা নেই, আমি আর সমরবাবুতো তোমার পেছনে আছিই।

এলো। তা তো থাকবেনই, জমিদারবাবুকে আমার প্রেমের ফাঁদে জড়াতে পারলে আমার ভাগ্যের সঙ্গে আপনাদেরও তো অনেক সুযোগ সুবিধের পথ খুলে যাবে।

মথুর। বাজে কথা রাখো। ভাগ্য ফেরাতে চাওতো ঠিকমত কাজ করে যাও। মনে রেখো এমন সুযোগ কিন্তু একবারই আসে, বারবার নয়। ঐ সুরেনবাবু আর সমরবাবু আসছেন। আমি চল্লাম।

[ প্রস্থান

এলো। হুঁ মথুরবাবু ঠিকই বলেছেন, এমন সুযোগ একবারই আসে। বারবার নয়।

**একটু অসুস্থ সুরেন ও সমরের প্রবেশ।**

সমর। এলোকেশী বাঈ—

এলো। আমি তৈরীই আছি সমরবাবু, হুকুম হলেই শুরু করবো।

সুরেন। সে কি রে সমর, সকাল থেকেই আসর বসাবি নাকি?

সমর। নো প্রোব্লেম, এলোকেশী বাঈ যখন তৈরী, আমরাও যখন হাজির তখন সকাল, বিকেল, রাত্রির কি আছে?

সুরেন। তা বটে, তবে আমি কিন্তু ভাই তোদের সঙ্গে আজ যোগ দিতে পারবো না।

এলো। কেন হুজুর, আমি কি আপনার মনে আনন্দ দিতে পারছি না?

সুরেন। না—না, সে সব কিছু নয়।

সমর। তবে কি বৌদির কথা মনে পড়ে গেছে?

সুরেন। ঠিক তাই। জানিস সমর, আমি খুব অন্যায় করছি।

সমর। কেন—কেন, অন্যায় কিসে?

সুরেন। শান্তি আমার জন্য ভাবছে। আর আমি তিনদিন ধরে শুধু মদ খাচ্ছি, নাচ দেখছি, গান শুনছি।

সমর। নো প্রোব্লেম সুরেন, রাজা জমিদাররা যে বাগান বাড়ীতে গিয়ে আনন্দ স্ফূর্তি করে তা তাদের স্ত্রীরা ভালভাবেই জানে। এর পরেও যদি তারা ভাবাভাবি, কান্নাকাটি করে, তাহলে তাদের ভুল হবে। এলোকেশী—

[ এলোকেশী মদ দিতে এগিয়ে যায় ]

এলো। এই নিন হুজুর।

সুরেন। না—না আজ আর আমি মদ ছোঁব না।

সমর। সুরেন—

সুরেন। কাল রাত্রি থেকে শরীর খুব খারাপ লাগছে, একটু জ্বর জ্বর মত হয়েছে, বুকের ব্যাথাটাও মাঝে মাঝে চিন চিন করে উঠছে তাই—

সমর। নো প্রোব্লেম, মর্তের উর্ব্বশী এলোকেশী রূপসীর হাতের এক পেয়ালা আঙ্গুরের রস পেটে গেলেই দেখবি শরীর ফিট হয়ে গেছে।

সুরেন। না—না, আজ আর আমি কিছুতেই মদ খাবো না।

সমর। আরে খেয়ে নেনা, কিছু হবে না। এলোকেশী তুমি নিজে হাতে খাইয়ে দাও।

এলো। আসুন হুজুর—

সুরেন। না—না, তোমাকে খাওয়াতে হবে না। আমার হাতে দাও।

[ পেয়ালা নেয় ও পান করে ]

সমর। এলোকেশী আর দেরী নয় শুরু কর।

[ এলোকেশী নাচ গান শুরু করে, সমর তার হাত থেকে
মদের পাত্র নিয়ে নিজে খায়, সুরেনকে দিতে যায়,
সুরেন খায়না, মাঝে মাঝে কাশে, বাঈজী নাচের
মধ্যে সুরেনকে ধরতে যায়, সুরেন সরে
সরে যায় ]

এলোকেশী। ( নৃত্যগীত )

(হায়)—ভালবাসা দাও গো প্রিয় ভালবাসা নাও
লাল সিরাজীর গোলাপী নেশায় আমার পানে দাও।
নাও গো প্রিয় এই পেয়ালা
ভুলিয়ে দেবে সকল জ্বালা
প্রেমের পরশ দাও না প্রিয়—প্রেমের পরশ নাও

**দ্রুত রাম সিংয়ের প্রবেশ।**

রাম। হুজুর—হুজুর, খতড়নাক হোনে চলা। বহুরাণী জী আতি হ্যায়, বহুরাণী জী আতি হ্যায়। [ প্রস্থান

সুরেন। সে কি! শান্তি এই বাগান বাড়ীতে আসছে! [ কাশী ]

সমর। সর্বনাশ, এলোকেশী শিগ্‌গির এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তোমার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও—যাও—তাড়াতাড়ি যাও, দেরী করনা। [ এলোকেশীর দ্রুত প্রস্থান ] সুরেন—সুরেন আমিও এখন চলি, পরে এসে তোর সঙ্গে দেখা করব।

**শান্তির প্রবেশ।**

শান্তি। পরে আর দেখা করতে হবে না, চিরদিনের মত বিদেয় হয়ে যান।

সমর। বৌদি—

সুরেন। তুমি এখানে কেন এলে শান্তি ?

শান্তি। জানি আমার আসা অন্যায়, খুবই লজ্জা, তবু তোমার অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্থির থাকতে না পেরে ছুটে আসতে বাধ্য হলাম। এর জন্য যদি অপরাধ হয়ে থাকে আমাকে যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেব।

সুরেন। শান্তি—

শান্তি। কিন্তু তোমার স্ত্রী হয়ে এখানে আসতে আমি যে নিজের কাছে নিজে কতখানি লজ্জিত, কতখানি অপমানিত তা তোমাকে বলে বুঝাতে পারবো না।

সমর। আপনার এখানে আসার কোন দরকার ছিল না বৌদি। সুরেন তো একটু পরেই যাচ্ছিল।

শান্তি। থামুন, ও যেতে চাইলেও আপনি যে যেতে দিতেন না সে খবর ভালো ভাবেই জানি। তারজন্যে লজ্জা অপমানের কথা ভুলে গিয়ে আজ তিন দিন পরে আপনার মত রাহুর কবল থেকে ওকে উদ্ধার করতে এসেছি।

সমর। আপনি আমাকে অপমান করছেন বৌদি! আমি সুরেনের বন্ধু—

শান্তি। বন্ধু নয়, আপনি ওর শত্রু।

সমর। শুনছিস সুরেন শুনছিস ? বৌদির কথা শুনছিস ?

শান্তি। কেন শুনবেন না, কথাটাতো আমি চুপি চুপি বলিনি, জোরেই বলেছি। আপনি যেদিন থেকে লালতায় এসেছেন সেই দিন থেকেই ওকে কুপথে টানবার চেষ্টা করেছেন। আপনিই ওর হাতে মদের

পাত্র তুলে দিয়েছেন, আপনিই কলকাতা থেকে বাঈজী আনিয়ে ওকে বাগান বাড়ীতে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন। এসব খবরই আমি রাখি।

সমর। সুরেন এসব কথা শুনেও তুই—

সুরেন। প্রতিবাদ করতে পারবো না বন্ধু। 'কারণ অপরাধীদের প্রতিবাদ করতে নেই। চল শান্তি, আর কথা কাটাকাটি করতে হবে না।

শান্তি। শুনুন সমর বাবু, আমি স্পষ্টই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি এখুনি আপনি এখান থেকে চলে যান। আর কোনদিনও এখানে আসবেন না।

সুরেন। আঃ শান্তি—

শান্তি। যদি কখনও আপনাকে এবাড়ীর ত্রিসিমানায় দেখতে পাই বা জানতে পারি আপনি বাড়ীতে আবার ঢুকেছেন তাহলে কিন্তু দারোয়ান দিয়ে অপমান করাতে বাধ্য হব।

সমর। নো প্রোব্লেম। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি, আর কখনও আসবো না। চলি মাই ফ্রেণ্ড, গুড বাঈ-ফর এভার।

[ প্রস্থান

শান্তি। যাক একটা পাপ বিদেয় হলো। রামসিং—

**রাম সিংএর প্রবেশ।**

রাম। হুকুম বহুরাণীজী—

শান্তি। আমার নাম করে এখুনি নায়েব মশাইকে গিয়ে বলে এসো যে কলকাতা থেকে যে মেয়েছেলেটাকে আনা হয়েছে আজই যেন তাকে খরচ পত্তর দিয়ে বিদেয় করার ব্যবস্থা করেন। [ প্রস্থান

রাম। জী আচ্ছা মাঈজী। [ প্রস্থান

শান্তি। কি গো সমর বাবুকে তাড়িয়ে দিয়েছি বলে আমার উপর তোমার খুব রাগ হচ্ছে না?

সুরেন। তা একটু হচ্ছে বৈকি। কারণ সমর তো একা অপরাধী নয়, অপরাধী তো আমিও। আমি যদি খারাপ না হই কেউ কি আমাকে খারাপ করতে পারে?

শান্তি। কিন্তু—

সুরেন। শান্তি—তুমি ঠিকই করেছো। এমনি একটা আঘাতেরই বুঝি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নইলে হয়তো—

শান্তি। কেন তুমি এমন হলেগো? কেন তুমি তিন দিন ধরে বাগান বাড়ীতে পড়ে আছো? কেন তুমি আমাকে এইভাবে পায়ে ঠেল ছো? কি দোষ দেখেছো আমার?

সুরেন। না—না তোমার কোন দোষ নেই। তুমি তো আমার ভালোই চাও।

শান্তি। তবে কেন আমি তোমার মন পাইনা? কেন ভালোবাসা পাইনা? তুমি স্বামী, আমার ইহকাল—পরকাল। তুমি যদি এইভাবে দিনরাত মদ খেয়ে, বাঈজী নিয়ে বাগান বাড়ীতে পড়ে থাকো তাহলে এর চেয়ে লজ্জা—অপমান আমার আর কি থাকতে পারে?

সুরেন। শান্তি—শান্তি তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার মাথা ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি আর আমি তোমার মনে ব্যাথা দেবনা, আর আমি কোন-দিন মদ স্পর্শ করবো না, আর আমি—[ হঠাৎ একঠা কাশী ওঠে এবং এক ঝলক রক্ত বের হয় ]

শান্তি। একি—রক্ত!

সুরেন। মৃত্যুর পরোয়ানা, বুকের সেই যন্ত্রণা আর এই তিন দিন ধরে শরীরের উপর অত্যাচার এই দুই এক হয়ে মৃত্যুর পরোয়ানা বহন করে এনেছে।

শান্তি। না—না আমি তোমাকে মরতে দেব না, আজই বড় ডাক্তার আনতে কলকাতায় লোক পাঠাবো, সেবা যত্ন দিয়ে তোমাকে সুস্থ করে তুলবো।

সুরেন। বেশ চেষ্টা করে দেখো। এখন চলো।

[ উভয়ে প্রস্থান

## অষ্টাদশ দৃশ্য

কাছারী বাড়ী

**মথুরবাবুর প্রবেশ।**

মথুর। যাক নিশ্চিন্ত। একভাবে না একভাবে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হল। জমিদার সুরেনবাবু অসুস্থ। কোনকিছুই সে এখন দেখাশুনা করতে পারছে না, সব কিছুই এখন আমার হাতে।

**দ্রুত বিধু চাটুজ্জের প্রবেশ।**

বিধু। এই যে নায়েব মশাই—নমস্কার, শ্রীহরি—শ্রীহরি।

মথুর। কি ব্যাপার চাটুজ্জে মশাই, আপনি হঠাৎ—

বিধু। আমাকে বাঁচান নায়েব মশাই—আমাকে বাঁচান।

মথুর। কেন—কেন? কি হয়েছে আপনার?

বিধু। আমার গলায় ঘা, না ঘা নয় কাঁটা-কাঁটা, গলায় কাঁটা ফুটেছে। দোহাই নায়েবমশাই সেই কাঁটাটা উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করে দিন, নইলে এই গরীব ব্রাহ্মণকে ভিক্ষে করে খেতে হবে।

মথুর। আহা কি বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিধু। আগে এই টাকাটা ধরুন। তারপর বুঝিয়ে বলছি, শ্রীহরি-শ্রীহরি। [ টাকা দেয় ]

মথুর। এবার পরিষ্কার করে বলুন।

বিধু। বলছি—বলছি। গোলাগাঁয়ের রামতনু সান্যালের কথা আপনার মনে আছে?

মথুর। রামতনু সান্যাল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। যার জমি-জায়গা সব আপনার তত্বাবধানে আছে, সেই রামতনু সান্যাল তো?

বিধু। হ্যাঁ এতদিন পরে তার বিধবা পুত্রবধু এসে সেইসব জমি-জায়গার হিসেব চাইছে, দখল কবতে চাইছে। শ্রীহরি-শ্রীহরি।

মথুর। সে তো চাইবেই, তার শ্বশুরের সম্পত্তি সে উদ্ধার করতে চাইবে না?

বিধু। কিন্তু আমি যে দশ বছর ধরে খাজনা জুগিয়ে আসছি।

মথুর। খাজনা যেমন জুগিয়ে আসছেন তেমনি দশ বছর ধরে তার সম্পত্তিটা তো ভোগ করেছেন। এখন যাদের সম্পত্তি তারা যদি দখল নিতে চায় আপনার আমার কি বলার থাকতে পারে?

বিধু। মরে যাব—মরে যাব, ঐ জমিগুলো আমার হাতছাড়া হয়ে গেলে নির্ঘাৎ মরে যাব। দোহাই নায়েব মশাই আপনি এর একটা ব্যবস্থা করুন। যেমন করে হোক ওটা আমাকে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

মথুর। কত বিঘে জমি আছে?

বিধু। সর্ব্ব সাকুল্যে পঁচিশ বিঘে।

মথুর। হুঁ অনেক দাম, জমিটা আপনি পেলে আমাকে কত সেলামী দেবেন ?

বিধু। আজ্ঞে শ-তিনেক দেব।

মথুর। হবে না, আমার দ্বারা কিছু হবে না। পুরো এক হাজার দিতে হবে জানবেন ; তাহলে একটু বুদ্ধি খরচ করি।

বিধু। শ্রীহরি-শ্রীহরি আমি রাজি। এখন বলুন কি উপায় আমি—শ্রীহরি-শ্রীহরি—

মথুর। প্রথমতঃ আপনি যে দশ বছর ধরে খাজনা দিয়েছেন সেটা খাতা থেকে কেটে দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ দশ বছরের বাকী খাজনার দায়ে রামতনু সান্যালের পুত্র বধুর নামে নালিশ করতে হবে।

বিধু। শ্রীহরি-শ্রীহরি—তার পর তার পর—

মথুর। এখন আর নয়, পরে সব বলবো—

বিধু। ঠিক আছে, ঠিক আছে তাহলে ঐ কথাই রইল—এখন আমি চলি। শ্রীহরি শ্রীহরি—

[ প্রস্থান

মথুর। হাঃ হাঃ হাঃ টাকা যদি এইভাবেই উড়ে উড়ে আমার কাছে আসে তাহলে তাকে ধরে নিয়ে পকেট ভর্ত্তি করতে দোষ কি।

[ প্রস্থান

## ঊনবিংশ দৃশ্য

কলকাতা ব্রজরাজ বাবুর বাড়ী

**শিবচন্দ্র ও মমতার প্রবেশ।**

শিব। বিশৃঙ্খলা—বিশৃঙ্খলা, রোজই একটানা বিশৃঙ্খলা লেগেই আছে। কোন দিকে কোন কাজের শৃঙ্খলা নেই।

মমতা। আজ কদিন ধরে দেখছি তোমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। কি অসুবিধে হচ্ছে বললেই তো পারো।

শিব। কোনটা বলবো? কটা বলবো? ঠিক সময় আমি জলখাবার পাইনা, জামা কাপড়গুলো উল্টো-পাল্টে সাজানো থাকে, বিছানার চাদর-টাদরগুলো ময়লা, কাচতে দেওয়া হয়না। দেওয়াল ঘড়িতে সময় মত দম দেওয়া হয়না, বাজার সরকার উল্টো পাল্টা বাজার নিয়ে আসে, ছত্রিস গণ্ডা ঝি-চাকর থাকতেও ঘর দোর অপরিষ্কার হয়ে পড়ে থাকে। আরও বাকি—

মমতা। আমি কতদিক নজর দেবো বলতো? প্রমিলাটা ছিলো—তারও বিয়ে হয়ে গেল; নইলে—

শিব। মাধবী যতদিন ছিলো ততদিন তো এসব হয়নি, সে তো একাই সব সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছিল—

মমতা। বড়দির কথা আলাদা। কতদিন ধরে সে এই সংসার চালিয়েছে—

শিব। সেইজন্যেই তার অভাবটা আজ বেশী করে মনে পড়ছে।

সে যদি থাকতো—থাক ওসব কথা—এখন আমার কিছু জামা-কাপড় গুছিয়ে দাওতো !

মমতা। কেন—কোথাও যাবে নাকি ?

শিব। হ্যাঁ, গোলা গাঁয়ে মাধবীকে একবার দেখতে যাবো।

মমতা। হঠাৎ তাকে দেখতে যাবে— !

শিব। যাব—না ! প্রমিলার বিয়ের সময় সে এলোনা, তার উপর অনেকদিন তার কোন চিঠি-পত্তরও পাইনি, কোন অসুখ বিসুখ হল কিনা কে জানে ? তাই তাকে একবার দেখতে যাওয়া প্রয়োজন বৈকি।

মমতা। হ্যাঁ গো, সত্যি করে বলো—তাকে দেখতে যাচ্ছো—না আনতে যাচ্ছো ?

শিব। মানে—

মমতা। মানে—তাকে আনতে পারলে খুবই ভালো হয়। চেষ্টা করে দেখনা আনতে পারো কিনা ?

শিব। আমি আনতে চাইলেই কি সে আসবে ? আসবে না। তাহলে তার শ্বশুরের ভীটেয় প্রদীপ জ্বালানো হবে না। যাক, তুমি জামা-কাপড়গুলো গুছিয়ে স্যুট্‌কেসে ভরে দিও, আমি আজ রাত্রেই রওনা হয়ে যাবো।

[ প্রস্থান

মমতা। সর্ব্বনাশ ! এখন আমি কি করি ? কি করে ওর যাওয়া বন্ধ করি ? সেখানে গেলে যদি সব কথা ফাঁস হয়ে যায়—তাহলে— ?

**মানবের প্রবেশ।**

মানব। মমতা—মমতা—

মমতা। দাদা! কেমন আছো—ভালতো? মা-বাবা—?

মানব। মা-বাবা ভালো আছেন. কিন্তু আমি মোটেই ভালো নেই।

মমতা। কেন-কেন—কি হয়েছে তোমার? কোন অসুখ বিসুখ—

মানব। না-না অসুখ-বিসুখ নয়। আর্থিক গণ্ডগোল—মানে আবার ব্যবসায়ে লোকশান।

মমতা। আবার লোকশান হয়েছে?

মানব। হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো আবার তোর কাছে এসেছি। তুই আমাকে আরও হাজার খানেক টাকা দে।

মমতা। আরও এক হাজার টাকা! এই কিছুদিন আগেও··

মানব। আরে দে—না দে—না, টাকাতো তোর কাছ থেকে এমনি এমনি নিচ্ছিনা - ধার হিসেবে নিচ্ছি। আর সিন্দুকের চাবি তো তোর হাতেই আছে। তখন—

মমতা। তা আছে বটে; কিন্তু —ও যদি—

মানব। আরে বাবা—টাকা কি আমি শিবুর কাছে চাইলে পাইনা—নিশ্চয়ই পাই, কিন্তু সে আমার ভগ্নিপতি—তাই তার কাছে চাইতে লজ্জা করে বলেই তোর কাছে চাইছি। তুই আমাকে দে—আমি কিছু দিনের মধ্যেই তোর সব টাকা এক সঙ্গে শোধ করে দেবো—শিব জানতেও পারবে না।

মমতা। বেশ, টাকা না হয় দিচ্ছি দাদা, কিন্তু আমি যে আবার একটা সমস্যায় পড়েছি।

মানব। সে আবার কি সমস্যা রে? তোর প্রধান সমস্যা তো ছিল মাধবী। আমাদের কল-কৌশলে তো সে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এখন আবার কোন সমস্যা দেখা দিল?

মমতা। সেই সমস্যাই আবার ঘুরে ফিরে দেখা দিতে চলেছে।

মানব। তার মানে—মাধবী কি আবার ফিরে আসছে নাকি?

মমতা। তোমার ভগ্নীপতি তাকে দেখতে যাবে বলে আজই রওনা হবে। সে ওখানে গেলে বংশী কিংবা বড়দি যদি সব কথা ফাঁস করে দেয়? যদি বলে—আমি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম বলেই সে এখান থেকে চলে গেছে? আর এই সব কথা শুনেই যদি সে তাদের ফিরিয়ে আনে—তাহলে?

মানব। টিকতে পারবেনা—টিকতে পারবে না। আমি আছি না—আমি তাকে টিকতে দেব না। তুই জানিস না—সে আমাকে অপমান করেছিল বলে বিন্দুদি আর মানদা বুড়ির মুখে মুখে আমি তার চরিত্রের দুর্নাম রটিয়েছিলাম। দরকার হলে আবারও তেমনি দুর্নাম রটিয়ে দেবো। তাহলেই বাজি মাৎ হয়ে যাবে। এখন টাকা দিবি চল।

শিব। ( হাত তালি দিয়া ) হিবার—হিয়ার—

মমতা। তুমি!

মানব। শিবু, আয়—আয়—এতক্ষণ আমি তোর জন্যে—

শিব। থাক—থাক, আর কথা চাপা দেবার চেষ্টা করতে হবে না। আমি কিছুক্ষণ আগেই এখানে এসেছি এবং তোমাদের দু'জনের সব কথাও শুনেছি এবং বুঝেছি।

মমতা। কি কি শুনেছো—

শিব। বুঝেছি—তোমরাই ষড়যন্ত্র করে মাধবীকে এখান থেকে তাড়িয়েছ।

মানব। না—না শিবু, তুই ভুল—

শিব। না—আমি ভুল শুনিনি—ভুল বুঝিনি—ভুল বোঝাতে চেষ্টাও

করিস না। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—যে মেয়েটা অকালে স্বামী হারা হয়ে এই সংসারটাকে আঁকড়ে থেকে সবকিছু ভুলেছিল—তুই সেই নিষ্পাপ মেয়েটার নামে দুর্নাম দিতে পারলি! ভাই বোনে মিলে তাকে এখান থেকে তাড়াবার ষড়যন্ত্র করতে তোদের বিবেকে একটুও বাধলো না! এত নীচ তুই—এত হীন তুই! এই তুই-ই আমার বন্ধু!

মানব। শিবু, আমি—

শিব। নট এ ওয়ার্ড মোর। আর আমি তোর কথা শুনতেও চাই না—বলতেও চাই না। আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ। যা—এখুনি তুই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা—আর কোন দিন ঢুকবি না!

মমতা। কি—তুমি আমার দাদাকে—

শিব। ইউ স্যাটাপ্। কি হল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন—গেট আউট—গেট আউট, আই সি—গেট আউট ফ্রম মাই হাউস।

মানব। ও কে—গুড বাঈ—

[ প্রস্থান

শিবু। মমতা, তুমি চমৎকার—সত্যিই তুমি চমৎকার। একটু আগেও মাধবীকে ফিরিয়ে আনার কথা বলেছিলেন না? মাধবী যেদিন চলে যায় সেদিন তুমি একটু কেঁদেছিলে না? হু—সত্যিই তুমি একজন অভিনেত্রী বটে—অসাধারণ অভিনেত্রী। আমি স্বীকার করছি—ইউ আর এ গ্রেট—গ্রেট এ্যাকেট্রেস। বলতে পারো—এখন আমি তোমাকে নিয়ে কি করবো?

মমতা। কি করবে—মারবে, না বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে?

শিব। না—এখন আমি কিছুই করবো না; আপাতত তোমার

শাস্তিটা তোলাই থাকে। মাধবীকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারি, আর তুমি যদি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও—তাহলেই তোমার শাস্তি মকুব হয়ে যাবে।

মমতা। আর যদি ক্ষমা না চাই—তাহলে ?

শিবু। তাহলেও তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবো না ; কারণ—উপর দিকে থুথু ফেললে তা নিজের গায়েই পড়ে।

মমতা। বটে—

শিবু। তাই তোমাকে নিয়ে ঘর করবো সত্যি—তবে ভালোবেসে নয়—ঘৃণা করে— [ প্রস্থান

মমতা। এত দূর ! ঠিক আছে—ঘৃণার পাত্রী হয়ে মমতাও কোনদিন স্বামীর ঘর করবেনা— [ প্রস্থান

## বিংশ দৃশ্য

মাধবীর শ্বশুর বাড়ী

বিধুর প্রবেশ।

বিধু। মা জননী আছেন কি, মা জননী—

মাধবীর প্রবেশ।

মাধবী। জ্যাঠামশাই এসেছেন ? এসব আমি কি শুনছি জ্যাঠামশাই ? আমার জমি-জায়গা নাকি—

বিধু। হ্যাঁ মা জননী, আমিও তোমাকে সেই সবই জানাতে এসেছি।

তোমার যত জমি-জায়গা ছিল সব নিলেম হয়ে গেছে। শ্রীহরি—শ্রীহরি।

মাধবী। সব নিলেম হয়ে গেছে?

বিধু। হ্যাঁ মা, তোমার পঁচিশ বিঘে জমির এক ছটাক জমিও আর তোমার নেই।

মাধবী। তাহলে আপনি যে সেদিন বলেছিলেন বন্দক দিয়েছেন, বিক্রী করেছেন সে কথা তাহলে—

বিধু। মিছে কথা মা—সব মিছে কথা। আমি সেদিন তোমার মন পরীক্ষা করে দেখছিলাম, তুমি কি বল। এখন তোমার ভিটে মাটি পর্যন্ত চলে গেছে।

মাধবী। একি আমার ভিটে মাটি পর্যন্ত—কি বলছেন আপনি? কি করে কি হল? কেন নিলেম হল আমি তো কিছুই বুঝতে পরিছি না।

বিধু। তোমাদের দশ বছরের খাজনা বাকী ছিলো তো, সেই জন্যে জমিদার বাবু তোমার নামে সুদে-আসলে দেড় হাজার টাকার নালিশ করেছিলেন কিনা তাই

মাধবী। নালিশ করেছিলেন! আমি জানলাম না, শমন এলো না—

বিধু। কোর্ট থেকে শমন ঠিকই পাঠিয়েছিলো মা, কিন্তু তোমার কাছে সে শমন পৌছয় নি, মানে তোমাকে কিছু জানতে দেবে না বলেই শমন পৌছুতে দেয়নি। কাজে কাজেই তুমি কোর্টে হাজির হতে পারলেন না। ফলে একতরফা ডিগ্রি হয়ে গেল, নিলেমের ইস্তাহার জারি হল, আর তিনদিন আগে নিলেম হয়ে গেল শ্রীহরি—শ্রীহরি।

মাধবী। আপনি দেখছি সবই জানেন, অথচ আমাকে একবার জানালেন না?

বিধু। তা কি করে জানাই মা, স্বয়ং জমিদারবাবু যেখানে মাথা-গলিয়েছেন—

মাধবী। এতবড় অন্যায়, এইভাবে একজন বিধবার সর্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিলো। এতখানি অধর্ম করতে পারলো? আমার জমি বাড়ী নিলেম হল আমি জানলাম না, আমাকে কোন খবর দিলো না, এ কেমন ওর জমিদারী?

বিধু। এখন আর ওসব কথা বলে কিছু লাভ হবে না, মা জননী। এখন আসল কথা বল কবে তুমি এসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছো?

মাধবী। এঁ্যা শ্বশুরের ভীটে ছেড়ে চলে যেতে হবে! এরই মধ্যে! জমিদার বাবু পেয়াদা পাঠিয়েছেন বুঝি?

বিধু। হ্যাঁ মা, আমার বাড়ীতেই তারা বসে আছে। আমাকে তোমার সবকিছু দখল করিয়ে দিতেই এসেছে।

মাধবী। আপনাকে দখল করিয়ে দিতে এসেছে, মানে!

বিধু। শ্রীহরি - শ্রীহরি, বুঝলেনা, আমিই যে তোমার সবকিছু নিলেমে কিনে নিয়েছি মা জননী।

মাধবী। আপনি কিনে নিয়েছেন?

বিধু। মা জননী। এই জমি-জায়গা যে আমি এতদিন নাড়াচাড়া করেছি, তার উপর যে আমার একটা মায়া পড়ে গেছে তাই তোমাকে না জানিয়েই সব কিনে নিলাম।

মাধবী। এবার আমি সব বুঝেছি, আপনিই নিলেম ডেকে নেবেন বলেই বুঝি সবকিছু জানা সত্ত্বেও আমাকে কিন্তু জানাননি?

বিধু। হেঃ-হেঃ-হেঃ ঠিকই ধরেছো মা জননী। তুমি যখন দুবিঘে জমি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেনা তখন বাধ্য হয়ে আমাকে একটু মাথা

ঘামাতে হল। একটু কল-কাঠি ঘোরাতে হল, কিছু টাকাও খরচ করতে হল।

মাধবী। ওঃ! জ্যাঠমশাই, আমার স্বামী—শ্বশুর যে আপনাকে অগাধ বিশ্বাস করেছিলেন। আপনি তাঁদের সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান দিলেন? এইভাবে একটা বিধবা মহিলাকে সর্বশান্ত করতে পারলেন?

বিধু। আমি কে মা, শ্রীহরি আমাকে যা করান। আমি তাই করি। তাহলে কবে বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছো মা? পাইক পেয়াদা ব্যাটাদের সেই কথা বলে বিদেয় করে দিই।

মাধবী। আপনি যখন দয়া করে সব নিয়েই নিয়েছেন। আজ হোক —আর কাল হোক যেতেই হবে—

বিধু। ঠিক আছে—ঠিক। আমি পাইক ব্যাটাদের বুঝিয়ে বলে বিদেয় করে দিচ্ছি। আর তোমাকেও জানিয়ে দিচ্ছি মা জননী, আজ শনিবার বারবেলা যাওয়া হবে না, কাল রবিবার—নিস্ফলা বার এ যাওয়া উচিৎ নয়। আমি ধর্মভীরু মানুষ মা, এই সব দিনক্ষণগুলো মেনে চলি। শ্রীহরি---শ্রীহরি---শ্রীহরি, তবে হ্যাঁ সোমবার সকালে এসে আর যেন তোমাদের এ বাড়ীতে দেখতে না পাই, তাহলে কিন্তু আবার পাইক ব্যাটাদের খবর দিতে হবে।

মাধবী। আপনার কথা শেষ হয়েছে? এবার যেতে পারেন।

বিধু। হ্যাঁ যাচ্ছি। তুমি যেন দুঃখ কর না মা জননী। তোমার বাবার তো বিরাট জমিদারী আছে, সেখানে গেলে তো তোমার সোনার থালায় রাজভোগ। তাহলে ঐ কথাই রইল, সোমবার সকালে চলে যাচ্ছো কেমন? শ্রীহরি—শ্রীহরি— [ প্রস্থান

মাধবী। ঠাকুর—ঠাকুর, এ আবার তোমার কোন লীলা? সামান্য-

নারী আমি, আমাকে নিয়ে আর কত খেলা খেলবে ? কত কাঁদাবে ? কত পরীক্ষা করবে ? একটার পর একটা আঘাত পেয়ে পেয়ে আমি যে একেবারে জর্জরিত হয়ে গেছি। আর আমি সইতে পারছিনা ঠাকুর—আর যে আমি সইতে পারছি না।

বংশীর প্রবেশ।

বংশী। বড়দিদি—বড়দিদি, শুনিছো বড়দিদি, পাড়ায় নোকেরা সব বলাবলি করতিছে, তোমার জমি-জায়গা, বাড়ী-ঘর নাকি—

মাধবী। ওরা যা বলছে সব সত্যি বংশী ভাই ?

বংশী। সত্যি ! তুমি বলতিছো। কি বড়দিদি !

মাধবী। ঠিকই বলছি ভাই, আমাকে না জানিয়েই জমিদার বাবু আমার সবকিছু নিলাম করে দিয়েছেন। চাটুজ্জে জ্যাঠামশাই সব জেনেও আমাকে না জানিয়ে আমার সবকিছুই কিনে নিয়েছেন।

বংশী। সে কি, তুমারে না জানায়ে চাটুজ্জে মশাই—

মাধবী। একটু আগেই তিনি এখানে এসেছিলেন, বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য সোমবার সকালে পর্যন্ত সময় দিয়ে গেছেন।

বংশী। এঁ্যা, বড়দিদি তুমার অদিষ্টে এও ছেলো ? শুশুরের ভীটেতেও তুমি থাকতি পারলেনা ?

মাধবী। কথায় বলেনা, 'অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকায়ে যায়' আমারও হয়েছে তাই। নইলে অকালে স্বামী হারা হব কেন ? আর কেনই বা এমনি করে আমাকে সারা জীবন ধরে দুঃখের বোঝা বইতে হবে ?

বংশী। কি বলবো বড়দিদি. ভগবান ব্যাটারে যদি একবার সামনি পেতাম তা হলি—

মাধবী। ভগবানের উপর অযথা রাগ দেখিয়ে কোন লাভ নেই বংশী ভাই, তুমি বরং তাহের ভাইকে একটু খবর দাও।

**তাহেরের প্রবেশ।**

তাহের। খবর দিতি হবেনি বৌদি-ঠারুন, আমি পাড়ার নোকের মুখি মুখি সব কথা শুনিই ছুটা এসিছি।

বংশী। তা কি করা যাই তাহের মিঞা?

মাধবী। তাহের ভাই!

তাহের। চাটুজ্জ্যে ঠাকুর বুড়ো শকুন। এই ভাবে ঠকায় ঠকায় অনেক মানুষেরে পথে বসায়েছে।

মাধবী। কিন্তু জমিদারবাবু আমাকে না জানিয়ে আমার সম্পত্তি নিলেম করেন। এর কি কোন প্রতিকার নেই?

তাহের। কে পিতিকার করবে বৌদি ঠারুন? জমিদারের যে অনেক পাইক বরকন্দাজ আছে। পিতিকার চাইতি গেলিই যে তার—মাথা ভেঙ্গি দেবে না?

মাধবী। তাহের ভাই, তুমি আমাকে তোমার নৌকায় করে লালতায় নিয়ে যেতে পার? আমি একেবার জমিদারবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখি—

তাহের। অমন কাজও করনি বৌদিঠাকরুন, খারাপ মানুষ আর হয়না। দিনরাত মদ খায়, পেরজাদের ধরে ধরে পাইক দিয়ে ঠ্যাঙ্গায়। কলকাতা থেকে বাঈজী এনি নাচায়, সোঁদর মেইয়ে দেখলি তারে ধইরা নে যায়—

বংশী। বল কি তাহের মিঞা!

মাধবী। সেকি ?

তাহের। হ্যাঁগো বৌদি ঠারুন। সেখানে গেলি তোমার জমিদারীতো কোন ফিরতী হবেই না, উপরন্তু তোমার ধর্ম্ম নিইউ টানাটানি হতে পারে।

বংশী। না-না বড়দিদি, তাহলি তুমার সেখানে যাওয়া হবেনি, কিছুতেই না। ওসব ঝুটঝামেলা না করি ইথান থেকি চলে যাওয়াই ভালো।

তাহের। আমিও সেই কথা বলি বৌদি ঠারুন। মান থাকতি থাকতি চলি যাওয়াই ভালো।

মাধবী। বেশ, তাহলে কাল সকালে তুমি এসো তাহের ভাই, আমরা তোমার নৌকো করেই জন্মের মত এখান থেকে চলে যাব।

তাহের। তাই হবো বৌদি ঠারুন—তাই হইব। তুমি বড় আস নে ইথানে থাকতি এসিছিলে, কিন্তু যারা তুমারে থাকতি দেলেনা, তেমারে ভিটে ছাড়া করলো—আল্লাতালা তাদের কখনও ভালো করবে না বৌদি ঠারুন—আল্লাতালা তাদের ভালো করবে না। [ প্রস্থান

বংশী। বড়দিদি আমরা কইলকাতা যাবোতো ?

মাধবী। না, সোমরাপুরে প্রমিলার বিয়ে হয়েছে, প্রথমে তাকে একবার দেখতে যাব। তারপর সেখান থেকে চলে যাবো কাশীতে ঠাকুরঝির কাছে। কোথাও যখন আমার জন্য জায়গা নেই, তখন বাবা বিশ্বনাথের পায়ের তলাতেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব।

বংশী। বড়দিদি—

মাধবী। তুমি বরং আমার সঙ্গে আর না থেকে কলকাতায় চলে যেও।

বংশী। মাথা ভাঙ্গবো-মাথা ভাঙ্গবো, আবার ওকথা বল্লি তোমার মাথা ভাঙ্গবো।

মাধবী। বংশী ভাই!

বংশী। তুমি ছোটলোক, আমার চৌয়উ ছোট লোক। তাই তুমার কাছথিকে আমারে তাড়াতি চাও। আমি যাবনি—আমি যাবনি, তুমি আমারে নাথি মেরি তাইড়ে দিলেও তুমারে ছেড়ি আমি কুথাও যাবনি।

[ প্রস্থান

মাধবী। ওগো বিশ্বনাথ! আমাকে শক্তি দাও, আমাকে ধৈর্য্য দাও। আমি যেন তোমার চরণ সার করেই জীবন কাটাতে পারি।

[ প্রস্থান

## একবিংশ দৃশ্য

লালতা জমিদার বাড়ী

**কয়েকখানি মামলা মকদ্দমার কাগজ হাতে নিয়ে অসুস্থ উত্তেজিত সুরেন্দ্রের প্রবেশ।**

সুরেন। না—না এ অবিচার, এ অন্যায়। এত বড় অন্যায় আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। কৈফিয়ৎ চাই কৈফিয়ৎ চাই। শান্তি—শান্তি—

**দ্রুত শান্তির প্রবেশ।**

শান্তি। কি হয়েছে—কি হয়েছে? অমন চীৎকার করছো কেন?

সুরেন। আমি —আমি এখুনি কাছারী ঘরে যাবো, এখুনিই।

শান্তি। না—না এসময় তোমাকে কাছারী ঘরে যেতে দেবো না। ডাক্তার বাবু বলেছেন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তোমার বাইরে যাওয়া নিষেধ।

সুরেন। তবু আমাকে যেতেই হবে। এখুনি মথুর বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

শান্তি। ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি শান্ত হও, আমি এখানেই মথুরবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি। রামসিং—

**রাম সিং-এর প্রবেশ।**

রামসিং। হুকুম মালিক—

শান্তি। মথুরবাবুকে একটু ডেকে দাওতো।

রামসিং। জী অাচ্ছা।

শান্তি। কি ব্যাপার বলতো, হঠাৎ এত রেগে গেলে কেন? আর মথুরবাবুকেই বা কি দরকার?

সুরেন। দরকার? আমি তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবো। তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করবো।

শান্তি। কেন-কেন? কি করেছে সে?

সুরেন। আবার বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। এই দেখো—এই দেখো (কিছু কাগজ দেখায়), গোলা গাঁয়ের এক বিধবার ঘরবাড়ী যথাসর্বস্ব নিলাম করিয়ে দিয়েছে। অথচ—অথচ আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করেনি।

শান্তি। তাই—নাকি? তা হ্যাগো নিলামটা করল কেন?

সুরেন। ভদ্র মহিলার দশ বছরের খাজনা বাকী ছিল, তাই সুদে আসলে দেড় হাজার টাকার নালিশ হয়েছিলো। ভদ্রমহিলা কোর্টেও হাজির হয়নি, তাই একতরফা ডিগ্রী হওয়ায় তার সমস্ত সম্পত্তি নিলামে তুলে খাজনা আদায় করেছে।

শান্তি। তাহলে তো এক্ষেত্রে নায়েব মশায়ের দোষ দেওয়া যায় না। ভদ্র মহিলা যখন কোর্টেও যায়নি, টাকাও দেয়নি, অথচ অতগুলো টাকা পাওনা—

সুরেন। সেই জন্যে কি একটা অসহায় বিধবাকে ভীটে ছাড়া করতে হবে?

শান্তি। না—না ভিটে ছাড়া করতে বলি না, তবে—

সুরেন। তবে আবার কি? তবে আবার কি? মনে কর আমি যেদিন থাকবো না সেদিন তোমাকেও যদি কেউ এই ভাবে—(একটু কাশে, শান্তি বুকে হাত বুলাতে বুলাতে বলে)

শান্তি। চুপ কর—চুপ কর, ওসব অলুক্ষুণে কথা বলনা। ওকথা শুনলে যে বুক কেঁপে ওঠে।

সুরেন। তবু জানিনা ঐ কথাটা বলতেই আমার কেন এত ভালো লাগে। কেন মনে হয়—

দিনান্তের ক্লান্ত রবি চলে যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রলয় তুফান তুলি করে দিয়া করতালি
ভৈরব গর্জনে কাল মহাকাল তাথৈ-তাথৈ
নৃত্যে আসিছে নামিয়া।

শান্তি। ওসব কথা বলে আর আমাকে কাঁদিওনা।

সুরেন। এই দেখ শান্তি আমার বড়দিদির নাম।

শান্তি। বড়দিদির নাম!

সুরেন। হ্যাঁ মাধবী দেবী, যার জমি নিলাম হয়েছে।

শান্তি। ও তাই বুঝি তুমি উতলা হয়ে পড়েছো? তাকে সবকিছু ফিরিয়েও দিতে চাও?

সুরেন। নিশ্চয়ই দেব, সব—সব ফিরিয়ে দেব।

শান্তি। কিন্তু ইনিতো তোমার বড়দিদি নয়। তিনি থাকেন কলকাতায়।

সুরেন। তাহলেও তাঁর নামের একটা সম্মান আছেনা?

শান্তি। শুধু মাধবী দেবী নাম আছে তাতেই? এই নামতো অনেক মেয়েরই আছে।

সুরেন। তা আছে। দুর্গা নামওতো অনেক মেয়েরই আছে, শান্তি। একটা কাগজে দুর্গা নাম লিখে তুমি পার—তার উপর পা দিয়ে মাড়িয়ে যেতে?

শান্তি। ছিঃ ছিঃ ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে কি সব বাজে কথা বলছো?

সুরেন। আচ্ছা ঠাকুর দেবতার নাম না হয় বাদই দিলাম। আমি তো মানুষ, আমার একখানা ফটো চারজন ব্রাহ্মণকে দিয়ে তুমি নদীর তীরে পোড়াতে পারবে? তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব।

শান্তি। ওগো আমি তোমার পায়ে পড়ি, ঐ সব অলুক্ষণে কথা আর বল না। আর আমি তোমার বড়দির সম্বন্ধে কিছু বলবোও না, জানতেও চাইবো না। [ পায়ে পড়ে ]

**মথুরের প্রবেশ।**

মথুর। আমাকে ডেকেছেন?

সুরেন। হ্যাঁ, আপনি গোলাগাঁয়ের মাধবী দেবীর সম্পত্তি নিলাম করিয়েছেন কেন ?

মথুর। আজ্ঞে ওদের দশ বছরের খাজনা বাকী ছিলো। তাই আইনত যা করণীয় আমি তাই করেছি।

সুরেন। আইনত কাজ করেছেন? কিন্তু আইনের উপরেও মানবতা বলে একটা জিনিষ আছে, সে জ্ঞানটা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন? এতবড় একটা ঘটনা ঘটাবার আগে আমাকে একবার জানানোর প্রয়োজন ছিলো না কি?

শান্তি। তুমি বড্ড রেগে গেছো,তোমার শরীর কাঁপছে,একটু শান্ত হও।

সুরেন। পারছিনা, কিছুতেই আমি শান্ত হতে পারছিনা। বলুন কে তার সম্পত্তি নিলাম ডেকে নিয়েছে?

মথুর। আজ্ঞে ঐ গাঁয়েরই এক ভদ্রলোক, নাম বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

সুরেন। হুঁ, যার সম্পত্তি নিলেম তিনি বোধ হয় কিছুই জানেন না।

মথুর। না তিনি সেখানে হাজির ছিলেন না।

সুরেন। চমৎকার, আপনারা কি একবার ভেবেও দেখলেন না! ভদ্র মহিলা যাবেন কোথায়, থাকবেন কোথায়?

মথুর। এতদিন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই যাবেন।

সুরেন। এতদিন কোথায় ছিলেন?

মথুর। কলকাতায় তার বাপের বাড়ীতে।

সুরেন। কলকাতায় বাপের বাড়ী?

মথুর। শুনেছি তার বাবা নাকি খুব বড়লোক। সেখানে গেলে ভাত কাপড়ের কোন অভাব তার হবে না।

স্থরেন। তার বাবার নাম জানেন?

মথুর। হ্যাঁ, ব্রজরাজ লাহিড়ী।

স্থরেন। ( সহসা চীৎকার করে ওঠে ) বড়দিদি—

মথুর। বাবু—[ সঙ্গে সঙ্গে কাশী ও রক্ত বার হয় ]

শান্তি। একি! আবার রক্ত? ওঃ ভগবান—

স্থরেন। রাম সিং—

**দ্রুত রাম সিং-এর প্রবেশ।**

রাম সিং। হুকুম মালিক—

স্থরেন। ভাল দেখে একটা ঘোড়াতে জিন কষতে বল

রাম সিং। জি আজ্ঞা মালিক।

প্রস্থান

শান্তি। সে কি! এখন তুমি—

স্থরেন। গোলা গাঁয়ে যাবো।

শান্তি। না—না এই শরীর নিয়ে আমি কিছুতেই তোমাকে যেতে দেব না।

স্থরেন। আঃ বিরক্ত করনা শান্তি। আমি যাব, যেতে আমাকে হবেই।

মথুর। বাবু—

স্থরেন। এখান থেকে গোলা গাঁ কত পথ বলতে পারেন?

মথুর। দশ ক্রোশের কাছাকছি।

স্থরেন। নটা প্রায় বাজে, একটার মধ্যেই পৌছুতে পারব। বলুন কোন দিকে গোলা গাঁয়ের পথ।

মথুর। প্রথমে উত্তর দিকে কিছুটা গিয়ে পশ্চিমে যেতে হবে।

সুরেন। ঠিক আছে।

[ প্রস্থানোদ্যত ]

শান্তি। ওগো কথা শোন, আমার অনুরোধ রাখ।

সুরেন। না—না—না, কোন অনুরোধ রাখবো না, কারও কোন বাধাই আমার পথ আটকাতে পারবে না। আজ আমি কক্ষচ্যুত উল্কা।

মথুর। সুরেন বাবু!

সুরেন। শুনুন মথুর বাবু, এতদিন আপনি প্রজাদের সুখ সুবিধের দিকে না তাকিয়ে তাদের উপর অনেক অন্যায় অবিচার করেছেন। আর তার জন্যে যত দুর্ণাম, যত কলঙ্কের বোঝা সব আমাকেই বহন করতে হচ্ছে। কিন্তু আর না, আজই সব শেষ করবো। কাল থেকে আপনাকে বরখাস্ত করলাম।

[ প্রস্থান

শান্তি। ঠাকুর—ঠাকুর তুমি ওকে রক্ষা করো, ওকে ফিরিয়ে এনে দাও। [ প্রস্থান

মথুর। হুঁ কাল থেকে তাহলে আমার চাকরী নেই। আমারও আর চাকরীতে দরকার নেই। যা গুছিয়ে নিয়েছি তাতেই আমার সারা জীবন হেসে খেলে চলে যাবে।

[ প্রস্থান

[ ঘোড়ার পায়ের শব্দ হবে ]

# দ্বিবিংশ দৃশ্য

গোলা গাঁ মাধবীর শ্বশুরবাড়ীর সন্মুখস্থ স্থান

**বিধু চাটুজ্জের প্রবেশ।**

বিধু। তেজ, তেজ দেখিয়ে গেল। বললাম সোমবার সকালে যেতে শুনলে না। আজই চলে গেল? আরে যা-যা, বিধু চাটুজ্যে কারও তেজের ধার ধারে না। নেহাত আমি ধর্মভীরু লোক—তাই দিন ক্ষণ বেছে চলি, তোরা যদি দিনক্ষণ না মানিস তাতে আমার বয়েই গেল। শ্রীহরি শ্রীহরি—( নেপথ্যে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ) ওকি ঘোড়া ছুটিয়ে কে আসছে রে—বাবা—একি জমিদারবাবু ঘোড়া থেকে নামলো মনে হচ্ছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, জমিদারবাবুই তো বটে। তাইতো উনি হটাৎ এখানে কিজন্য এলেন?

**ঘর্মাক্ত এবং জামাকাপড় ও মুখে রক্তের দাগ।**
**দ্রুত সুরেন্দ্রের প্রবেশ।**

সুরেন। বড়দিদি—বড়দিদি—

বিধু। জমিদারবাবু আপনি হঠাৎ এখানে?

সুরেন। এইটাই কি রামতনু সন্যালের বাড়ি?

বিধু। আজ্ঞে হ্যাঁ—

সুরেন। ( হাঁক দিয়া ) বাড়িতে কে আছেন—কে আছেন?

বিধু। বাড়িতে কেউ নেই জমিদারবাবু।

সুরেন। কেউ নেই—( কাশী )

বিধু। না। আজ সকালেই—আমাকেই সমস্ত সম্পত্তি দখল দিয়ে তারা চলে গেছে—শ্রীহরি—শ্রীহরি।

সুরেন। আপনাকে দখল দিয়ে গেছে! ও তাহলে আপনিই তার সব কিছু নিলামে কিনে নিয়েছেন। আপনারই নাম বিধু চাটুজ্যে।

বিধু। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি আমাকে না চিনলেও আমি কিন্তু আপনাকে বিলক্ষণ চিনি হুজুর।

সুরেন। শুনে ধন্য হলাম। কিন্তু তারা কোথায় গেছে কোনদিকে গেছে বলতে পারেন?

বিধু। পারি—নৌকায় করে দক্ষিণদিকে গেছে।

সুরেন। নদীর ধার দিয়ে পথ আছে? ঘোড়া দৌড়াতে পারবে?

বিধু। ক্রোশ দুই হয়তো যেতে পারবে—তারপর আর পথ নেই—শুধু বাঁশ বেতের ঝোপ—আর শিয়াল কাঁটার গাছ।

সুরেন। ঠিক আছে। শুনুন বিধুবাবু—আপনি লালতায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। যে টাকায়—মাধবীদের সমস্ত সম্পত্তি নিলাম ডেকে নিয়েছেন সেই টাকাটা আমার কাছ থেকে ফেরৎ নিয়ে আসবেন।

বিধু। কেন হুজুর?

সুরেন। কেনর কোন উত্তর নেই যা বলছি শুনুন। এর এক কণা সম্পত্তিও আপনি অধিকার করবেন না। করতে পারবেন না।

বিধু। এ সব কি বলছেন আপনি!

সুরেন। যা বলছি—ঠিকই বলছি। এরপরও যদি আমার কথা অমান্য করার চেষ্টা করো—তাহলে কিন্তু—আমার জমিদারীতে আপনাকে আর বাস করতে দেবনা।

বিধু। জমিদারবাবু—

সুরেন। বড়দিদি—বড়দিদি—

[ প্রস্থান

বিধু। যা-বাবা এ আবার কি হল শ্রীহরি—এত চেষ্টা করে এত বুদ্ধি ঘটিয়ে সব কিছু হাতালাম- আর জমিদারবাবুর এক কথায় ছেড়ে দিতে হবে! ওর কথাটা ভাবতে গেলেই যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কি করি কি করি—এখন আমি কি করি—হায় শ্রীহরি—তোমার মনে এই ছিল তুমি আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলে! শ্রীহরি—শ্রীহরি।

[ প্রস্থান

## ত্রয়োবিংশ দৃশ্য

**নদীতে নৌকোর মধ্যে গীতকণ্ঠে তাহেরের প্রবেশ।**

তাহের। **গীত**

নদীর একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে এইতো নদীর খেলা
সকাল বেলায় আমির রে ভাই ফকির সন্ধ্যাবেলা—
এইতো নদীর খেলা।

**মাধবীর প্রবেশ।**

মাধবী। তাহের ভাই—

তাহের। তুমি আবার ছইয়ের মধ্যে থেকি বাইরে বেরুলে কেনে বৌদি ঠারুন? দেখছো না রোদ্দুর কেমন খাঁ খাঁ করতিছে।

মাধবী। তাতে কি হয়েছে? তোমরাও তো এই রোদের মধ্যে কষ্ট করে নৌকো বাইছো।

তাহের। আমাগো কথা ছাড়ান দাও। জল-ঝড় রোদ্দুর সওয়া আমাগো অভ্যেস হইয়ে গেছে।

মাধবী। আচ্ছা সোমরাপুর যেতে আমাদের কত সময় লাগবে ভাই ?

তাহের। যেমন হাওয়া বইতিছে বৌদি ঠারুন এই রকম হাওয়াই যদি হতি থাকে তাহলি দুপুরের মধ্যিই নৌকা সোমরাপুর ঘাটে ভিড়তি পারুম।

মাধবী। তাহের ভাই বেলাতো অনেক হল, তোমাদের কি ক্ষিধে তেষ্টা নেই ? কোথাও নৌকো বেঁধে খাওয়া দাওয়া করে নাওনা।

তাহের। ঠিক আছে বৌদি ঠারুন, ভাবতিছি দিস্তি পাড়ার গঞ্জে নৌকো ভিড়োলি ভাল হয়। সিখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। কারণ আমাদের সঙ্গি তুমিওতো উপোষ দিয়া আছো।

মাধবী। আমার কথা ছেড়ে দাও, আজ আমার একাদশী।

তাহের। ওঃ একাদশী, তাহলিও ফল ফলারীতো কিছু মুখি দিতে হবে ?

মাধবী। তাহের ভাই—

তাহের। যাও—যাও, গায়ে আর রোদ লাগায়োনা, শরীল খারাপ কইরবে। ছইয়ের মধ্যি যেয়ে বসি থাকোগে যাও।

মাধবী। আমার গায়ে রোদ লাগছে বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে তাহের ভাই ? এই অভাগিনীকে এত ভালোবাসো ?

তাহের। ভাল আর বাসতি পারলাম কৈ বৌদি ঠারুন। তুমারে যে এইখান থেইকা জন্মের মত চইল যেইতা হচ্ছে। এই তো তুমার সঙ্গি শেষ দেখা নাহলি—

মাধবী। কি আর করবো বল, সবই আমার অদৃষ্ট। না হলে আমিও ভেবেছিলাম এখানেই জীবনটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু কোন আশাই আমার পূর্ণ হল না। হঠাৎ একটা ঘুর্ণী ঝড়ে যেন আমার সব কিছুই ওলট পালট করে দিলো।

তাহের। বৌদি ঠারুণ—

মাধবী। এ সবই আমার অদৃষ্ট ভাই, সবই আমার অধৃষ্ট।

[ প্রস্থান

তাহের। আহারি, এমন এট্টা মেইয়েরে যারা ভিটে ছাড়া করলো তারা কি মানুষ? এই কলিমুদ্দি তুই হালটা শক্ত করি ধরি থাক, উলটো পালটা হাওয়া হইচ্ছে, আমি পালের দড়ি খুলি দিচ্ছি। নৌকো খুব বেশী টলমল করতিছে, বৌদি ঠাকরুণ ভয় পাবে।

[ প্রস্থান

## দৃশ্যান্তর

নদীর পাড়

**হাঁপাতে হাঁপাতে সুরেন্দ্রের প্রবেশ। তাহার মুখে জামা কাপড়ে রক্ত।**

সুরেন। বড়দিদি—বড়দিদি, নাঃ এত ছুটছি তবু একখানা নৌকোতো দেখতে পাচ্ছি না। এত ডাকছি তবুতো কারও সাড়া পাচ্ছি না। আর যে আমি ছুটতে পারছি না, শরীরটা যেন ক্রমশঃই অবস

হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি আমার জীবনের শেষ হয়ে যাবে। ঐতো—ঐতো, নদীর বাঁকের মুখে একখানা নৌকো দেখা যাচ্ছে—না? [ চীৎকার করে ] মাঝি—নৌকো ঘাটে লাগাও—[ মুখ দিয়ে রক্ত বের হয় ] রক্ত—রক্ত, চাপ—চাপ তাজা রক্ত। ঝরুক—ঝরুক, যত রক্ত ঝরে ঝরুক, তবু বড়দিকে আমার ধরতেই হবে। ওকি নৌকোখানা যে এগিয়েই চলেছে, তাহলে আমার ডাক নিশ্চয়ই শুনতে পায়নি। ছুটতে হবে—ছুটতে হবে, নৌকোখানাকে ধরতেই হবে। বড়দিদি—বড়দিদি—

[ প্রস্থান

## দৃশ্যান্তর

নৌকোর মধ্যে তাহেরের প্রবেশ।

তাহের। কলিমুদ্দি এই কলিমুদ্দি, কচুরীপানা আর কলমী শাকের ঝাড়ে নৌকো এটকে গেছে। আমি কাস্তে দিয়ি কাটি সব পরিষ্কার করি দিচ্ছি। তুই এবার গুন টানার জন্যি তৈরি হ।

সুরেন। ( নেপথ্যে ) বড়দিদি—বড়দিদি।

মাধবীর প্রবেশ।

মাধবী। কে—কে, আমাকে ডাকে? তাহের ভাই কে যেন আমাকে ডাকছেন?

তাহের। নদীর পাড় দিই কত মানষে যাইচ্ছে আসছে, কে কারে ডাকতিছে তার কি ঠিক আছে!

মাধবী। কিন্তু আমার যেন মনে হল কত চেনা-কত পরিচিত কোন লোক।

সুরেন। ( নেপথ্যে ) বড়দিদি—বড়দিদি।

মাধবী। ঐ আবার—আবার ডাকছে।

**বংশীর প্রবেশ।**

বংশী। বড়দিদি—বড়দিদি, একটা চিনা গলায় কে যেন বড়দিদি—বড়দিদি করি ডাকছি বলি মনি হলনি?

মাধবী। হঁ্যা আমিও সেই ডাক শুনেই ছইয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলাম।

সুরেন। বড়দিদি—বড়দিদি।

বংশী। ঐ দেখো—ঐ দেখো বড়দিদি, একটা লোক ঝোপ ঝাড়ের মধ্যি দিয়ে বড়দিদি—বড়দিদি বলি ছুটতি ছুটতি আমাদের নৌকোর দিকে আসতিছে।

মাধবী। তাইতো বটে। সমস্ত গায়ে ধূলো কাদা মাখা জামা, কাপড়ে লাল লাল দাগ। বংশী ভাই, ঠিক করে দেখোতো আমাদের মাষ্টার বলে মনে হচ্ছে না?

বংশী। হঁ্যা—হঁ্যা, আমাদের ম্যাষ্টার বাবুইতো বটে।

মাধবী। তাহের ভাই, শিগ্‌গির ঘাটে নৌকা লাগাও।

[ প্রস্থান

তাহের। আচ্ছা বৌদি ঠাকুন, এখুনি ভিড়োয়ে দিচ্ছি। এই কলিমুদ্দি শিগ্‌গির ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে দে। [ প্রস্থান

## দৃশ্যান্তর

### নদীর পাড়

**শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন সুরেনের প্রবেশ।**

সুরেন। আঃ আর পারছিনা—আর পারছিনা, আর এক পাও চলতে পারছিনা। সমস্ত শক্তিই আমার শেষ হয়ে গেছে, চোখে অন্ধকার নেমে আসছে ( বসে ), ওকি কে যেন—

হাতছানি দিয়া মোরে জানায় ইঙ্গিতে
আয়—আয় ওরে দেরী নাই আর
বন্ধ কর-বন্ধ কর নতুন ছন্দ কবিতার
বন্ধ কর খেলা শেষ তোর—
সন্ধ্যা আসিছে নামি করুন সঙ্গীতে।

বড়দিদি—বড়দিদি—[ অর্দ্ধশায়িত হয় ]

**দ্রুত মাধবীর প্রবেশ।**

মাধবী। মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই ( মাথা কোলে নেয় ), এ আপনার কি অবস্থা হয়েছে? কি করে এ অবস্থা হল?

**দ্রুত বংশীসহ তাহেরের প্রবেশ।**

বংশী। ম্যাষ্টারবাবু—ম্যাষ্টারবাবু—[ পায়ের ধারে বসে ]

সুরেন। বড়দিদি—বড়দিদি, এই তো—এই তো আমার স্নেহ-মমতাময়ী বড়দিদি।

মাধবী। আমি মাধবী—

সুরেন। না—না, তুমি আমার কাছে বড়দিদি শুধু বড়দিদি।

তাহের। বৌদি ঠাকুন, এতো আমাদের জমিদারবাবু।

মাধবী। }
বংশী। } জমিদারবাবু!

সুরেন। হ্যাঁ বড়দিদি, আমিই লালতার জমিদার। কিন্তু বিশ্বাস কর আমি তোমার সম্পত্তি নিলেম করিনি। আমি তোমাকে ভীটে ছাড়া করিনি। আমার অকর্মণ্য কর্মচারী আমাকে না জানিয়ে এই কাজ করেছে। তাইতো আমি—আঃ বড়দিদি বড় কষ্ট [ রক্ত বমন ]

মাধবী। তাহের ভাই আমি তোমাদের সবাইকে একছড়া করে সোনার হার দেবো। আজ রাতের মধ্যে লালতায় পৌছতে পারবে?

তাহের। ঠিক আছে বৌদি ঠাকুণ, আমার হারের দরকরে নাই। কলিমুদ্দি যদি নেয় নেবে। আমি এখুনি গুণ টানার ব্যবস্থা করি দিছি। ভোর ভোর নাগাদ লালতায় নৌকো ভিড়োয়ে দেব।

[ প্রস্থান

সুরেন। বড়দি? আঃ আঃ সব অন্ধকার সব অন্ধকার।

মাধবী। বংশী ভাই চল, মাষ্টার মশাইকে আমরা নৌকোর মধ্যে নিয়ে যাই। মাষ্টার মশাই আমাদের ভর দিয়ে একটু উঠুন।

সুরেন। ওঠার শক্তি নেই বড়দি, তার চেয়ে তোমার কোলেই মাথা রেখে আমি শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মরনেরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান—[ মৃত্যু ]

মাধবী। মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই—

বংশী। ম্যাষ্টারবাবু—ম্যাষ্টারবাবু—

মাধবী। ম্যাষ্টার মশাই—[ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ]

( নেপথ্যে, নদীর একুল ভাঙে ওকুল গড়ে এইতো নদীর খেলা সুরটি ভাসিয়া আসিল )

**সমাপ্ত**

## যাত্রা জগতে পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকটি শ্রেষ্ঠ যাত্রানাটক

**শ্রী শম্ভু বাগ** রচিত : সোভিয়েত নেহেরু পুরস্কার প্রাপ্ত □ হিটলার □ লেনিন □ কাঞ্চি কাবেরী

**শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার দে** রচিত □ করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর □ কালা-পাহাড় □ পতির্ঘাতিনী যতী।

**শ্রী প্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য** রচিত □ ফাঁসীর মঞ্চে ক্ষুদিরাম □ লাঞ্ছিতা □ সোনার কেল্লা।

**অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী** রচিত □ বিনয়-বাদল দীনেশ □ বিষ্ণুপ্রিয়া।

**শ্রী ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়** রচিত □ পঙ্গপাল।

**শ্রী হিমাদ্রিকুমার বন্ধু** রচিত □ নর্তকী বেগম (ঐতিঃ নাটক)।

**শ্রী নন্দগোপাল রায় চৌধুরী** রচিত □ জনতার রায়।

**শ্রী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়** রচিত □ শহীদ লহ সেলাম।

**শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়** রচিত □ রাজা রামমোহন।

**শ্রী শ্যামল গোস্বামী** রচিত □ বিপ্লবী কানাই।

**শ্রী পাঁচকড়ি ঘোষাল** রচিত □ মানুষ কারা মারে।

**শ্রী আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়** রচিত □ সতীর দেহত্যাগ।

**শ্রী জি সি. ভট্টাচার্য** রচিত □ চাষী কেন কাঁদে।

**শ্রী অসীম মুখোপাধ্যায়** রচিত □ বৌমা।

---